সমরেশ মজুমদার

আত্মীয় স্বজন

www.banglabookpdf.blogspot.com

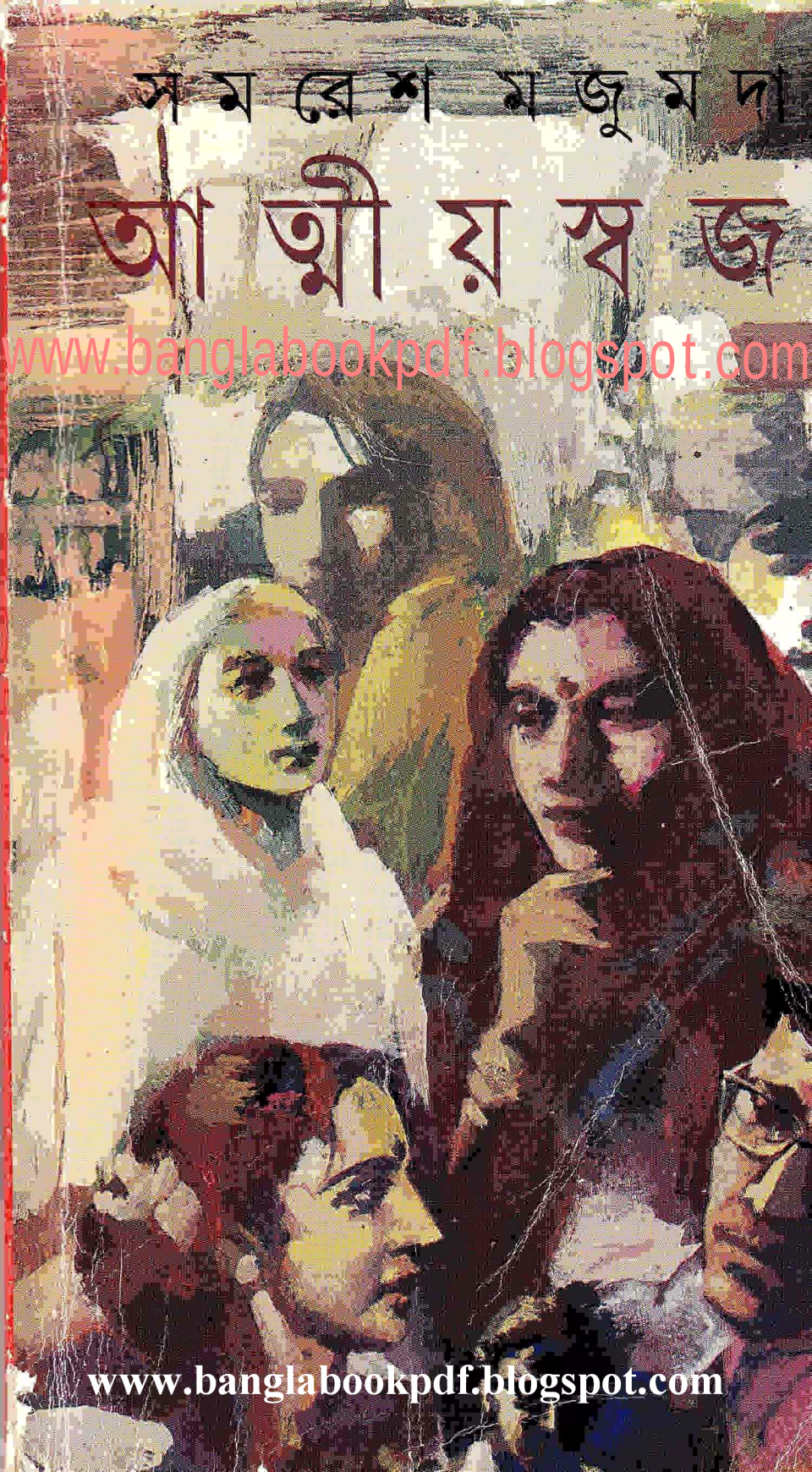

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

For More Bangla E-Books Visit

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাড়িটাকে ঘিরে প্রচুর গাছগাছালি যাদের অনেকগুলোই মনোরমার হাতে বড় হয়েছে। বাগান করার শখ ছিল তাঁর খুব, ছিল বলতে খারাপ লাগছে, মনে শখটা থেকেই গেছে কিন্তু শরীর বাদ সাধায় ছিল শব্দটা বলতেই হয়। বারান্দায় গেলে তো বটেই, দোতলার এই জানালা থেকেই আম আর লিচু গাছটাকে দেখা যায়। বেশিরভাগই ফলফলাদি কিন্তু একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। সেবার সবাই মিলে নৈনিতাল যাওয়া হয়েছিল। ওখানে ইউক্যালিপটাসের বন দেখে খুব ইচ্ছে হয়েছিল মনোরমার নিজের বাগানে ওই গাছ করবেন। সবাই বলেছিল, অসম্ভব। শীতের দেশের গাছ গরমে বাঁচবে না। জেদ চেপে গিয়েছিল মনোরমার। সেই গাছ যখন বড় হল, পাতাগুলো হাওয়ায় দুলতে লাগল তখন স্বামীকে বলেছিলেন, 'কুড়ি পঁচিশ বছরের মেয়ে যদি স্বামীর সংসারে এসে মানিয়ে নিতে পারে তা হলে একটা গাছ কেন পারবে না?' স্বামী বুদ্ধদেব হেসে বলেছিলেন, 'তুলনাটা কি ঠিক হল? মেয়েরা তো মানিয়ে নিতেই জন্মায়।'

মনোরমা তর্ক করেননি। স্বামীর সঙ্গে তিনি কখনও এমন কথা বলেননি যাতে তিক্ততা হয়। তাঁর কোনও কোনও কথা খারাপ লাগলেও নয়। দুটো মানুষ তো এক ছাঁচে গড়া হতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে সব ব্যাপারে কার কবে মিল হয়েছে? কিন্তু সেসব ছোটখাটো ব্যাপার। বুদ্ধদেব সারাজীবন তাঁকে যথেষ্ট ভালবেসেছেন, ভাল ব্যবহার করেছেন, সাধ্যমতো তাঁর ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করেছেন। এ রকম ক'টা মেয়ের ভাগ্যে হয়? মনোরমা বলতে পারতেন, 'মেয়েরা মানিয়ে নেয় ঠিকই, মেনে নেয় না।' কিন্তু কথাটা বলেননি। একটু সংযত হলে কত সংঘর্ষ যে এড়ানো যায় তা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝতে চায় না, পারেও না।

বুদ্ধদেব অবসর নিয়েছেন তেইশ বছর আগে। চাকরি জীবনে বয়সের কোনও কারচুপি না করায় অবসরের মুহূর্তে তাঁকে একটুও অথর্ব বলে মনে হয়নি। অবসরের পর বছর দশেক ব্যবসা করেছিলেন চুটিয়ে। তখনই এই বাড়ি বড় হয়েছে, ঘরের পর ঘর বানিয়েছেন। চাকরি জীবনে সস্তায় কেনা জমিতে মাত্র তিনটি ঘর বানাতে পেরেছিলেন, ব্যবসায় না নামলে সেটা বাড়ানো সম্ভব হত না। আটষট্টি বছরে প্রথম বুকে যন্ত্রণা এবং তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়েছিল। মাসখানেক বাদে সুস্থ হয়ে ওঠার পর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছেলেমেয়েরা জানিয়ে দিল তাঁকে আর কাজ করতে হবে না। বড় ছেলে শুদ্ধদেব বিয়ে থা করেনি। স্কুলে পড়ায়। ভাইয়েরা তাকেই ব্যবসার দায়িত্ব নিতে বলেছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হল।

ওই একটি ধাক্কার পর বুদ্ধদেবের চালচলন জীবনযাত্রা একটু একটু করে বদলে যেতে লাগল। তখন থেকে বই-এর নেশা জোরদার হয়েছে। ঘরভর্তি বই। আশেপাশে যত লাইব্রেরি ছিল তার মেম্বার হয়ে গেলেন। কাজের লোক তাঁকে বই এনে দেয়। স্বামীর ব্যবসা বন্ধের ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি মনোরমা। ছেলেদের দাবি যখন বুদ্ধদেব মেনে নিলেন তখন সেটাই ঠিক বলে ভেবেছেন।

মনোরমার বয়স এখন ছিয়াত্তর। বুদ্ধদেবের চেয়ে মাত্র ছয় বছরের ছোট। উনিশ বছর বয়সে পঁচিশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ছাপ্পান্ন বছর ওঁরা একসঙ্গে আছেন। বিয়ের পঞ্চাশ বছরে ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি ঢাকঢোল পিটিয়ে উৎসব করেছিল। প্যান্ডেল বেঁধে লোক খাইয়েছিল, সানাই বাজিয়েছিল। তাঁদের ইচ্ছে অনিচ্ছেকে আমল দেয়নি। যেমন খুশি তেমন আয়োজন করেছিল। বুদ্ধদেব বিরক্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমাদের বিয়ে নিয়ে ওদের এত আদিখ্যেতা পছন্দ হচ্ছে তোমার ?'

'তোমার অপছন্দ হচ্ছে ?'

'নিশ্চয়ই। এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'ওরা মনে করছে না সেটা। কিছু করার নেই।'

সেই সময় ছেলেরা একটা কাণ্ড করেছিল। ওঁদের ছবিটা বাঁধিয়েছিল বড় করে। আর তার পাশাপাশি পঞ্চাশ বছর পরের ছবি তুলে বাঁধিয়ে রেখেছিল। পাশাপাশি। সবাই বলেছিল মা-বাবা কী ছিলেন, কী হয়েছেন ? ছবি দুটো এখনও দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। তখন মনোরমা ছিলেন ছিপছিপে, ঢলঢলে মুখ। বুদ্ধদেব তুলনায় একটু ভারী, গম্ভীর হবার চেষ্টা ছিল ছবিটায়। এখন মনোরমার শরীর বেশ ভারী, মুখে চর্বি জমেছে বিস্তর। একেবারে গিন্নিমার্কা চেহারা হয়েছে তাঁর। পঞ্চাশ বছর আগের ছবির সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। সেই সময় কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ এ রকম হবে ? কখন কী করে সময় শরীরটার অমন আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে তা নিজেও টের পাননি। ঠিক উল্টোটা হয়েছে বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে। রোগা, ভারী চশমা, সামান্য টাক, পাকা চুল, গাল বসা যে বৃদ্ধটি ছবিতে রয়েছে তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই পঁচিশ বছর আগের যুবকের। বুদ্ধদেবও নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি তাঁর চেহারার এই পরিবর্তনের কথা।

বিয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে নীচে নামতে পারেননি মনোরমা। ষাট পার হতে না হতেই বাতে ধরেছে তাঁকে। সেটা বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী তো বটেই হঠাৎ হঠাৎ এমন ব্যথা চাগাড় দেয় যে পা ফেলতে

www.banglabookpdf.blogspot.com

পারেন না। বিস্তর চিকিৎসা করিয়েছেন বুদ্ধদেব। শুদ্ধদেব এখনও ডাক্তারের কাছে যায়, ওষুধ নিয়ে আসে। কিন্তু কোনও উপকার হয়নি। সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না একদম। কোমর অসাড় হয়ে যায়, পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা। যখন যন্ত্রণা কম থাকে তখন এ ঘর ও ঘর করেন, বারান্দায় দাঁড়ান। সেটা যখন তীব্র হয় তখন বাথরুমে যেতেও প্রাণ বেরিয়ে যায়। বুদ্ধদেব বেডপ্যানের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু কিছুতেই রাজি হননি মনোরমা। যতক্ষণ পারবেন নিজেই বাথরুমে যাবেন। মাঝেমাঝে রাত-বিরেতে বুদ্ধদেব তাঁকে ধরে নিয়ে যান বাথরুমের দরজা পর্যন্ত। ওঁর পক্ষে ভারী শরীর বয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। লজ্জা লাগে মনোরমার। তখন দরজা বন্ধ করতে বুদ্ধদেব নিষেধ করলেও মান্য করতে পারেন না তিনি।

যন্ত্রণা বাড়লে মনোরমার খুব কান্না পায়। এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না বলে মনে হয়। কিন্তু মরে গেলেই বা কোথায় যাবেন ? তা ছাড়া মরে যাব বললেই তো মরে যাওয়া যায় না। আবার যন্ত্রণা কমে এলে বারান্দায় দাঁড়াতে যে খুব ভাল লাগে। সেজ ছেলে বাসুদেব এবং ছোট ছেলে সুদেব দু'বেলা যখন দেখা করে যায় তখন মন্দ লাগে না। শুদ্ধদেব তো এইখানেই থাকে। চারতলা বাড়ির ওপর তলায় সুদেব, তিন তলায় বাসুদেব ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। যে যার রান্না আলাদা করে। তিনিই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন। এতে ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব থাকবে। শুধু শুদ্ধদেব বাবামায়ের সঙ্গে থাকে, খায়। ওকে নিয়েই তাঁদের যা কিছু চিন্তা ছিল এতদিন, সেটা থাকবে শেষদিন পর্যন্ত। প্রায় বুড়ো হয়ে যাওয়ার বয়সে পৌঁছে গিয়েছে শুদ্ধদেব। বিয়ে করেনি। যখন বয়স কম ছিল তখন অনেক চেষ্টা করেছেন মনোরমা। স্কুলের চাকরিতে মাইনে কম বলে এড়িয়ে যেত। ক্রমশ তাঁরা আবিষ্কার করলেন মেয়েদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক আছে শুদ্ধদেবের। বোনেরা যখন বড় হল তখন তাদের সঙ্গেও ভাল করে কথা বলত না, মুখ নিচু করে থাকত। বাইরের মেয়েদের তো এড়িয়েই যেত। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো ও কাউকে ভালবাসে কিংবা কোনও মেয়ে ওকে দুঃখ দিয়েছে বলে আর সংসারী হতে চায় না। কিন্তু তার কোনও হদিস পাননি। এই করতে করতে যখন বয়স বাড়ল তখন তো ও একেবারেই বেঁকে বসল। বুদ্ধদেব একসময় ভেবেছিলেন ছেলেকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যাবেন। লোকটার ওই এক স্বভাব, অনেক কিছুই ভাবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত করে ওঠেন না। শুদ্ধদেবের এই ব্যাপারটা নিয়ে বউমারা, মেয়েরা এখনও হাসাহাসি করে। বউমারা এখন আর পরের বাড়ির মেয়ে নয়, তাদের ছেলেপুলে হয়ে গেছে অনেক কাল, সেসব ছেলেমেয়ের বিয়ের সময়ও হয়ে এল কিন্তু তাদের দেখলেই এড়িয়ে যায় শুদ্ধদেব। এই এড়িয়ে যাওয়া যে ভাসুর ভাদ্দরবউ-এর সম্পর্কের কারণে নয় তা সবাই বোঝে। ছোট বোন সুরঙ্গমা একটু ঠোঁটকাটা। সে বলেছিল একদিন, 'কী ব্যাপার বলো তো দাদা, মেয়েদের তুমি ভয় পাও কেন ?' শুদ্ধদেব

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিব্রত গলায় বলেছিল, 'ভয় ? ভয় কেন করব ? কী যে বলিস !'

এমনিতে শুদ্ধদেবের মনটা ভাল। যা মাইনে পায় তার সামান্য নিজের কাছে রেখে বাকিটা বাপের হাতে তুলে দেয়। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে বলে মনে হয় না। তবে স্কুলের ছাত্রদের পড়ানো ছাড়া ওর আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। আজ অবধি ভাল জামাপ্যান্ট পড়ল না। ওই পাজামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। নস্যি ছাড়া কোনও নেশা নেই ওর। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেই চা বানায়, বাবা-মাকে দেয়। ততক্ষণে রান্নার লোক এসে গেলে বাজারে যায়। বাজার থেকে ফিরে বাপের কাছে গিয়ে বসে খবরের কাগজ নিয়ে। টুকটাক কথা বলে। ওষুধ-বিষুধের খোঁজ নেয়। তারপর স্নান-খাওয়া সেরে স্কুলে চলে যায়। ফেরে বিকেল বিকেল। এসেই এই ঘরে ঢুঁ মারে। প্রয়োজনের জিনিস কিনে আনলে সামনে রাখে। তারপর চা জলখাবার খেয়ে বই নিয়ে বসে যায় নিজের ঘরে। এ ঘরে তাঁরা সুস্থ থাকলে যখন টিভি চালান তখনও সে দেখার আগ্রহ বোধ করে না। সেটা অবশ্য পছন্দ করেন ওর বাবা। টিভিতে হিন্দি সিনেমার যে সব নাচ দেখানো হয় সেটা ছেলের সঙ্গে বসে দেখার অস্বস্তি থেকে বেঁচে যান তিনি।

শুদ্ধদেব পারে সেবা করতে। বাবার যখন বুকের অসুখ হল তখন দিনরাত জেগেছে নার্সিং হোমে। বাড়িতে নিয়ে আসার পরে স্কুলে ছুটি নিয়ে পাশে বসে থেকেছে। মনোরমার ডাক্তার-বদ্যি সে-ই করে। একটা পুরুষমানুষ এইভাবে সেবা করতে পারে তা নিজের ছেলের কাজ না দেখলে মনোরমা বিশ্বাসই করতেন না। কিন্তু এত ভাল সত্ত্বেও আজকাল মনোরমার খারাপ লাগে। শুদ্ধদেব যদি একটু অন্য রকম হত, না, ছোট ছেলের মতো উদ্ধত নয়, একটু বারমুখো হত, তা হলে তিনি অনেক বেশি স্বস্তি পেতেন। ও জানেই না বুদ্ধদেব ওর দেওয়া টাকাগুলো দিয়ে বিভিন্ন সার্টিফিকেট কিনে রাখছেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

মেজ ছেলে বাসুদেব অনেক গোছানো মানুষ। ব্যাঙ্কে চাকরি করে, অফিসার হিসেবে মাইনে ভালই পায়। পড়াশুনাতে ভাল কিন্তু সে। বড় ছেলে যখন বিয়ে করল না তখন ওকেই সংসারী করেছিলেন তাঁরা। অনেক দেখেশুনে বউ এনেছিলেন ঘরে। সবর্ণী ভাল মেয়ে। একসময় দেখতে সুন্দর ছিল। এখন ভারী হয়ে গেছে শরীর। ওর মেয়ে রত্নাপ্রিয়া এ বার এম এসসি-তে ভর্তি হয়েছে। ভারী সুন্দর দেখতে। সবর্ণীর ইচ্ছে এ বার মেয়ের বিয়ে দেবে। স্বামীকে রাজি করাতে পারেননি এখনও। বাসুদেব চায় মেয়ে পড়াশুনা করুক। নিজের পায়ে দাঁড়াক। সবর্ণী তাঁকে এসে বলেছিল ছেলেকে বলতে। কিন্তু তিনি কী করে বলবেন ? তাঁর নিজেরও তো মনে হয়েছে পড়াশুনা শেষ করে আগে রত্নাপ্রিয়া চাকরি করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারপর ওসব হবে। এখন শুধু স্বামীর রোজগারের ওপর নির্ভর করে সংসার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এটা বুঝতে পারছে না সবর্ণী। তার ভয় মেয়ে যদি

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোনও মতলববাজ ছেলের প্রেমে পড়ে যায় তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুদ্ধদেবকে ও গলাতে পেরেছে। বুদ্ধদেব মেজ ছেলে বাসুদেবকে ডেকে একদিন বলেছিলেন, 'আমি তো কোথাও বেরুতে পারি না। খবরের কাগজের এই বিজ্ঞাপনগুলো দাগিয়ে রেখেছি, তুমি এখানে চিঠিপত্র পাঠাও। যোগাযোগ হতেও তো সময় লাগে।'

'কী ব্যাপারে ?' কাগজটা তুলে নিয়েছিল বাসুদেব। চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কি চাইছেন রত্নাপ্রিয়া পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করুক।'

'পড়াশুনা কেন ছাড়বে ? বিয়ের পরও তো পড়তে পারে।'

'আমি মনে করি সেটা অন্যায় হবে। বিবাহিত জীবনটাও নষ্ট হবে পড়াশুনাও হবে না।'

'তার মানে তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছ না ?' বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

মনোরমা খাটের একপাশে বসেছিলেন। বাসুদেব তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মা, তোমার কী ইচ্ছে বলো, নাতনির বিয়ে দিতে চাইছ ?'

মনোরমা মাথা নেড়েছিলেন, 'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ, তোমার বাবা চাইছেন— ।'

'আশ্চর্য। বাবার মত বাবা বলেছেন, তোমার মত জানতে চাইছি।'

মনোরমা আর ইতস্তত করেননি, 'দ্যাখো বাবা, আজকাল তো আগের কাল নয় যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলে শ্বশুর-শাশুড়ি সামলাবে। তোমরা ছেলেমেয়েদের বড় করেছ সবকিছু স্বাধীনভাবে ভাবার শিক্ষা দিয়ে। ওদের নিজস্ব চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সব ব্যাপারে মিল হবে এমন কথা নেই। ঝামেলা যদি এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যখন মেয়ে ভাববে আর স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারছে না তখন কী হবে ? ও যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে কোনও সমস্যা হবে না। সেটাই আগে করা দরকার।'

শুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'বাঃ, তুমি আগেভাগেই ভাবছ ওদের ঝগড়াঝাঁটি হবে ?'

'খারাপ আগেই ভেবে নেওয়া উচিত।'

বাসুদেব বলেছিল, 'মা ঠিক বলছেন বাবা।' বুদ্ধদেব জবাব দেননি। কিন্তু ওই ঘটনার পর সবর্ণী ক'দিন গম্ভীর হয়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে যতটুকু কথা না বললে নয় ততটুকু বলেছে। কলেজ থেকে ফিরে রত্নাপ্রিয়া এসেছিল এ ঘরে। ঢুকেই বলেছিল, 'আচ্ছা দাদু, তুমি এ ভাবে রণে ভঙ্গ দিলে ? আমি ভেবেছিলাম সংসারের কর্তা হিসেবে তোমার হুকুমই টিকবে আর আমি খুব শিগগির একটি বালকের মুণ্ডু চিবোনোর সুযোগ পাব।'

বুদ্ধদেব হাসলেন, 'তোমার তা হলে বিবাহবাসনা হয়েছে ?'

'খুউব।' মুখে দুষ্টুমি ফুটে উঠেছিল রত্নাপ্রিয়ার।

'তোমার ঠাকুমাকে বলো। তিনি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই নাকচ

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

করেছেন।'

রত্নাপ্রিয়া চলে এল মনোরমার কাছে, 'তোমার কী চাই বলো ?'

'মানে ?' মনোরমা বুঝতে পারলেন না।

'আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। তবে এখন একশো টাকার বেশি বাজেট নেই। বছর কয়েক দেরি করলে ওটা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী। বলো, কী চাই ?'

'আমার কিছুই চাই না। তা হঠাৎ এমন সদয় হবার কারণ কী ?'

গলা জড়িয়ে ধরেছিল রত্নাপ্রিয়া, 'তুমি খুব ভাল।'

'সে কী রে! হঠাৎ ?'

'তুমি যদি বাবাকে সমর্থন না করতে তা হলে দাদুর ভোট পেয়ে মা জিতে যেত আর আমার সর্বনাশ হত। সবাই একমত হয়ে গেলে আমার কথা আর কে শুনত!'

'তা হলে এই যে দাদুকে বললি—।'

'তুমি যে কবে বুদ্ধিমতী হবে!'

'আমার আর বুদ্ধিমতী হয়ে কাজ নেই। তবে শোনো, এখন আহ্লাদে আটখানা হয়ে কোনও সমবয়সী বন্ধুকে মন দিয়ে বোসো না। তা হলে আমি মুখ দেখাতে পারব না। আগে পড়া শেষ করে চাকরি-বাকরি করো তারপর ওসব হবে।' মনোরমা বলেছিলেন।

রত্নাপ্রিয়া হেসে উঠেছিল শব্দ করে, 'পাগল। আমার সমবয়সী ছেলেদের মস্তিষ্ক এখনও নাবালকের। ওদের সঙ্গে আড্ডা মারা যায় কিন্তু ওদের স্বামী হিসেবে ভাবাই যায় না। তা ছাড়া কারওর তো রোজগার নেই। যারা দু'-এক বছরের মধ্যে রোজগার করতে শুরু করবে তাদের ভাল করে দাঁড়াতে আরও বছর আটেক লেগে যাবে। সাধ করে কেউ দুঃখ কেনে ?'

এইটেই হয়েছে মুশকিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ঠিক বুঝতে পারেন না মনোরমা। সবর্ণীর মুখে শুনেছেন ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে রত্নাপ্রিয়া তুইতোকারি করে। তাদের কেউ কেউ বয়সে অনেক বড়। সবর্ণীর ভয় আগেকার দিনে যেমন আপনি থেকে তুমিতে নামত এখন তুই থেকে তুমিতে না ওঠে এদের সম্পর্ক!

ছোট ছেলে সুদেব চব্বিশঘণ্টায় একবারই মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং সেটা অফিসে যাওয়ার সময়। দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ তোমরা ?' মনোরমা ঘাড় নেড়ে ভাল বলেন। সুদেব কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ায়, 'কিছু দরকার আছে ?' মনোরমাই জবাব দেন, 'না রে। সবই তো আছে।' সুদেব মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধদেব সাধারণত কথা বলেন না। ছেলের একটা অভ্যেস তাঁর খুব অপছন্দের। সুদেব মদ্যপান করে। আগে ক্লাবে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত, স্বপ্নার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝামেলা হওয়ায় এখন বাড়িতে বসেই খায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছেলে মদ খায় এমন খবর বুদ্ধদেবের পক্ষে হজম করতে বেশ কষ্ট হয়েছে। ঠিক কবে থেকে সুদেব মদ্যপান করছে তা তিনি জানতেন না, মনোরমাও খবর পাননি। যখন জেনেছেন তখন সুদেব ভালমতো অভ্যস্ত। স্বামী মদ খেয়ে এলে আর যার কাছে পারুক স্ত্রীর নাক এড়িয়ে থাকতে পারবে না। স্বপ্না নিশ্চয়ই প্রথম থেকেই জানত অথচ সে প্রতিবাদ করেছিল কি না তা তাঁরা জানেন না। অনেক অনেক পরে যখন সুদেব বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল তখন সে প্রতিবাদ করতে লাগল। বুদ্ধদেব অবশ্য এতটা বাড়াবাড়ি আশা করেননি। তাঁর বক্তব্য স্বপ্না যদি প্রথম থেকেই আপত্তি করত অথবা তাঁদের জানিয়ে দিত তা হলে ব্যাপারটা অন্য রকম হত। মনোরমা ওঁকে বোঝাতে চেয়েছেন, কোনও স্ত্রীর পক্ষেই এমন ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আলোচনা করা স্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া স্বপ্নার পক্ষে তো নয়ই।

সুদেব মদ খায় কিন্তু মাতলামি করে না। তার সাজপোশাক খুবই শৌখিন। একদম সাহেবসুবোর মতো জীবনযাপন করতে পছন্দ করে। তার রোজগার ভাইদের থেকে অনেক বেশি। বছরে অন্তত একবার চাকুরিসূত্রে বিদেশে যায়। অথচ ও বাসুদেবের চেয়ে ছাত্র হিসেবে ভাল ছিল না। কার কপালে কী আছে তা ছেলেবেলায় অনুমান করা অসম্ভব। সুদেব ইচ্ছে করলে অফিসের দামি ফ্ল্যাটে থাকতে পারত, নিজেও ফ্ল্যাট কিনে চলে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি। এই না যাওয়াটা কী কারণে তা সবাই জানেন। আর জানে বলেই ওর ওই মদ্যপানের ব্যাপারটা এখন উপেক্ষা করতে চায়। সুদেব বিয়ে করেছে পছন্দ করে। এ ব্যাপারে বুদ্ধদেব কোনও বাধা না দিলেও মনোরমার কাছে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল, 'প্রেম করে বিয়ে করছে, আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে হলে ভাল হত।' মনোরমা এই সব কথা শুনলে বিরক্ত হন, বলেছিলেন, 'প্রেম করার সময় ঠিকুজিকুষ্টি মিলিয়ে কেউ করে তা জানতাম না। এমন সব কথা বলো যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই।'

কিন্তু অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি রাখেননি বুদ্ধদেব। স্বপ্নাকে সবর্ণীর মতো সম্মান দিয়ে এ বাড়িতে আনা হয়েছিল। একমাত্র তিনিই বুদ্ধদেবের মানসিক অবস্থা তখন বুঝতে পেরেছিলেন। এসব তো অনেকদিন আগের কথা। মনোরমা এতদিনে বুঝে গিয়েছেন যে কোনও অস্বস্তি এবং উদ্বেগ খুব অল্পদিনের আয়ু নিয়ে আসে। ওই মুহূর্তে যা বিশাল বলে মনে হয় পরে তার কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। শতকরা নিরানব্বুইটি ব্যাপারে এমনই হয়। স্বপ্না এখন এ বাড়ির বউ। প্রেম করে বিয়ে করেছে বলে ওর প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল শ্বশুরশাশুড়ি-জা-এর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করা। হয়তো সেই কারণেই সে সুদেবের মদ খাওয়া নিয়ে নালিশ করতে চায়নি। হয়তো সেই কারণেই অন্য কোথাও আধুনিক কোনও ফ্ল্যাটে উঠে যেতে চায়নি। তবে ওদের একমাত্র ছেলে দেবোপমকে খুব আগলে রাখে স্বপ্না। স্কুল আর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

গৃহশিক্ষকের সঙ্গে দেবোপম এতটা সময় কাটায় যে তার বাইরে কোনও জীবনই নেই। মনোরমা একবার বলেছিলেন, 'এই বয়সে সারা দিনরাত পড়ছে ছেলেটা, ওকে একটু খেলাধুলা করাও।' স্বপ্না বলেছিল, 'ওদের স্কুলে গেমস পিরিয়ড আছে মা। তা ছাড়া সাঁতারের সময় আমি স্কুল থেকেই সুইমিং ক্লাবে নিয়ে যাই ওকে।'

অনেক কিছুই তো এখন ভাল লাগে না কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। আজকালকার বাবা-মা যেভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তা তারা মনে করে বলেই করে। এক্ষেত্রে তাঁর খারাপ লাগলে অবস্থাটা পাল্টাবে না। এই যেমন বিজয়া দশমীর সময় তিন ছেলে এসে তাঁদের প্রণাম করে যায়, ছেলের বউরাও আসে। তাদের তিনি প্রণাম করতে দেন না। কিন্তু দুই নাতি-নাতনি আসে না। না, প্রণাম করতেই হবে তার কোনও মানে নেই, এমনি এলেও তো পারে। সেই বোধ ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি, ওদেরও ইচ্ছে হয় না।

তবে বউমাদের বিরুদ্ধে মনোরমার কোনও নালিশ নেই। ওরা একসময় পরের বাড়ির মেয়ে ছিল। বেশি বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এ বাড়িতে এসেছে। আসার পর কখনওই ওরা তাঁকে বা বুদ্ধদেবকে অসম্মান করেনি। অভিমান চলে যাওয়ার পর সবাণী আবার আগের মতো সহজ ব্যবহার করছে। এটাই বা কম কী! কোনও নতুন বা ভাল রান্না রাঁধলেই ওরা নিজেই নিয়ে আসে। তাঁদের জন্মদিনও বউমারা মনে রেখেছে। এর বেশী কী চাই?

তুলনায় নিজের মেয়েদের নিয়ে তিনি বিব্রত। বড় মেয়ে সুরমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ওর মেয়েরও বিয়ে হয়েছে, একটা বাচ্চাও হয়েছে তার। একেবারে গিন্নিবান্নি চেহারা হয়ে গিয়েছে সুরমার। ওর স্বামী দেবব্রত এ বার ইনকাম ট্যাক্স থেকে অবসর নেবে। ক্লার্ক থেকে অফিসার হয়েছে সে। মনোরমা শুনেছেন দেবব্রত অনেক কাঁচা পয়সার মালিক। কিন্তু সে সবসময় এমন বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে যে সেটা বোঝা যায় না। আগে ভাড়া বাড়িতে থাকত, এখন গড়িয়াতে নিজের বাড়ি করেছে। এখানে আসার সময় সুরমা একদমই পায় না। তবে ভাইফোঁটার দিন আসে। সকালে এসে সারাদিন থেকে বিকেলে চলে যায়। ও বলে, 'ভাগ্যিস তোমার কোনও নাতি নেই মা তা হলে এ দিনও আসতে পারতাম না। মেয়ে নিশ্চয়ই তার ভাইকে ফোঁটা দিতে আজ আমার ওখানে আসত।'

মনোরমা হাসতেন, 'কেন? তোর ছেলে থাকলে সে না-হয় দিদির বাড়িতে গিয়ে ফোঁটা নিত। তুই এখানে চলে আসতিস।'

সুরমা ঠোঁট বেঁকিয়েছিল। পুজোর আগে জামাই দেবব্রত একবার আসে। তাঁর এবং বুদ্ধদেবের জন্যে শাড়ি এবং ধুতি দিয়ে যায়। অনেক নিষেধ করেছেন তিনি কিন্তু ওরা শোনে না। দেবব্রত বলে, 'আমাকে বলে কোনও লাভ নেই, আপনার মেয়েকে বলুন।' ভাইফোঁটার সময় মেয়ে এলে মনোরমা

বলেছিল। সুরমা ঝাঁঝিয়ে বলেছিল, 'এ কী বলছ মা! তোমরা যদ্দিন বেঁচে আছ তদ্দিন দেব, না নিলে কাউকে দিয়ে দিয়ো।'

মনোরমা জানেন এ বাড়ির প্রতি ওদের কোনও টান নেই। অথচ সুরমা বিয়ের আগে খুব বোকাসোকা ছিল। বাইরের লোকের সামনে কিছুতেই মুখ খুলত না। দেবব্রতর বাবা যখন দেখতে এলেন ওকে তখন ঘেমে নেয়ে একসা। সেই মেয়ে কী রকম বদলে গেল! তবু ভাল লাগে মনোরমার। মেয়ে সুখী হয়েছে। নিজের সংসারে কর্তৃত্ব করছে। সন্তানকে ভালভাবে বেঁচে থাকতে দেখলে কোন মায়ের না আনন্দ হয়? তিনি তো বুদ্ধদেবের মতো নিরাসক্ত নন। ওঁর মুখ দেখে কোনও তাপ উত্তাপ বোঝা যায় না।

সুরমাকে নিয়ে কোনও ভাবনা নেই, যা কিছু ভাবনা সুরঙ্গমাকে নিয়ে। এ বাড়ির ছোট মেয়ে বলে যত আদর সে-ই পেয়েছে। খুব ছটফটে এবং ঠোঁটকাটা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। যার যা ত্রুটি দেখত তা মুখের ওপর বলে দিত। দাদাদের পেছনে লাগত খুব কিন্তু দাদারা ওকে ভালবাসত। প্রশ্রয় পেত বুদ্ধদেবের কাছ থেকে। ছোট মেয়ে সম্পর্কে উনি চিরকালই দুর্বল। মনোরমার কাছে সবাই সমান। অন্যায় বাড়াবাড়ি রকমের মনে হলে মেয়েকে মেরেছেন একসময়।

সুরঙ্গমার বিয়ে হয়েছে বছর পনেরো। আগের আমলে অদ্দিন বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের অনেক বোধ ভোঁতা হয়ে যেত। সুরঙ্গমার হয়নি। চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েও ওর মনে হয় বয়স বাড়েনি। যুবতী মেয়ের ধরন বজায় রাখার চেষ্টা করে যায় এখনও। সাজপোশাক তো বটেই কথাবার্তাতেও সেটা স্পষ্ট। ওর স্বামী গোবিন্দলালের কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক দেখায় ওকে। আর সেটাই আপত্তি সুরঙ্গমার। গোবিন্দলালের এক্সপোর্টের ব্যবসা ছিল। মোটামুটি ভালই চলেছে এতদিন। সুরঙ্গমা বায়না ধরত বিদেশে যাওয়ার। খরচ বেশি বলে গোবিন্দলাল নিয়ে যেতে চায়নি। দু'বছর আগে আর ঠেকাতে পারেনি গোবিন্দলাল। সুরঙ্গমাকে নিয়ে গিয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেখানে সে জিনিষপত্র পাঠায়। ফিরে এসেছিল সুরঙ্গমা প্রচুর পারফিউম কিনে। বিদেশি সেন্ট এবং ক্রিম বিলিয়েছিল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে। গর্বে টগবগ করেছিল। বুদ্ধদেব বলেই ফেলেছিলেন, 'আমাদের বংশে তুই প্রথম মেয়েদের মধ্যে বিদেশে গেলি মা।' স্ত্রীকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পরের বছরই বিপর্যয়ে পড়ল গোবিন্দলাল। ওর পাঠানো মাল বাতিল করেছিল বিদেশি কোম্পানিগুলো। নিচুমানের মাল বলে সেগুলো ফেরত এল যা এখানে বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব। একবার বদনাম হয়ে গেলে আবার সুনাম ফিরে পাওয়া বেশ মুশকিল। গোবিন্দলালের মাথা প্রায় খারাপ হবার জোগাড়। কথায় কথায় সুরঙ্গমার সঙ্গে তার বিরোধ লাগে। আগে স্ত্রীর বায়না মুখ বুঁজে সহ্য করত। এখন চোখ রাঙায়। ফলে ও বাড়িতে কুরুক্ষেত্র লেগে যায় মাঝেমাঝে। গোবিন্দলাল যে অর্থাভাবে আছে তা সবাই বুঝলেও

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুরঙ্গমা সেটা বুঝতে চায় না। সেই অশান্তির আগুন নিয়ে সুরঙ্গমা এ বাড়িতে আসে, কান্নাকাটি করে। ইদানীং সে ঠেস দিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। মনোরমা তাকে অনেক বুঝিয়েছেন। পুরুষমানুষকে বিপদের দিনে কোণঠাসা করতে নেই। শান্তির জন্যে তার পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়ানো উচিত। সুখের সময় ভোগ করবি, বিদেশে বেড়াতে যাবি আর দুঃখের সময় সমালোচনা করবি এ হতে পারে না। কিন্তু কে তাকে বোঝাবে? উল্টে সুরঙ্গমাই তাঁকে বোঝায়, 'তুমি জানো না, হাড় বজ্জাত লোক। যেহেতু আমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাই জব্দ করতে ইচ্ছে করে এ বার খারাপ মাল বিদেশে পাঠিয়েছে। ব্যবসা ডুবিয়ে আমাকে না খাইয়ে মারতে চায় ও। কেন এটা করছে? জ্বালা, জ্বালায়। নিজের চেহারা চিমসে বুড়োদের মতো তো, আমাকে দেখে মনেপ্রাণে জ্বলে মরে। ভাবে এমন চেহারা আমি রেখেছি অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করব বলে।'

অনেক ধমক দিয়েছেন মনোরমা। এ সব কথা যেন আর কাউকে না বলে, বলে বুঝিয়েছেন। এই ছোট মেয়ের সংসারের অশান্তিই তাঁর এখন একমাত্র যন্ত্রণা। তা ছাড়া আর সব তো ঠিক আছে। এত বছর স্বামীর পাশাপাশি বাস করে ছেলেমেয়েদের সবল দেখছেন, এর চেয়ে বেশি একজন মহিলার চাওয়ার আর কী থাকতে পারে যে দুই চৌকাঠের এ পাশেই থাকতে চেয়েছে চিরকাল?

দুই

বুদ্ধদেবের কাছে একটা খাতা আছে তিরিশ বছর ধরে। তিরিশ বছর আগে নেহাতই খেয়ালের বশে তিনি খাতাটায় যত মানুষকে চেনেন তাদের নাম লিখে রেখেছিলেন। পরবর্তিকালে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদেরও তিনি সেই তালিকায় সংযোজিত করেছেন। প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর যখন এ বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকে তালিকাটা হোঁচট খাচ্ছে। আর বাড়ছে না। তালিকায় প্রতিটি নামের পাশে আনুমানিক বয়স লেখা আছে। এদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে স্কুলে পড়ত এবং যাঁদের কথা তাঁর মনে পড়ে তারাও আছে। মাঝেমাঝেই তিনি নামগুলোতে চোখ বোলান। মজার কথা হল অনেক ভেবেও তালিকাটা একশো তিয়াত্তরের বেশি হয়নি।

বছর পাঁচেক হল তাঁর আর একটি নেশা বেড়েছে। সেটা হল চিঠি লেখা। আত্মীয়দের তো বটেই, পুরনো বন্ধুবান্ধবদের যাদের ঠিকানা তাঁর মনে আছে তাঁদের প্রত্যেককে তিনি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির ভাষাও মোটামুটি একরকম, 'কী রকম আছ? অনেককাল তোমাদের কোনও সংবাদ পাই নাই। বুকের দরজায় যমদূত সেই যে কড়া নাড়িয়া ফিরিয়া গিয়াছে তাহা ভুলিতে পারি নাই। অন্যথায় আমি ভালই আছি। খাইদাই বগল বাজাই। আচ্ছা, তোমার কি কমলাকান্তকে মনে পড়ে? কমলাকান্ত চৌধুরী। কলেজে আমাদের খুব

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঘনিষ্ঠ ছিল। তুমি আমি এবং কমলাকান্ত একসঙ্গে গোলদীঘিতে প্রতি বিকালে বেড়াইতে যাইতাম। পরে সে অধ্যাপক হইয়াছিল। যদি মনে পড়ে এবং তাহার ঠিকানা জানা থাকে তাহা হইলে সত্বর আমাকে জানাও।'

এইভাবে এর ওর কথা জানতে চেয়ে লেখা চিঠিগুলো শুদ্ধদেব রোজ পোস্ট করে দেয়। মাঝেমাঝেই সেই সব চিঠির উত্তর আসে। হয় কমলাকান্ত মারা গিয়েছে বছর দশেক আগে নয় তার ঠিকানাটা জেনে যান বুদ্ধদেব। মারা গেলে খাতাটা খোলেন। নামটা লাল কালিতে কেটে দেন। একশো তিয়াত্তরের মধ্যে মরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এখন একশো দশে পৌঁছেছে। অন্তত কুড়িজনের খবর তিনি জানেন না তারা এখন কোথায় কী করছে। কিন্তু ওই একশো দশজন এখন পৃথিবীতে নেই। এদের কেউ কেউ তাঁর চেয়ে দু-চার বছরের বড়, কেউ কেউ সমবয়সী, অনেকেই বয়সে ছোট। একসময় এরা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াত, জ্বর হলে কষ্ট পেত, পক্স হলে মশারির মধ্যে শুয়ে সুস্থ হবার জন্যে অপেক্ষা করত কিন্তু এখন পৃথিবীর কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সত্যিটা, যা যুধিষ্ঠির বুঝেছিলেন তা সাধারণ মানুষ কখনওই বুঝতে চায় না। আঠারো বছর বয়সে মনে হয় পৃথিবীটা আমার, তখন আগামী কত বছর ধরে কত কী পরিকল্পনা করা যায়! কিন্তু একাশি বছরে পৌঁছানোর পর তিনি আগামী কত বছরের পরিকল্পনা করতে পারেন? ছোট ছেলের ছেলে চাকরি করবে অন্তত সাত-আট বছর পরে। সেটা দেখে যাওয়ার আশা করাও বোকামি। নাতনিটার বিয়ে দেখতে পারতেন কয়েক মাসের মধ্যে দিলে কিন্তু সেটা যখন ওর পড়াশুনার জন্যে পিছিয়ে গেল তখন নাতজামাইকে দেখার আশাও তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আগামী বছরের পুজো দেখা যেখানে অনিশ্চিত সেখানে শুধু আগামিকালের কথাই স্বচ্ছন্দে ভাবা চলে। সঞ্চয় এখন নিঃশেষ।

এই যে খোঁজখবর করা এ শুধু নিজের জন্যে। অনেক অল্পবয়সী কেউ মারা গিয়েছে শুনলে যে মন খারাপ হয় তাও কি নিজের কথা ভেবে? ইদানীং বুদ্ধদেব ভাবছেন চিঠি লেখা বন্ধ করবেন। কে বাঁচল আর গেল তার হিসেব নিয়ে আর কী হবে! তাকেও তো যেতে হবে এবং এখন সেই সময় এসেছে যখন বলা যায়, আজ অথবা কাল।

মনোরমাকে দেখে তিনি খুব অবাক হন। উনিশ বছরে যে এসেছিল সে সাতান্ন বছর এই বাড়িতে থেকেও একটুও পাল্টালো না। প্রথমে তাঁকে, তাঁর বাবা-মাকে নিয়ে, পরে নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন সেই সঙ্গে নাতিনাতনিদের নিয়ে দিব্যি আছে। ওঁর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় মৃত্যু যে আসছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, ভয় তো দূরের কথা। এর সমস্যা ওর সমস্যা নিয়েই দিনরাত চিন্তা করছে। যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাতের ব্যথায় বিছানা থেকে বাথরুমে যেতে প্রচণ্ড কষ্ট হয় তখনও সেটাকে অতিক্রম করার কী দুর্দান্ত চেষ্টা ওঁর। কিছুতেই ঘরে বসে বেডপ্যান ব্যবহার করবে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওঁর স্মৃতিশক্তি এখনও নষ্ট হয়নি। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি তো বটেই আত্মীয়স্বজনের জন্মদিন পর্যন্ত ওঁর মনে ঠিকঠাক আছে। সেই দিনগুলো এলেই শুদ্ধদেবকে দিয়ে উপহার পাঠায়। অথচ বুদ্ধদেব লক্ষ করেছেন এদের অনেকের নামই তিনি সব সময় মনে রাখতে পারেন না। সংসারে মজে থাকা বলতে যা বোঝায় মনোরমা তাই আছে। মেয়েরা বোধহয় এ রকম পারে। সংসারের বাইরের জগৎ সম্পর্কে যে কোনওদিন ওয়াকিবহাল হয়নি তার পক্ষে এটা সহজ।

আজকাল কথা বলতে তেমন ভাল লাগে না বুদ্ধদেবের। খবরের কাগজ আর বই পড়ে দিব্যি সময় কেটে যায়। সেই সঙ্গে চিঠি লেখা। কথা বললেই তো একগাদা বাজে কথা বলতে হয়। সাতান্ন বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। একদিনের জন্যেও তিনি স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। বিয়ের পর পর মনে হয়েছিল যে রকম আধুনিকাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন মনোরমা সে রকম নন। ওঁর গৃহমুখী ব্যাপার-স্যাপার, শ্বশুর-শাশুড়ির অনুগত হয়ে থাকা বুদ্ধদেবের ভাল লাগত না। কিন্তু সেটা কখনও মুখ ফুটে বলেননি তিনি। তারপর একটু একটু করে মনোরমার সঙ্গে তিনিও অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। এখন তাঁর কখন কী প্রয়োজন মনোরমা জানে। না চাইতেই সেগুলো পান তিনি। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি কী ভাবছেন সেটাও ও বুঝে নিতে পারে। তখন কী রকম অস্বস্তি হয়। আজ যদি মনোরমা চলে যায় তা হলে তাঁর কী হবে। যেহেতু তাঁর বয়স বেশি তাই প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁরই আগে যাওয়া উচিত। তিনি চলে গেলে মনোরমা নিশ্চয়ই মানসিক কষ্ট পাবে কিন্তু সবাইকে নিয়ে থাকতে অসুবিধে হবে না। তাঁর হবে। এই বয়সে সামান্য জ্বরজারি হলেই মনোরমাকে দরকার হয়, ধরা যাক কুঁচকিতে ফোঁড়া হয়েছে, কে ড্রেস করবে? ওই সামান্য কারণে তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হবে তখন। মেয়েদের অথবা বউমাদের বলতে পারবেন না, পারার কথাও নয়।

শুদ্ধদেবকে নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই। একসময় অবশ্য হত, এখন হয় না। বেশ করেছে বিয়ে করেনি। ওর রোজগারের টাকার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তিনি। রিটায়ার করার পর সে মোটা টাকা হাতে পাবে। তাতে দিব্যি চলে যাবে। তাঁর আপত্তি ওর জীবনযাপনের ধরন নিয়ে।

একটা পঞ্চাশ পার হওয়া লোক স্কুল আর মা বাবা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও কিছুর সঙ্গে জড়ানো নয়! বইপত্তর পড়ার অভ্যেসটা সে পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে। সন্ধের পর তাই নিয়ে পড়ে থাকে। টিভি দেখার আগ্রহ পর্যন্ত নেই। মেয়েদের ছায়া মাড়ায় না। একসময় ভেবেছিলেন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবেন, গেলেই হত। ওর কোনও বন্ধুবান্ধব আছে বলে মনে হয় না। এই সংসারে ও আছে নিঃশব্দে। বাকি জীবন শব্দ করবে বলে মনে হয় না।

মেজছেলে বাসুদেব অনেক বেশি সংসারী, গোছানো। তার অবস্থাও

সচ্ছল। বউমা সর্বাণীকে পছন্দ করেন বুদ্ধদেব। ভারী লক্ষ্মীময়ী সে। দু'বেলা এসে তাঁদের খোঁজখবর করে যায়। কোথাও যাওয়ার আগে খুব বিনীতভাবে জানিয়ে যায় সে যাচ্ছে। 'বাবা, কাল আমার বোনের বাড়িতে একটু যাওয়া দরকার, আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না তো?' এর উত্তরে কেউ কখনও হ্যাঁ বলবে না কিন্তু এইভাবে বলতে জানতে হয়। কিছু না বললেই বা তিনি কী করতেন?

ছোট ছেলে সুদেব প্রচুর পয়সা করেছে। ওদের সংসারে প্রায়ই রাত্রে রান্না হয় না। এ ক্লাব ও ক্লাবে খেয়ে বেড়ায় ওরা। সুদেব মদ্যপান করে বলে এককালে মনোরমা অশান্তি করেছিলেন। এখন মদ কে না খায়। শতকরা পঞ্চাশভাগ শিক্ষিত বাঙালি কখনও না কখনও মদ্যপান করেছে, তিনি নিজেও দু'-একবার খেয়েছেন। অবশ্য তা এক কিংবা দেড় পেগের বেশি নয়। ব্যবসা করতে গিয়ে কোনও পার্টিতে গিয়ে সে রকম খেতে হয়েছিল। মজার কথা হল অত অল্প খাওয়ায় তাঁর শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। বাড়ি ফেরার পর মনোরমা একটুও টের পায়নি। এ ব্যাপারে তিনি একটু অন্যায় করেছেন। মনে হয়েছিল স্ত্রীকে বলে দেবেন যে আজ মদ্যপান করতে হয়েছিল। কিন্তু ও যখন টেরই পেল না তখন মনে হয়েছিল ব্যবসার কোনও কথাই যেমন ওর সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন না তখন এ কথাটাও উহ্য থাক। এটাও তো ব্যবসারই অঙ্গ।

অতএব সুদেব যদি সভ্যভব্য হয়ে মদ্যপান করে এবং ছোট বউমা স্বপ্নার যদি ও ব্যাপারে আপত্তি না থাকে তা হলে তাঁর দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। দাদার চেয়ে কম ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সুদেব যে সাফল্যের চূড়োয় উঠেছে এটা তারই কৃতিত্ব। মাঝেমাঝে মনে হয় প্রতিদিন অফিসে বেরুবার আগে নিয়ম করে তাদের দেখতে যে ওরা আসে এটা নিষেধ করবেন। রোজ এক কথা বলতে নিশ্চয়ই ওদের ভাল লাগে না। অনেক দিন আগে বিশ্বরূপা থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। নাটকটির তখন আটশো রজনী চলছিল। ওই আটশো রজনী ধরে একই সংলাপ বলে বলে অভিনেতারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এটা তাঁর মনে হয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও অন্য সংলাপ বলার উপায় তাঁদের নেই। ছেলেদের দেখলে তাঁর ওই অভিনেতাদের কথা মনে পড়ে। ভেবেছেন, ওদের বলে দেবেন তোমাদের রোজ আসার দরকার নেই। যখন কিছু জরুরি কথা বলার থাকবে অথবা হাতে সময় আছে বলে গল্প করতে ইচ্ছে করবে তখন এসো। কিন্তু মনোরমার জন্যে এটা বলতে পারেননি। ছেলেদের রোজ একবার না দেখলে তাঁর ভাল লাগে না। সাধে কি তিনি বলেন, সংসারে মনোরমা একেবারে মজে আছে!

অনেক কাল আগে পড়া আরব্য রজনীর একটি গল্পের কথা আজকাল খুব মনে পড়ে। একজন সম্পন্ন বৃদ্ধ মক্কায় যাচ্ছিলেন অন্তরের তাগিদে। কিছুকাল আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছিল এবং সেই শোক সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

হয়ে পড়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল হজরত মহম্মদের সমাধি দেখে এলে তিনি শান্তি পাবেন। গ্রাম থেকে বেরিয়ে অনেকটা হেঁটে তাঁকে বাস ধরতে হবে শহরে যাওয়ার জন্যে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে জাহাজঘাটায় পৌঁছবেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি অন্য গ্রামের প্রান্ত দিয়ে চলছিলেন। সেখানে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘরের দাওয়ায় একজন অসুস্থ মানুষ বসেছিল। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে এবং কোথায় চলেছেন ?' বৃদ্ধ জবাব দিলেন। লোকটি তাঁকে নমস্কার করে বলল, 'আপনি পবিত্র মক্কায় যাচ্ছেন, আপনাকে দর্শন করাও সৌভাগ্যের কাজ। আমি অসুস্থ, আমার পক্ষে কখনও ওই পবিত্র ভূমিতে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি যদি আপনাকে একটি সামান্য অনুরোধ করি তা হলে আপনি কি রাখবেন ?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'কী অনুরোধ, বলো।'

'আমার সঞ্চয়ে সামান্য কিছু আছে। আপনি যদি সেটা নিয়ে গিয়ে সেই সমাধিবেদির নীচে রেখে আমার জন্যে একটু প্রার্থনা করেন তা হলে আমি খুব খুশি হব।'

'এ আর বেশি কথা কী। আমি সানন্দে তোমার জন্যে প্রার্থনা করব।'

তখন সেই অসুস্থ মানুষটি কুটিরের ভেতর থেকে একটি ছোট থলি আর এক গ্লাস জল এনে বৃদ্ধকে দিয়ে বলল, 'এই থলিতে আমার সর্বস্ব আছে। আপনি এটাকেই সমাধিবেদির নীচে রেখে দেবেন। আর এই পানি ছাড়া আপনাকে দেবার মতো কিছুই নেই আমার।'

'আমি তৃষ্ণার্ত, এই পানি আমার কাছে অমৃত।' বৃদ্ধ জল পান করে বললেন, 'সংসারে আমার আর একটুও শান্তি নেই। আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম সে মারা গিয়েছে কিছুদিন আগে। তার শোকে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই ছুটে চলেছি মক্কায়।'

'কার শোকে আপনার এই অবস্থা ?'

'আমার বিবি।'

হঠাৎ অসুস্থ মানুষটির মুখ-চোখ বদলে গেল। সে ছোঁ মেরে নিজের থলিটা ছিনিয়ে নিল বৃদ্ধের হাত থেকে। বলল, 'এবার আপনি যেতে পারেন।'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী ? থলিটা তুমি কেড়ে নিলে কেন ? তুমি তো ওটা মক্কায় পৌঁছে দেবার জন্যে আমাকে দিয়েছিলে।'

অসুস্থ লোকটি বলল, 'ফেরত নিয়েছি কারণ আপনি তার যোগ্য নন।'

'তার মানে ?'

'দেখুন, আল্লা আপনার বিবিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। আমরা সবাই তাঁর সম্পত্তি। যেদিন ইচ্ছে তিনি ফেরত নিতে পারেন। প্রথমে আপনার বিবিকে লালন পালন করতে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মাকে। তাঁরা সেই কাজ শেষ করে আপনার কাছে পৌঁছে দেন সংসার করার জন্যে। সংসার করে তিনি আবার যথাস্থানে চলে গিয়েছেন। অথচ

আপনি তাঁকে নিজের সম্পত্তি মনে করেছেন। তাঁকে হারিয়ে আপনি এমন শোকে পাথর হয়ে গেলেন যে মক্কায় যাওয়ার কথা মনে পড়ল। আপনি একবারও ভাবলেন না তিনি আল্লার, আপনি শুধু তার দেখাশোনার ভার পেয়েছিলেন। অন্যের জিনিসকে নিজের বলে যে মানুষ ভাবে তাকে কী করে বিশ্বাস করি বলুন ? আমার এই থলি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তো একসময় মনে হতে পারে থলিটা আপনার। আর সেটা মনে হলেই আপনি আমার কথা ভুলে যাবেন। আপনার যা স্বভাব দেখছি এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। যান, যেখানে যাচ্ছেন, যান।'

এই গল্পটাকে আজকাল খুব সত্যি বলে মনে হয় বুদ্ধদেবের। এককালে যখন শুনতেন, সংসারে থাকবে মাছের মতো, ভেসে বেড়াবে কিন্তু গায়ে জল লাগবে না, তখন, মনে হত কেউ জ্ঞানদান করছে। একমাত্র উন্মাদ অথবা শয়তান ছাড়া ওভাবে থাকা সম্ভব নয়। সাধু সন্ন্যাসীরাও সংসারে থাকতেন না, সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন ওই কারণে। কিন্তু আরব্য রজনীর ওই গল্পটা আজকাল টানছে তাঁকে। প্রিয়জনকে ঈশ্বরের সম্পত্তি ভেবে নিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই যে তাঁর তিন ছেলে, যখন ওরা খুব ছোট ছিল তখন কী পরিমাণ স্নেহ করতেন। ওদের দেখা না পেলে মন খারাপ হত। শৈশবে ওদের চুমু না খেলে তৃপ্তি পেতেন না। একটু বড় হতেই চুমু খাওয়া বন্ধ হল এবং তার জন্যে আফশোস হত না। তবে ওরা তাঁর কথামতো চলবে, কোনও কিছু লুকোবে না এটা আশা করতেন। তারপর ওরা যখন আরও বড় হল, বিয়ে থা করল, তখন নিজের ইচ্ছে মতো চলতে আরম্ভ করল। বউয়ের মন রাখতে শুরু করল। তাঁকে তো সেটাও মেনে নিতে হল। এই যে এখন একবার দেখা দিয়ে যায়, ভাল লাগার বদলে বিরক্তি বাড়ে। সেই টান আর বিন্দুমাত্র অনুভব করেন না তিনি। এখন ওদের কাছে বাল্যকালের আচরণ আশা করলে শুধুই কষ্ট এবং অপমান পাবেন এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাওয়াতে সেই মনটাই মরে গেছে। এখন ওরা আছে ওদের মতো, তিনি তাঁর মতো। আজ রাত্রে যদি মারা যান তা হলে পরের এগারো দিন ওরা খুব কষ্ট পাবে। গলায় কাছা নেওয়া, হবিষ্যি খাওয়া ইত্যাদি গিলতে হবে ওদের। তারপর শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ার পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। কারও সঙ্গে দেখা হলে বলবে, 'বাবা চলে গেলেন। না, একটুও কষ্ট পাননি। বয়স হয়েছিল বেশ।' ব্যস ওইটুকু। সামনের বছর ভুলে যাবে দিনটার কথা। মনোরমা মনে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ ওর কাছে স্মৃতিটাই সম্বল।

অতএব যে যার নিজের মতো ভাল থাকা। আমি আমার মতো আছি। ভগবান এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। আবার যখন সময় হবে তিনিই তোমাকে টুক করে তুলে নিয়ে যাবেন। আজকাল এরকম ভাবলে মন হালকা হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করেই হাসলেন বুদ্ধদেব।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

কানে এল মনোরমার গলা, 'একা একা হাসছ যে ?'

'অনেক কিছুই একা একা করতে হয়, হাসি বুঝি একা হাসা যায় না ?'

'যে লোক একা হাসে তার মাথা ঠিক থাকে না।'

'হাসি পেলে সে কী করে ?'

'জানি না বাবা। তোমার সঙ্গে কথা বললেই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জবাব দাও।'

এই মনোরমার সঙ্গে তর্ক করা চলে না।

সত্যি কথা বলতে কী স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় খুব সতর্ক থাকেন বুদ্ধদেব। তাঁর কোনও কথা যেন মনোরমাকে আহত না করে, মনোরমা যেন ভাল থাকে এটাই তিনি চেষ্টা করেন। যৌবনে এমন ভাবতেন না। তখন কারণে অকারণে ঝগড়া হত। স্ত্রীর মন জুগিয়ে চলার অভ্যেস ছিল না তার। একসময় তাসের নেশা ছিল খুব। বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত। সেই কারণে প্রথম প্রথম মনোরমা রাগারাগি করতেন, সেই থেকে ঝগড়া। শেষপর্যন্ত কেমন মিইয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। কোনও কিছুতেই তাঁর যেন কিছু আসে যায় না। ছেলেমেয়েদের নিয়েই দিন কেটে যায়। বুদ্ধদেবের মনে হত, এই ভাল। কেউ সারাক্ষণ তাঁর ওপর টিকির টিকির করছে না। কিন্তু সেটাও একসময় খারাপ লাগতে শুরু করল। মনোরমা যে তাঁর কোনও ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছে না, এটা ভাল লাগছিল না তাঁর। পঞ্চাশ বছর বয়সে সম্পর্কটা অন্যরকম হয়ে গেল।

কিছুদিন থেকে গলায় একটা অসুবিধে হচ্ছিল। প্রথমে ঝালজাতীয় কিছু খেলে গলা জ্বলত। তারপর ঢোক গিলতে অসুবিধে হত। বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে পাড়ার ডাক্তারকে দেখালেন। তিনি টর্চ ফেলে গলা পরীক্ষা করে কয়েকটা ওষুধ দিলেন। সেই ওষুধ খেতে গিয়ে মনোরমার নজরে পড়লেন বুদ্ধদেব। বেশ শীতল গলায় মনোরমা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এগুলো কেন ?'

'এমনি। গলায় ব্যথা হয়েছে। খেতে অসুবিধে হয়, তাই।'

লক্ষ করলেন তাঁর খাওয়ার মেনু পাল্টে গেল। ঝালবিহীন নরম খাবার দেওয়া হতে লাগল তাঁকে। কিন্তু পাড়ার ডাক্তারের ওষুধে কাজ হল না। একজন সাংবাদিক বন্ধুর পরামর্শে ডক্টর আবিরলাল মুখার্জির কাছে গেলেন তিনি। অত নামকরা ব্যস্ত ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া ওই বন্ধুর জন্যেই সম্ভব হল। ডক্টর মুখার্জি দেখেশুনে বললেন, 'আপনার ভয়ের কিছু নেই। কয়েকটা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।'

'ভয় মানে ; আপনি ক্যানসারের কথা বলছেন ?'

'আমি তো বললাম এটা ক্যানসার নয়। কিন্তু আমি বললেই বিজ্ঞান সেটা মানবে না। নিশ্চিন্ত হতে হলে কয়েকটা পরীক্ষা করতে হবে।'

বাড়িতে এসে মনোরমাকে জানালেন তিনি। মনোরমা কথাগুলো শুনে ওঁর পাশে চলে এসে বললেন, 'অসম্ভব। তোমার ওসব কিছুই হয়নি।'

বুদ্ধদেব হেসে বলেছিলেন, 'ডক্টর মুখার্জিও তাই বলেছেন, তবু—।'

সম্পর্কটা আচমকা অন্যরকম হয়ে গেল। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন প্রতিটি সময় মনোরমা যেন তাঁকে আগলে রাখতেন। এত যত্ন পাওয়া অভ্যেস ছিল না বুদ্ধদেবের, নিজেকে বেশ মূল্যবান বলে মনে হতে লাগল। তাঁর বেঁচে থাকার ওপর মনোরমার সব কিছু নির্ভর করছে, তিনি পৃথিবীতে না থাকলে মনোরমা অসহায়া, অতএব যেমন করেই হোক তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতেন মনোরমা তাঁর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। প্রশ্ন করলে কেঁদে ফেলতেন, দু' হাতে জড়িয়ে ধরতেন তাঁকে।

পরীক্ষাগুলোর ফল নেগেটিভ হল। ডক্টর মুখার্জির অনুমান সঠিক, বুদ্ধদেবের গলায় ক্যানসার হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই ওষুধ খেয়ে কষ্টটা চলে গেল। কিন্তু সেই থেকে ওঁদের সম্পর্কটা বেশ সহজ হয়ে গেল। মানুষের জীবনে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলে যে প্রেম আসে তার স্বাদ থেকে যারা বঞ্চিত হয় তাদের মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই।

আজ সকাল থেকে বুদ্ধদেবের মন ভাল নেই। ভাল নেই বললে ভুল হবে, বলা উচিত, খুব খারাপ। রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা বই পড়ছিলেন গত পরশু থেকে। আজ সকালে শেষ করলেন। একটা মানুষ সারাজীবন ধরে দু' হাতে বাঙালিকে অজস্র সম্পদ দিয়ে গেছেন। হামাগুড়ি দেওয়া একটা সাহিত্যকে দৌড়বার শক্তি জুগিয়েছেন। প্রতিটি দিন লেখালেখি ছাড়াও হাজারটা কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। সেই জাহাজ আর শ্লথগতির রেলগাড়ির যুগে দেশ-বিদেশ চষে বেড়িয়েছেন। কিন্তু মরণের সামান্য আগে থেকেই কী নিদারুণ অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করেছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতন থেকে ছেলেমেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে আসার মুহূর্তটির বিবরণ পড়লে চোখে জল আসতে বাধ্য। কিন্তু তারপর জোড়াসাঁকোয় এসে মৃত্যুপূর্ব যে স্থবিরতা তাঁকে অধিকার করল তা তাঁর গোটা জীবনের চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই মানায় না। ওইরকম মৃত্যু তাঁর মতো মানুষের ক্ষেত্রে কাম্য নয়, রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিলেন, কল্পনা করতেও কষ্ট হয় বুদ্ধদেবের। কেন এমন হয় ? মৃত্যু চূড়ান্ত সত্য, বেঁচে থাকাটাই অনিশ্চয়তায় ভরা।

'কী ভাবছ ?' মনোরমা পাশে এসে বসলেন।

স্ত্রীর দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব, 'মৃত্যুর কথা।'

'অদ্ভুত !'

'কেন মনে হচ্ছে অদ্ভুত ?'

'এ নিয়ে ভাবার কী আছে। সময় যখন আসবে চলে যেতে হবে।'

'সেরকমটা হলে কী ভালই না হত। কিন্তু ধরো, সময়ের থাবা এল, সময় নিজে এল না, তা হলে ? বিছানায় পড়ে থাকলাম, কোনও সাড়া রইল না, শুধু

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রাণটা বেরিয়ে গেল না, এমন হলে ?' বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'তা হলে বুঝতে হবে যে ভোগান্তি ছিল তা ভুগে যেতে হল।'

'এ তোমার নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া।'

মনোরমা স্বামীর বাজুতে হাত রাখলেন, 'কী হয়েছে, তোমার ? এসব ভাবছ কেন ?'

'এখন তুমি জীবনের কথা ভাবতে পারো ?'

'মানে ?'

'পাঁচ বছর বাদে কোথাও বেড়াতে যাব বলতে পারি কি আমি ? এমন একটা বয়সে পৌঁছে গিয়েছি যে, আগামিকাল বেঁচে থাকাটা বাড়তি পাওনা। দ্যাখো না, নতুন জুতো কিনি না। নীচেই নামি না, নামতে পারি না তো জুতো পরব কখন ? যে পাঞ্জাবিগুলো আছে তাই এ জীবনে পড়ে ছিঁড়ে যাওয়া যাবে না তো নতুন কেনার কথা ভাবব ! মনোরমা, এখন সব সঞ্চয় শেষ। চলে যেতে হবেই কিন্তু যাওয়াটা যদি ভয়ঙ্কর হয় ?'

'সত্যি।' শব্দটা মনোরমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'অবশ্য তোমার হাতে এখনও ছয় বছর আছে।' বুদ্ধদেব হাসলেন।

'কীরকম ?'

'তুমি আমার থেকে ছয় বছরের ছোট।'

'এই অঙ্ক কি সবসময় মেলে ?' মনোরমা হেসে উঠলেন, 'ফুল জামাইবাবু আশি বছরে মারা গেলেন। সতীদি গেছেন আটান্নতে। তবে ?'

'তা অবশ্য।' বুদ্ধদেব মানলেন।

'একটা কথা ঠিক, এখন আর কিছু ভাল লাগে না। ছেলেমেয়েদের সমস্যায় নিজেকে জড়াতে একটুও ইচ্ছে হয় না। তবু কারও ভাল খবর শুনলে ভাল লাগে, খারাপ হলে দুঃখ পাই। সেই দুঃখ ওরা যত তাড়াতাড়ি সামলে ওঠে আমি পারি না, মুশকিল এখানে।' মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'যে যার মতো ঠিক থাকবে শুধু শুদ্ধর জন্যে চিন্তা হয়।'

'ভালই তো আছে। যা রোজগার করছে তাতে দিব্যি চলে যাবে ওর। বিয়ে করেনি যখন তখন কারও দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্ন নেই। শেষদিন পর্যন্ত ভাতডাল আর বই ঠিক পেয়ে যাবে। ওকে নিয়ে তোমার আবার চিন্তা কেন ?' বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেন।

'আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওর এখনও বিয়ে করার বাসনা আছে।'

'তাই নাকি ? ওই বুড়ো বয়সেও ?'

'বুড়ো কোথায় ? রিটায়ার করতে ঢের দেরি।'

'কিসে তোমার মনে হল ?'

'ওই যে, মেয়েদের এড়িয়ে যাওয়া, এতেই আমার আগাগোড়া মনে হয়েছে গুরুত্ব না দিলে ও এড়িয়ে যেত না। নিশ্চয়ই কোথাও দুর্বলতা আছে, সেটা ঢাকতেই।'

'মরুকগে। যা করার তা করুক। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।'

'কী প্রশ্ন ?'

'এই বয়সে মিটতে পারে এমন কী কী সাধ তোমার অপূর্ণ আছে ?'

মনোরমা স্বামীর দিকে বড়চোখে তাকালেন, 'কেন ? পূর্ণ করে দেবে ?'

'প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন কেন ?'

'বাঃ, উত্তর দেবার আগে জানব না, প্রশ্নটা কেন ?'

'সাধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। ধরো কোনও জায়গায় যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, হয়নি। বলো সেরকম কিছু।'

'বেড়াতে যাওয়ার কথা যদি বলো, বিয়ের পর তোমার সঙ্গে দার্জিলিংয়ে ম্যালে আমার ঘোড়ায় চড়া হয়নি। ইচ্ছে ছিল পরের বার গিয়ে চড়ব। পরে অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু দার্জিলিংয়ে যাওয়া হয়নি।'

'অসম্ভব। এই বয়সে ঘোড়ায় চড়লে আর দেখতে হবে না। তা ছাড়া আমার তো অত উঁচু পাহাড়ে ওঠা নিষেধ। নিঃশ্বাসের কষ্ট হবেই।'

'জানি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমুদ্রের ধারে যেতে ইচ্ছে হয় না ?'

মনোরমা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়লেন, 'না। অত গর্জন এখন আমার ভাল লাগে না।'

'মথুরা বৃন্দাবন কাশী ?'

'দূর।'

বুদ্ধদেব ভেবে পেলেন না এরপরে কী বলবেন ? তিনি যদি আগে মারা যান তা হলে মনোরমা মনে মনে খুব কষ্ট পাবে। আবার মনোরমাকে একা রেখে মরে যেতে তাঁর একটুও ইচ্ছে নেই। ছেলেরা আছে, মেয়েরা আছে, একা কোথায় ? এমন ভেবেছিলেন একসময়। কিন্তু চোখের সামনেই দেখছেন একমাত্র বড় ছেলে ছাড়া মনোরমার মধ্যে এক ধরনের ছাড় ছাড় ভাব এসে গেছে। এইটেই তাঁকে আরও বিষণ্ণ করে তুলেছে।

তিন

নেমন্তন্ন থাকলে শুদ্ধদেব সযত্নে এড়িয়ে যায়। কোনওরকম হই-হট্টগোল ভাল লাগে না তার। স্কুল থেকে সটান বাড়ি চলে আসাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে তার। মা-বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলে বেশ স্বস্তি পায়। বাবার সঙ্গে অবশ্য কথা বেশি দূর এগোয় না। এটা আজ নয়, বাল্যকাল থেকেই বাবা অনেক দূরের মানুষ। এই যে বাবা-মায়ের পঞ্চাশ বছর বিয়ে উপলক্ষে উৎসব করা হয়েছিল তা আগে কল্পনা করা যেত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাবা অনেক নরম হয়েছেন, কিন্তু এখনও তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলা যায় না। বরং মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ। বাবা-মায়ের যা কিছু প্রয়োজন তা মা-ই তাকে বলে। সেই কাজগুলো করে দিতে তার ভালই লাগে।

আজ গড়িয়াতে যেতে বাধ্য হয়েছিল শুদ্ধদেব। স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের মেয়ের বিয়ে ছিল। ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়িয়ে যেতে চেয়েও পারেনি সে। ভদ্রলোক হেডমাস্টারমশাই বলেই পারল না। অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে চাঁদা দিয়ে উপহার নিয়ে গিয়েছিল সময়মতো। বাড়িতে বলে এসেছিল রাত্রে খেয়ে ফিরবে। মনোরমা অবাক হয়েছিলেন। বড় ছেলে বিয়েবাড়িতে যাচ্ছে এটা তাঁর কাছে অভিনব ব্যাপার।

বিয়েবাড়িতে খুব আড়ষ্ট হয়ে ছিল শুদ্ধদেব। সানাই বাজছে, সবাই হই হই করছে কিন্তু সে ছিল চুপচাপ। না খেয়ে যদি চলে আসা যেত তা হলে খুশি হত। কিন্তু খেতে বসার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। শুদ্ধদেব বসেছিল সহকর্মীদের সঙ্গে। বিয়েবাড়ির সাজে যে সমস্ত মেয়ে হাসি ছড়িয়ে যাওয়া আসা করছিল, তাদের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে রেখেছিল সে। এটা তার অভ্যেস। তার এক সহকর্মী ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি খুব বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুদ্ধদেববাবু, আপনি কি অসুস্থ ?'

'হ্যাঁ, আমি ? না তো !' হকচকিয়ে গেল শুদ্ধদেব।

'তখন থেকে দেখছি মুখ নামিয়ে বসে আছেন। এই যে সব ডানাকাটা সুন্দরী ঘোরাফেরা করছে, ভুলেও দেখছেন না ! কী ব্যাপার ?'

'না মানে, ওরা তো নেহাতই ছেলেমানুষ, মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী আবার কী ? অপরিচিত মেয়ে সুন্দরী হলে ওসব কেউ ভাবে নাকি ? তা ছাড়া আমরা বিবাহিত, ছেলেমেয়ে রয়েছে, ভাবলে আমরা ভাবব, আপনার তো সে বালাই নেই।' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। আর একজন সহকর্মী টিপ্পনী কাটলেন, 'শুদ্ধবাবু তা হলে মেয়ের মায়ের বয়সী কাউকে পেলে চোখ ভরে দেখতেন। তাই না ?'

'তার মানে পঞ্চাশ ? না মশাই, পঞ্চাশে পা দিলে বাঙালি মেয়ের মন থেকে সব রোমান্স উধাও হয়ে যায়।' আবার হাসির হুল্লোড় উঠল প্রথমজনের কথায়।

প্রধানশিক্ষক মশাই এগিয়ে এলেন, 'কী রঙ্গ হচ্ছে ?'

'শুদ্ধদেববাবু সেই থেকে মুখ নিচু করে বসে আছেন, কারও দিকে তাকাচ্ছেন না— !'

'কেন, কেন ? কী হয়েছে শুদ্ধদেববাবু ?'

শুদ্ধদেব আপত্তি জানান, 'আমার কিছুই হয়নি।'

কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর একা ফেরার সময় শুদ্ধদেব নিজের ওপর বিরক্ত হচ্ছিল। আর পাঁচজন যে আচরণ করে, মেয়েদের ব্যাপারে সে কিছুতেই তা করতে পারে না কেন ? এই যে উপহাসের পাত্র হয়ে যাওয়া, এ কি ভাল

লাগে ? ফাঁকা বাসে আসতে আসতে একটু ঢুলুনি আসছিল। এত তাড়াতাড়ি খেয়ে শরীরে আলস্য এসেছে। সে সোজা হয়ে বসে দেখল পার্ক স্ট্রিট আসছে। এখন আটটাও বাজেনি। কী মনে হতে সে বাস থেকে নেমে পড়ল।

পার্ক স্ট্রিটে অনেককাল আসা হয়নি। আগে বড়দিনের সময় সন্ধের মুখে আলোর সাজ দেখতে সে কয়েকবার এসেছিল। সেটা অনেক বছর আগের কথা। আজ পার্ক স্ট্রিটে ঢোকার পরই ছোট ভাই সুদেবের কথা মনে পড়ল। সুদেব মদ্যপান করে। এই খবরটা বাড়ির সবার জানা অথচ কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। কুড়ি-বাইশ বছর আগে হলে বুদ্ধদেব জুতো মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দিতেন। পৃথিবীর মতো তাদের বাড়ির মানুষগুলোও কীরকম বদলে গেল। বাসুদেব মদ্যপান করে কি না তার জানা নেই। সে ঘোর সংসারী মানুষ। অপচয় করা তার ধাতে নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে খেলে অবশ্য আলাদা কথা। শুদ্ধদেব জানে কোনও কোনও শিক্ষক মদ্যপান করে। মাইনের টাকায় ওটা করা অসম্ভব। ছেলেমেয়ে বড় করতেই তো সব টাকা চলে যায়। ওরাও প্রচুর টিউশনি করে এবং সেই টাকায় ফুর্তি করে। ওদের কাছে শিক্ষাদান ব্যবসার নামান্তর, তাই ও নিয়ে কোনও মাথাব্যথা কারও নেই। মহাদেববাবু বলছিলেন, 'আপনি তো এই লাইনে নেই মশাই, তাই জানেন না, এখন মাতালের সংখ্যাও কমে গেছে। যারা মদ খায় তারা মাতালদের পছন্দ করে না। তুমি যত খুশি খাও, আনন্দ করো কিন্তু মাতলামি শুরু করলে পরের দিন তোমার সঙ্গ সবাই এড়িয়ে যাবে। এই যে প্রতি রাত্রে এত পার্টি হয়, মদের ফোয়ারা ছোটে, গলার স্বর জড়িয়ে যায় কিন্তু মাতলামি ? নো, নেভার। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে একটা পার্টিতে ? ধারণা বদলে যাবে মশাই।'

শুদ্ধদেব পার্ক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। আলো ঝলমলে বার এবং রেস্টুরেন্ট, পার্ক হোটেলের সুদৃশ্য প্রবেশপথ, ছুটে যাওয়া গাড়ির মিছিল, পরিচিত কলকাতার সঙ্গে এখানকার কোনও মিল নেই। কেমন ঝিম-ঝিম ভাব আসে মনে। আজ পর্যন্ত সে কখনও বারে ঢোকেনি। বারে গিয়ে বসলে যে খরচ হবে তা তার থাকলেও খাওয়ার কথা মনেই আসেনি। জীবনে অনেক কিছুই তো না দেখা রয়ে যাবে, এটাও তেমনি। এর জন্যে কোনও আফশোস নেই তার। ওর এক সহকর্মী যতীনবাবু, মুখ বড় আলগা তার। একজন শিক্ষক হয়ে যেসব শব্দ অবলীলায় উচ্চারণ করে তাতে তার চাকরি থাকার কথা নয়। তবু আছে। এখন ও সবে কেউ মাথা ঘামায় না। যতীনবাবু সে দিন তাকে নিয়ে পড়েছিল, 'এই যে শুদ্ধবাবু, কতদিন বিশুদ্ধ হয়ে থাকবেন ?'

'তার মানে ?' হকচকিয়ে গিয়েছিল শুদ্ধদেব।

'আচ্ছা, তার আগে বলুন তো, আপনি ব্যাচেলার না আনম্যারেড ?'

'আপনারা জানেন না ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না। আপনি আনম্যারেড বলে স্কুলের রেকর্ডে লেখা আছে কিন্তু ব্যাচেলার কি না সেটা আপনি বলতে পারবেন।' যতীনবাবুর কথা শেষ হতেই সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল। মানে বুঝে অস্বস্তিতে পড়েছিল শুদ্ধদেব।

যতীনবাবু বলেছিলেন, 'আরে মশাই মরার পর যমরাজকে কী জবাব দেবেন? তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তোকে পৃথিবীতে পাঠালাম, যা যা ধর্ম পালন করা উচিত তা করেছিস তখন কী বলবেন? না, আমি বিয়ে করিনি, কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়নি। সাক্ষাৎ নরকবাস হবে মশাই। তাই সময় থাকতে স্বর্গের ব্যবস্থা করুন।'

হঠাৎ একটা গাড়ি তার সামনে ব্রেক কষল। গাড়িটা এগিয়ে গিয়েছিল, আবার পিছিয়ে এল। গাড়িতে তিনজন বসে আছে। দু'জন পুরুষ একজন মহিলা। পুরুষটির একজন যে সুদেব তা বুঝতে সময় লাগল। জানলা দিয়ে সুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

থতমত হয়ে গেল শুদ্ধদেব। চট করে মিথ্যে কথা সে বলতে পারে না। সুদেব আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কারও জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'হ্যাঁ।' কথা জোগাল এ বার, 'আমার স্কুলের কয়েকজন—।'

'কখন আসার কথা?'

'অনেকক্ষণ আগে। বোধহয় আসবে না। আমি চলি।'

'বাড়ি ফিরবে তো! উঠে এসো।'

'না, না, তুই ব্যস্ত হোস না।' শুদ্ধদেব পা বাড়াতে চাইছিল।

'আমার কোনও অসুবিধে হবে না। উঠে এসো।' শেষ শব্দ দুটোয় যতটা না অনুরোধ তার চেয়ে ঢের বেশি আদেশের সুর বলে কানে লাগলেও উপেক্ষা করল শুদ্ধদেব। সুদেব তার ছোট ভাই, অনেক ছোট, আদেশ করবে কেন তাকে?

সামনের দরজাটা খুলে গিয়েছিল। সন্তর্পণে উঠে বসল শুদ্ধদেব।

'দাদা। ইনি আমার বন্ধু, রজত চাকলাদার আর ইনি মিসেস চাকলাদার। আমার বড়দা, শুদ্ধদেব, স্কুলে পড়ান। খুব আদর্শবান মানুষ।'

রজত হাত বাড়ালেন। একটু ইতস্তত করে শুদ্ধদেব সেই হাত স্পর্শ করল। প্রথম পরিচয়ে সে নমস্কার জানাতেই অভ্যস্ত। তার পরিচিত পরিমণ্ডলে কেউ করমর্দন করে না। মিসেস চাকলাদার বললেন, 'আজকালকার শিক্ষকদের মধ্যে শুনেছি আদর্শবান মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এক-একজন স্কুলের বাইরে ছাত্র পড়িয়ে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন। আমাদের ছেলেবেলায় মাস্টারমশাইদের যে ডেডিকেশন দেখেছি তা এখন নেই। আপনি আদর্শবান মানুষ শুনে আনন্দ হচ্ছে।'

এ কথার কী জবাব দেওয়া যায় বুঝতে পারছিল না শুদ্ধদেব। সুদেব যে হঠাৎ এমন কথা বলতে গেল কেন কে জানে। এক বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে তেমন কথাবার্তা হয় না। হওয়ার সুযোগও নেই, ও এখন ব্যস্ত

থাকে—

মিসেস চাকলাদার বললেন, 'সুদেববাবু, আপনার দাদাকে নিয়ে চলুন না। এ রকম আদর্শবান মানুষের সঙ্গ আমাদের ভাল লাগবে।'

সুদেব মৃদু আপত্তি করল, 'দাদার এ সব বোধহয় চলে না।'

'তাই নাকি?' রজত জিজ্ঞাসা করল, 'কি মশাই? আপনার ভাই ঠিক বলছেন?'

শুদ্ধদেব মুখ ফেরাল, 'ঠিক বুঝলাম না!'

'আমরা বাড়ি ফিরছি। সুদেববাবুকে বলেছি একটু আড্ডা মেরে যেতে। আমার স্ত্রী চাইছে আপনিও আসুন। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

'আমার একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।' নিচু গলায় বলল শুদ্ধদেব।

'কেন? জরুরি কোনও কাজ আছে?'

'না, বাড়িতে বলেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

'ওহো। আপনার স্ত্রীকে একটা ফোন করে দিলেই তো হয়!'

সুদেব হাসল, 'দাদা বিয়ে করেনি!'

'তাই নাকি? রজত বলল, 'তা হলে আপনি তো স্বাধীন। আমাদের মতো তো পরাধীন নন। চলুন, চলুন।'

কীভাবে এদের এড়ানো যায় ভেবে পাচ্ছিল না শুদ্ধদেব। উল্টে নিজের ওপরই সে রেগে গেল। কী দরকার ছিল পার্ক স্ট্রিটের শোভা দেখার? এতক্ষণে বাড়ি চলে গিয়ে নিজের ঘরে বই নিয়ে শুয়ে থাকতে পারত। তা ছাড়া এদের বাড়িতে গিয়ে সে কী আড্ডা মারবে? সুদেব তার সঙ্গে গল্প করবে অথবা সে সুদেবের সঙ্গে, এটাও ভাবতে পারে না। আবার বেশি জোর করলে যদি অভদ্রতা হয়ে যায় তা হলে সুদেব অসন্তুষ্ট হবে। মুশকিল আসান করল সুদেবই, বলল, 'নাঃ। দাদাকে ছেড়ে দেওয়া যাক। দাদা না ফিরলে মা না খেয়ে জেগে থাকবে।'

কথাটা শোনামাত্র আর কোনও অনুরোধ এল না। চাকলাদারদের বাড়ি আগে পড়ল। শুদ্ধদেব নেমে যাচ্ছিল কিন্তু রজত বাধা দিল, 'আরে, আপনি নামছেন কেন? ড্রাইভার আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'না না তার কী দরকার? এখান থেকে তো বেশি দূরে নয়—।'

'তা হোক। আপনি বসুন।'

অতএব ড্রাইভারের পাশে বসে বাড়ির দিকে চলল শুদ্ধদেব। মনে হচ্ছিল মাথার ওপর প্রায় চেপে বসা পাথর আচমকা সরে গেছে! খুব আরাম লাগছিল। বড় রাস্তায় গাড়ি ছেড়ে দিতেই পাশের বাড়ির মেসোমশাই-এর সঙ্গে দেখা, 'কী ব্যাপার হে। কিনলে নাকি?'

'কী?'

'যেটা থেকে নামলে?'

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না না। আমার ভাইয়ের বন্ধুর গাড়ি। আমাকে পৌঁছে দিল।'

'তাই বলো। আমি ভাবলাম আজকালকার মাস্টারদের মতো তোমারও রোজগার বেড়ে গিয়েছে। কিছুই তো বলা যায় না।'

শুদ্ধদেব আর দাঁড়াল না। এই ভদ্রলোক অনেক বছর তাদের বাড়িতে আসেন না, অথচ সব খবর রাখেন, এই কারণেই পাড়ায় কেউ ওঁকে পছন্দ করে না।

বাড়িতে ঢুকে শুদ্ধদেব প্রথমেই বাবা-মায়ের ঘরে গেল। বাবা গম্ভীর মুখে বই পড়ছেন, মায়ের পাশে বসে আছে সুরঙ্গমা। সে বোধহয় উত্তেজিত, কিছু বলে যাচ্ছিল, তাকে দেখে হঠাৎই চুপ করে গেল।

মনোরমা মুখ ফেরালেন, 'এলি? খেয়ে এসেছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন খাওয়াল?'

বুদ্ধদেব মুখ ফেরালেন। 'আজকাল প্রতিটি বিয়ে বাড়ির মেনু মোটামুটি একই। এ আবার জিজ্ঞাসা করার কী আছে?'

মনোরমা বললেন, 'আমি কি কোনও বিয়ে বাড়িতে যাই যে জানব!'

শুদ্ধদেব উসখুস করল, 'আপনার কোনও দরকার আছে বাবা?'

বুদ্ধদেব নীরবে মাথা দুলিয়ে না বললেন। শুদ্ধদেব বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বিছানায় শুয়েই পাশের জানলা দিয়ে অনেকটা দেখা যায়। চারপাশের বাড়িঘর বেশ পুরনো। তাদের কোন ঘরে কে থাকে তাও সে জানে। অবশ্য ওই হলুদ বাড়ির তিনতলায় একটা পরিবার নতুন এসেছে। একজন মোটাসোটা লম্বা মহিলা প্রায়ই জানলায় এসে দাঁড়ান। মহিলার স্বামী কে তা সে এখনও বুঝতে পারেনি। দু'জন পুরুষকে সে ওই ফ্ল্যাটে দেখেছে। একসঙ্গে নয়, আলাদা। দু'জনকেই মহিলা জড়িয়ে ধরেন। জানলা খোলা রেখে কী করে তিনি ওই কাজ করেন ভেবে পায় না শুদ্ধদেব। তেমন অবস্থায় নজর পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয় সে। মহিলা যদিও তাকে দেখতে পায় না কিন্তু তারই লজ্জা হয়। মহিলার নীচের ফ্ল্যাটে এখন যে মধ্যবয়সী বিধবা একটা মেয়েকে পড়াচ্ছে তাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর দেখে আসছে সে। মাঝখানে বছর পাঁচেকের জন্যে ছিল না। বাড়িটার সামনে ফুটপাতে সামিয়ানা টাঙিয়ে সানাই বাজিয়ে বিয়ে হয়েছিল ওর। পাঁচ বছর বাদে বিধবা হবার পর সেই যে বাপের বাড়িতে ফিরে এল আর যায়নি। একটি কিশোরীকে সে একটু একটু করে বড় হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যেতে দেখল যা মহিলার জানার কথা নয়। হঠাৎ তার মনে পড়ল সন্ধেবেলায় শোনা রসিকতার কথা। মারা যাওয়ার পর তাকে যদি যমরাজ প্রশ্ন করে তা হলে কী জবাব দেবে?

'বেশ আছিস! নেমন্তন্ন খাচ্ছিস আর ঘুমোচ্ছিস।'

গলা শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে গেঞ্জিটা টেনে নিয়ে মাথা গলিয়ে নিল

শুদ্ধদেব। সুরঙ্গমা দরজায়। জিজ্ঞাসা করল সে, 'কী ব্যাপার?'

'কী ব্যাপার মানে? তোর ঘরে আসাটা অপরাধ নাকি?' খিঁচিয়ে উঠল সুরঙ্গমা।

'আহা, তা বলেছি নাকি?'

'তাই তো। আর যেভাবে সাততাড়াতাড়ি আমাকে দেখে গেঞ্জি পরে নিলি তাতে মনে হচ্ছে আমি বাইরের লোক। মেয়েরাও তো ছেলেদের দেখে এমন করে না।' সুরঙ্গমা ঘরে এল।

'আমি ঘুমাচ্ছিলাম নাকি! জানলা দিয়ে তাকিয়েছিলাম।' শুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করল, 'একা এসেছিস না গোবিন্দলালও এসেছে?'

'ওই নামটা আমার সামনে কখনও উচ্চারণ করবি না।' জোর গলায় বলল সুরঙ্গমা। মুখ লাল হয়ে উঠল তার।

'কেন? কী হয়েছে?'

'একটা অপদার্থ লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলে যা হয় তাই হয়েছে। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল। আমি এ বার একেবারে চলে এসেছি। এখন থেকে এখানেই থাকব।'

'সে কি রে!' হতভম্ব হয়ে গেল শুদ্ধদেব।

'সে কি রে মানে? এমন করে বললি যেন আমি বিরাট অন্যায় করেছি?'

'কী হল তাই তো জানি না।'

'তোকে কিছু জানতে হবে না। আমি এখানে থাকলে যে এক্সট্রা খরচ হবে তার কতটা তুই দিতে পারবি বল! বাবার রোজগার থাকলে নিশ্চয়ই তোকে বলতাম না।'

'এখনই চট করে বলা যায়?'

'কী এমন হাতিঘোড়া হিসেব? আমি দুই দাদাকে বলতে চাই না। বললে আজ বাদে কাল বউদিদের খোঁটা শুনতে হতে পারে। তুই বিয়ে করিসনি বলে বাঁচোয়া।' সুরঙ্গমা সরাসরি বলে দিল।

'ঠিক আছে।' মিনমিন করে বলল শুদ্ধদেব।

এ বার হাসি ফুটল সুরঙ্গমার মুখে। বিছানায় বসে বলল সে, 'বুঝলি দাদা, তোর ভগ্নীপতির মতো বাজে লোক আমি জীবনে দেখিনি।'

'কেন? কী করল সে?'

'কী করেনি তাই জিজ্ঞাসা কর। এখন সপ্তাহে বাড়িতে একদিন মাছ হয়, ভাবতে পারিস? ভাগ্যিস আমার বাচ্চাকাচ্চা হয়নি নইলে যে কী হত।'

শুদ্ধদেব তাকাল। সুরঙ্গমার হাতে লোহা এবং সিঁথিতে সিঁদুর দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ গোবিন্দলালের অস্তিত্ব এখনও ও স্বীকার করছে। তাদের ভাইবোনদের মধ্যে ওর চেহারাই সবচেয়ে সুন্দর। ছেলেবেলায় মা সবসময় চোখে চোখে রাখত। গানের স্কুলে যাওয়ার সময় দাদাদের ওপর দায়িত্ব পড়ত ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। খুব বড় ঘরে চমৎকার স্বামী পাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

করত সবাই। গোবিন্দলাল ছেলে হিসেবে মন্দ ছিল না। বিয়ের পর বাবাকে মন্তব্য করতে শুনেছিল সে, 'ভালই হল। তোমার ছোট জামাই-এর ব্যক্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। তোমার মেয়ে যা বলবে তাই শুনবে। সুখে থাকবে সে।' মা কোনও মন্তব্য করেননি।

শুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করল, 'এ বার কী হয়েছে?'

'আমাকে অপমান করেছে।'

'কী রকম?'

'আমি মাসে মাত্র একবার পার্লারে যাই। ওটা বন্ধ করতে বলেছে। আমাকে বলে কিনা বাংলাদেশের নব্বইভাগ মেয়ে মুখে পাউডার মাখার টাকা জোগাড় করতে পারে না, অত বিউটি পার্লারের বিলাসিতা কেন? তুই বোঝ দাদা! কী অশিক্ষিতের মতো কথা। বিউটি পার্লারে যাওয়া এখন প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে তা ওকে কে বোঝাবে?' রাগে ফুঁসে উঠল সুরঙ্গমা।

'তুই বোঝালি না কেন?'

'বলেছি। আগে লোকে ফ্রিজ কেনা বিলাসিতা বলে মনে করত। এখন? ফ্রিজ অবশ্য প্রয়োজনীয়, তবে? কিন্তু যে অন্ধ হয়ে থাকে তাকে কে দেখাবে? তোর বউ যদি বিউটি পার্লারে যেত তুই ওই কথা বলতিস?'

'আমি?' শুদ্ধদেব মাথা নাড়ল, 'আমার কোনও আইডিয়া নেই।'

'শোন। বিউটি পার্লারে যাওয়া শরীরের একটু যত্ন নেওয়ার জন্যে।'

'ও। তা হলে তো ভালই।'

'শুধু মেয়েরা কেন? ছেলেদেরও যাওয়া উচিত। তুই যদি প্রতি মাসে একবার করে ফেসিয়াল করাস দেখবি তোর চেহারা বদলে যাবে। চেহারা বদলে গেলে তোর মনে উৎসাহ আসবে, কাজ করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে।' সুরঙ্গমা মাথা নাড়ল, 'এ ছাড়াও আর একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'কী?'

'ও আমাকে সন্দেহ করছে।'

'সন্দেহ?'

'হ্যাঁ। ভাবছে ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমি প্রেম করছি। ভাব?'

'খুব অন্যায় কথা।'

'সেই কারণে এখানে চলে এলাম। প্রেম যদি করতেই হয় এখানে থেকে করব। ওর দয়ার ভাত খেয়ে নয়।'

'সেটা করা কি ঠিক হবে?'

'কেন করব না? বেশ করব।' সুরঙ্গমা উঠে দাঁড়াল। জানলার এক কোণে গেল। তারপরই তার গলা থেকে অদ্ভুত স্বর বের হল, 'দা-দা!'

বিব্রত হয়ে তাকাল শুদ্ধদেব।

'তুই এই জন্যে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকিস?'

'মানে?'

'ওই লম্বা মোটা মেয়েটা ঘরে আলো জ্বালিয়ে হি-হি-হি। লোকটা কে রে? ওর স্বামী হতেই পারে না।' সুরঙ্গমা মাথা নাড়ল।

ধক্ করে উঠল বুক। যেন অপরাধটা সে নিজেই করে ফেলেছে, এখন সুরঙ্গমা নিশ্চয়ই সবাইকে বলবে দাদা জানলা দিয়ে ওইসব দেখে বলেই ঘরের বাইরে বেরুতে চায় না। ভাব দেখায় কত ভাল মানুষ কিন্তু তলে তলে এই ব্যাপার।

সে শুকনো গলায় জবাব দিল, 'আমি কী করে জানব?'

'তুই তো জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকিস, চিনিস না?'

'আমার অত সময় নেই।'

'মেয়েটা একদম নির্লজ্জ।' জানলা থেকে সরে এল সুরঙ্গমা। তারপর বলল, 'যাই বড় বউদির সঙ্গে গল্প করিগে।'

এই ঘরে জানলা বন্ধ করে থাকা যায় না। কিন্তু শুদ্ধদেবের ইচ্ছা হচ্ছিল ওই জানলাটা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিতে। সে জানালার কাছে সরে এসে ভয়েভয়ে তাকাল। মেয়েটির ফ্ল্যাট অন্ধকার। তার স্বস্তি হল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

চার

টিভিতে একটি জনপ্রিয় সিরিয়াল চলছে। সবর্ণী এটা দ্যাখে। কিন্তু শব্দ কমিয়ে দেখতে হয়। পাশের ঘরে রত্নাপ্রিয়া পড়ছে। টিভিতে তার আগ্রহ কম। বাসুদেব অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে আবার বেরিয়েছে। ইদানীং ওর তাসের নেশা হয়েছে। সবর্ণী এতে আপত্তি করে না। শুধু বলে দশটার মধ্যে ফিরে আসবে, একসঙ্গে খাব। একটা পুরুষ মানুষের কোনও আমোদ প্রমোদ থাকবে না এ তো হতে পারে না। আগে যখন তাস খেলতে যেত না তখন বাড়ি ফিরে চুপচাপ বসে থাকত। মেয়েকে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। আগে পড়াতে যেতে বাসুদেব এত সিরিয়াস হয়ে যেত একটু বেচাল দেখলেই ধমকাত। ধমক খেলে মেয়ে আরও ঘাবড়ে যেত, মাথায় কিছু ঢুকত না। বাসুদেবের জেদ বাড়ত, এত সামান্য জিনিস যে মেয়ে বুঝতে পারছে না তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে ঘোষণা করত। সে এক নিদারুণ পরিস্থিতি, বাড়িতে যেন যুদ্ধের পরিবেশ। ছাত্র হিসেবে বাসুদেব ভাল ছিল। কিন্তু পড়াতে গিয়ে ছাত্রীকে সে নিজের সমকক্ষ ভেবে বসত। শেষ পর্যন্ত সবর্ণী তাকে অব্যাহতি দিয়েছিল। বলেছিল, 'অনেক হয়েছে। তোমাকে আর পড়াতে হবে না। আমি ভাল মাস্টারের খবর পেয়েছি। তিনিই পড়াবেন।'

বাসুদেব বিরক্ত হয়েছিল, 'তোমার মেয়েকে আমার চেয়ে বাইরের লোক ভাল পড়াবে?

সবর্ণী বলেছিল, 'তা কখনও পারে! তুমি সারাদিন খেটে খুটে আসো, এর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওপর মেয়ের ঝক্কি নিলে সামলাবে কী করে।'

যা বোঝার বুঝেছিল বাসুদেব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল রত্নাপ্রিয়া। তা সেই মেয়ে পাঁচটা স্টার পেয়ে পাশ করল তো! এখন প্রফেসারের কাছে পড়ে। আর এই নিয়েও বাসুদেব অশান্তি করেছিল। রত্নাপ্রিয়াকে সপ্তাহে তিনদিন যেতে হয় সাউথ সিঁথিতে। যেখানে তার অঙ্কের প্রফেসার থাকেন। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটা। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা কলেজ। কলেজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই পাঁচটা বেজে যায়। বাসুদেবের আপত্তি এখানেই। যে মেয়ে সকাল সাতটায় বেরিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরছে তার চেহারা ক'দিন ভাল থাকবে? তা ছাড়া রত্নাপ্রিয়া কখনও একা একা ট্রামে বাসে যাওয়া আসা করেনি। এসব করতে কার পাল্লায় পড়ে যাবে তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। একটু চিন্তা যে সর্বাণীর ছিল না তা নয় কিন্তু মেয়ে যখন বলল তার কোনও অসুবিধে হবে না আর ক্লাসের অনেক মেয়ে এই রুটিনে চলছে তখন ব্যাপারটা মেয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাসুদেবের ছাড়তে সময় লেগেছিল। প্রথম প্রথম সে গোপনে রত্নাপ্রিয়াকে পাহারা দেবার জন্যে অনুসরণ করত। সে প্রফেসারের বাড়িতে ঢুকে গেলে ফিরে আসত। যেহেতু ব্যাঙ্কের চাকরি তাই দেরি করার উপায় ছিল না, নইলে মেয়েকে কলেজে পৌঁছে তবে বাড়ি ফিরত। একদিন রত্নাপ্রিয়া তাকে দেখে ফেলে এবং প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে। সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'বাবা যদি আমাকে ফলো করে তাহলে আমি আর পড়াশুনা করব না।' তারপর থেকে বাসুদেব যাওয়া বন্ধ করেছে। কিন্তু উদ্বেগ কমেনি।

বাসুদেব সর্বাণীকে বলে, 'কবে কোন ছেলের মিষ্টি কথায় ভুলে তোমার মেয়ে ফেঁসে যাবে কে জানে। তখন কী হবে ভাবতে পারছি না।'

সর্বাণী বলে, 'হলে হবে। তুমি ঠেকাতে পারবে?'

'বাঃ। তাই বলে সাবধান হবে না?'

'কীভাবে?'

এই উত্তর জানা নেই। কলেজে আর পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হবেই। কথাও হবে। বন্ধুত্ব হলে আটকাবে কে? সর্বাণী অবশ্য মেয়েকে ডেকে সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, 'দ্যাখ, তুই এখন বড় হয়েছিস। এই বয়সে সব কিছু ভাল লাগে। এই জন্যেই বেশির ভাগ মেয়েরা তোর বয়সে ভুল করে। কিন্তু আমি বলব আগে নিজেকে তৈরি কর তারপর অন্য কথা ভাবিস না।'

'কী বলছ বুঝতে পারছি না। কী ভাবব?'

অস্বস্তিতে পড়েছিল সর্বাণী, 'কলেজের ছেলেদের বেশি পাত্তা দিয়ো না।'

জোরে হেসে উঠেছিল রত্নাপ্রিয়া, 'দূর। ওদের এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি।'

মজার কথা হল, এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছে। ইদানীং রত্নাপ্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। পড়াশুনায় সিরিয়াস।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় চিঠি লিখছে অহরহ। আর এইটেই সর্বাণীকে চিন্তায় ফেলেছে। একমাত্র মেয়ে যদি বিদেশে চলে যায় তাহলে কী হবে? সর্বাণীর এক মাসতুতো দাদা ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়ে আর ফেরেনি। সেখানেই মেম বিয়ে করে থেকে গেছে। এই মেয়ে বাইরে গেলে তাই করবে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়? এই কারণেই সর্বাণী ওর বিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাসুদেবকে বলতে সে নাকচ করে দেয় প্রস্তাব। এখন মেয়ের ওপর বাবার প্রবল ভরসা। মেয়ে কোনও অন্যায় করতে পারে না। ও যতদূর পড়তে চায় তাই পড়তে দেবে সে। তারপর পছন্দমতো চাকরি করুক, তখন দেখা যাবে বিয়ের কথা। সর্বাণী শ্বশুরমশাই-এর দ্বারস্থ হয়েছিল। ভদ্রলোককে দলে টানতে পেরেছে ভেবে খুশিও হয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ি যে সব বিগড়ে দেবেন তা কে জানত। মেয়েরাই মেয়েদের প্রধান শত্রু এটা আর একবার প্রমাণিত হয়ে গেল। শ্বশুর শাশুড়ি রাজি হলে বাসুদেবকে সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করতে পারত সর্বাণী। এখন সে ঠিক করেছে ওই মেয়ের ব্যাপারে কোনও অভিমত দেবে না। যা হবার তা হোক।

শ্বশুর শাশুড়ি সম্পর্কে তেমন কোনও অভিযোগ সর্বাণীর নেই। ওরা তাকে পছন্দ করে এনেছিলেন এই সংসারে, ভাল ব্যবহারও করেছেন। তবে যতদিন শ্বশুরমশাই সক্রিয় ছিলেন ততদিন তিনি যা ভাল মনে করতেন তাই সবাইকে মেনে নিতে হত। বড় মেয়ের ঘন ঘন বাপের বাড়িতে আসা যেমন পছন্দ করতেন না তেমনি সর্বাণীরও কয়েকটি নির্দিষ্ট উপলক্ষ ছাড়া যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ অবশ্য উনি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি। কিন্তু মেয়েকে যদি তার সামনে উনি বলেন, 'শোনো, এত ঘন ঘন তোমার এখানে আসা উচিত নয়। বিয়ে হয়েছে, স্বামীর সংসারই তোমার সংসার। আগে ওদের দেখবে তারপর আমরা,' তখন মনে হয়েছে সর্বাণীকেও ওই উপদেশ মনে রাখার ইঙ্গিত দিলেন। প্রথম প্রথম এই নিয়ে অশান্তি হয়েছে তার বাসুদেবের সঙ্গে। বাসুদেব পিতৃভক্ত। বাবা হাজার অন্যায় করুন তবু তিনি বাবা। সবসময় বলত, ওইটুকু মানিয়ে নাও। কদিন আর আছেন!

কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে সর্বাণীর কখনও সংঘাত হয়নি। যখন ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন সে প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে। নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর শাশুড়িকে কিছু করতে দেয়নি। হয়তো সেই কারণেই সর্বাণী যা বলে তাতেই সায় দেন শ্বশুরমশাই। অথচ পরে সেটা পাল্টে যায়। হয়তো শাশুড়ির সঙ্গে আলোচনার পর আগের মত পাল্টান ভদ্রলোক। এই একটা ব্যাপারে খুব ঈর্ষা হয় সর্বাণীর। এত এত বছর ধরে ওদের প্রেম সত্যি দেখার মতো। ছেলেমেয়ে হওয়া সত্ত্বেও সেই প্রেমে ভাঁটা পড়েনি। ওই বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকলে বাসুদেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে ঈশ্বর জানেন। তার চেয়ে আগে চলে যাওয়া ঢের ভাল।

বড় মেয়ে বা সর্বাণীকে বুদ্ধদেব যা বলতে পেরেছিলেন ছোটমেয়েকে তা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলতে পারেননি। স্বামীর সঙ্গে মতে না মিললেই সে বাপের বাড়িতে চলে আসে। সবর্ণী এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বাসুদেবও এ ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত। কিন্তু ছোট বলেই এখনও সুরঙ্গমা মা-বাবার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও প্রতিবাদ করতে নিষেধ করেছে বাসুদেব।

জা-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক সহজ। একেবারে গলাগলি ভাব কখনও হয়নি। আবার দূরত্বও তেমন নেই। এই ব্যাপারে সবর্ণী শাশুড়ির কাছে কৃতজ্ঞ। ভদ্রমহিলা প্রত্যেকের হাঁড়ি আলাদা করে দিয়েছেন, আলাদা আলাদা ফ্লোরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, এ যে কত বড় উপকারে লেগেছে তা এখন সবাই বুঝতে পেরেছে। অথচ মায়ের প্রস্তাব শুনে প্রথমে বাসুদেবই বেঁকে বসেছিল। এ আবার কী কথা। বাবা-মা-ভাই-এর সঙ্গে থেকেও আলাদা রান্না হবে, সে নাকি ভাবতেও পারে না। কিন্তু মনোরমা রাজি হয়নি। ভাগ্যিস হয়নি।

দরজায় শব্দ হল। টিভির আওয়াজ ছাপিয়ে শব্দটা তার কানে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সিরিয়াল শেষ হতেই সবর্ণী টিভিটা বন্ধ করতেই শব্দটা শুনতে পেল। সে ঘড়ির দিকে তাকাল। মাত্র নটা। আজ এক ঘণ্টা আগেই চলে এল কেন ? তাসের আড্ডা জমেনি ?

দরজা খুলতেই সুরঙ্গমা বলল, 'আচ্ছা বউদি, তোমরা দরজা বন্ধ করে থাকো কেন বলো তো ? সদর তো বন্ধ রয়েছে। বাড়ির ভেতর চোর আছে নাকি ?'

'অনেকক্ষণ ধরে শব্দ করছ বোধহয় ?'

'হ্যাঁ। কেন ?'

'মেজাজ বেশ চড়ে গেছে। এসো।'

নিজের ঘরে নিয়ে এল সবর্ণী ছোট ননদকে, বলল 'বড্ড বেড়ালের উৎপাত শুরু হয়েছে তো, তাই ওটা বন্ধ রাখছি। কখন এলে ?'

'এইতো। সন্ধ্যাবেলায়।'

'কর্তা কেমন আছেন।'

'আমি জানি না। ওর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না।'

'আবার কী হল ?'

'আমি ডিভোর্স নেব বলে ভাবছি, দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরো তো, ভাল উকিল জানা আছে কি না। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

'এই। এখানে বোসো। এ বার বলো কী হয়েছে ?' হাত ধরে বসাল সুরঙ্গমাকে।

'বললে তো তোমরা বিশ্বাস করবে না।' মুখ ঘোরাল সুরঙ্গমা।

'বাঃ। অবিশ্বাস কেন করব ?'

'তিনি আমাকে অবিশ্বাস করেন। ওর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললে হুল ফোটানো বাক্য বর্ষণ করেন। কেন আমি এই বয়সেও সুন্দরী, শরীর ঠিকঠাক রাখার কী দরকার। বিউটি পার্লারে যাওয়া চলবে না— এইসব তো দু'বেলা

শুনতে হয়। তার ওপর কাজের লোক ছাড়িয়ে দিয়েছে টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে বলে। আসলে খাটিয়ে খাটিয়ে আমার হাড়মাস এক করে দিতে চায়।' সুরঙ্গমা একটানা বলে গেল।

'এ তো ভারী অন্যায় কথা।'

'অন্যায় নয় ? তুমি তবু বললে। মাকে বললাম, মা বলল মানিয়ে নে। মেয়েমানুষকে সংসারে থাকতে গেলে ওরকম সহ্য করতে হয়। আচ্ছা বউদি, মেজদা যদি তোমার সঙ্গে ওই ব্যবহার করত তুমি সহ্য করতে ?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলল সবর্ণী, 'তোমার মেজদার মুখটা ভাবার চেষ্টা করছি। দূর। ওরকম বাক্য ও বলতেই পারবে না।'

'তাও—।' সুরঙ্গমা দু'পাশে মুখ ঘোরালো, 'মেয়ে ধারে কাছে নেই তো ?'

'ও ঘরে পড়ছে।'

গলার স্বর নামাল সুরঙ্গমা, 'আমি এখনও বুড়িয়ে যাইনি। আমার শরীরের চাহিদা আছে। লোকে শুনলে হয়তো নোংরা ভাববে কিন্তু যা সত্যি তা তোমাকে বলছি। মাঝে মাঝে সারারাত আমার ঘুম হয় না, কাঁদি আর উনি পাশে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোন। জানো ?'

সবর্ণী চমকে উঠল, 'সেকি ?'

'কতবার বলেছি, ডাক্তারের কাছে যাও। চিকিৎসা করালে সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু কিছুতেই যাবে না। তার নাকি লজ্জা করত। এটা আগে বলত। এখন বলে ওসব বাজে খরচ করার কোনও দরকার নেই। ভাবো ?' সুরঙ্গমা বলল, 'শুধু এই গ্রাউন্ডে আমি ডিভোর্স পেয়ে যেতে পারি। তাই না ?'

সবর্ণীর খারাপ লাগছিল। সে বলল, 'আমার ভাই আইন সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই। কিন্তু ডিভোর্স করলে তো এই সমস্যার সুরাহা হবে না।'

'কেন হবে না ? আমি আবার বিয়ে করব।'

হতভম্ব হয়ে গেল সবর্ণী। তার এই ছোট ননদটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, চল্লিশের এ পারে এসেও তিরিশের ছবি ধরে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে বাবা মা বেঁচে থাকতে ডিভোর্স করে আবার বিয়ে ? সবর্ণীর সন্দেহ হল কেউ ওকে উসকাচ্ছে। কে ? হয়তো গোবিন্দলালের কোনও বন্ধু যার নজর সুরঙ্গমার ওপর আছে। সে ঠিক করল, এখন নয়, ব্যাপারটা পরে ওর পেট থেকে বার করতে হবে। সে বলল, 'একটু মাথা ঠাণ্ডা করে এগোতে হবে, বুঝলে ?'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখার কোনও উপায় নেই। দাদাদের নিয়ে কথা শোনায়, জানো ছোটদা মদ খায় বলে কত কথা। মদ্য মাতাল। আমি তো বলেছি মদ খেতে হিম্মত লাগে। ভাল রোজগার করে তাই খায়। তোমার নেই তাই হিংসেয় বুক টাটাচ্ছে।'

'মেজদার সম্পর্কে কিছু বলেছে ?'

'না। সেটা বলবে না। মেজদার ব্যাঙ্কে গিয়েছিল যে লোনের জন্যে, মেজদাকে নিষেধ করে দেব ওকে যেন এক পয়সাও লোন না দেয়।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বলব। তাহলে মেজদা বাদ। বড়দা সম্পর্কে নিশ্চয়ই তার কোনও কথা শোনানোর উপায় নেই। বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আমি তো এতদিন তাই ভাবতাম বউদি। বড়দা মেয়েছেলেদের ছায়া মাড়াতে চায় না। বিয়ে করেনি, সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাচ্ছে। ও মা, আজ যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির।'

এই খবরটা যেমন নতুন, তেমনি অবিশ্বাস্য। শুদ্ধদেব যে এ বাড়িতে থাকে তা না জানলে টের পাওয়া যাবে না। নস্যি ছাড়া কোনও নেশা নেই এবং সেটা মা-বাবার সামনেও নেয় না। বিয়ের সময় সবর্ণী শুনেছিল, ছেলের বড় ভাই বিয়ে করবে না বলে মেজভাই-এর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এসে দেখল, মানুষটা সাতে পাঁচে নেই। আজ এতদিন বাদে নতুন করে কী গল্প তৈরি হল তা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'বুঝলে। দাদার বিছানার পাশে একটা জানলা আছে। সারাক্ষণ ওই বিছানায় বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। কেন থাকে জানো? উল্টো দিকের ফ্ল্যাট বাড়িতে একটা মোটা লম্বা বউ থাকে। বোধহয় নতুন এসেছে। সেই বউটার চরিত্র ভাল নয়। ঘরের আলো জ্বেলে সে পরপুরুষকে চুমু খাচ্ছে। জানলা খোলা রেখে কাপড় ছাড়ছে। বোঝো? আর দাদা সে সব দৃশ্য জুলজুল করে দ্যাখে। সেই কারণেই ঘর থেকে বের হতে চায় না।' হেসে গড়িয়ে পড়ল সুরঙ্গমা।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে অসুবিধে হল সবর্ণীর। ওরকম একজন আদর্শবান মানুষ এটা করতে পারে? সুরঙ্গমা বলল, 'এই বেলা বিয়ে দাও।'

'বিয়ে? কার?' বুঝতে পারল না সবর্ণী।

'দাদার।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'পাগল হব কেন? দাদার কী এমন বয়স? এখনও বেশ কয়েক বছর চাকরি আছে। এই যে রবিশঙ্কর, উনসত্তর বছরে বিয়ে করলেন, করেননি?'

হেসে ফেলল সবর্ণী, 'তোমার দাদাকে কে বিয়ে করবে?'

'তুমি যদি মা বাবাকে রাজি করাও তা হলে আমি চেষ্টা করতে পারি।'

'কী রকম?'

'ওর মাসতুতো বোন সবিতার ননদ। বছর বিয়াল্লিশ বয়স। ডিভোর্সি। বাচ্চা হয়নি। সরকারি অফিসে চাকরি করে। বেচারা এখন খুব একা। ওটাই ওর মনের অসুখ। আমার সঙ্গে ভাল আলাপ আছে। স্বাস্থ্য ভাল, দেখতেও মন্দ না।'

'চাকরি করে, একা বোধ করে, নিজের বর খুঁজে পায়নি?'

'প্রথমবার তো নিজেই বিয়ে করেছিল। সেই ভুল যদি দ্বিতীয়বার হয় তাই আর নিজে এগোতে চায় না।'

'কিন্তু যাঁর বিয়ের কথা বলছ তিনি তো রাজি হবেন না।'

'এখন হবে। যে দাদা মেয়েদের দিকে তাকাত না, আমরা সামনে গেলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলত সেই দাদা জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের প্রেম দেখছে যখন তখন একটু আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াবেই।'

'বেশ। আগে মাকে বলো।'

'এই একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না। মাও চায় না দাদা বিয়ে করুক। কেন? বড় বউ এলে ছেলে আর আগের মতো সেবাযত্ন করবে না, এই ভয়েই?

'এই সুরঙ্গমা? কী যা তা বলছ?'

'আমি যা সত্যি ভাবি তাই বলি। নিজের মা বলে রেখে ঢেকে বলব কেন? আরে স্বপ্না, তুমি?' দরজা খোলাই ছিল। ছোট বউ স্বপ্না কখন চলে এসেছে সুরঙ্গমা টের পায়নি।

স্বপ্না বলল, 'কখন এলে? খুব জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে যে!'

সম্পর্কে বড় হলেও সুরঙ্গমা সমবয়সী বউদিকে নাম ধরেই ডাকে। মনোরমা এ ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন, শোনেনি সুরঙ্গমা।

সবর্ণী জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে স্বপ্না?'

প্রশ্নটির কারণ এই সময় স্বপ্না সাধারণত তাদের ফ্ল্যাটে আসে না। স্বপ্না হাসল, 'আজ একটা দারুণ খবর আছে।'

'কী রে?'

'এই মাত্র তোমার দেওর ফিরল। দাদা নাকি সন্ধের পর পার্ক স্ট্রিটে পার্ক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ও জোর করে গাড়িতে তুলে লিফট দিয়েছে।'

'পার্ক স্ট্রিটে কী করছিল দাদা?' সুরঙ্গমা চেঁচাল।

স্বপ্না বলল, 'সেইটেই রহস্য। যে মানুষ বিকেল বিকেল বাড়ি চলে আসে সে রাত্তিরবেলায় পার্ক স্ট্রিটের মতো খারাপ জায়গায় যাবে কেন?'

সুরঙ্গমা সবর্ণীর দিকে তাকাল, 'শুনলে?' তারপর স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সঙ্গে কেউ ছিল? কোনও মহিলা?'

'না। একাই দাঁড়িয়েছিল। তোমার দাদাকে দেখে ও এমন অবাক হয়েছে যে কী বলব। দাদাকে দেখে ভাবাই যায় না সন্ধের পর পার্ক স্ট্রিটে যেতে পারে।' স্বপ্নার চোখে মুখে কৌতুক ফুটে উঠল।

সবর্ণী বুঝতে পারল না, 'কেন তখন গেলে কী হয়?'

স্বপ্না বলল, 'তোমার দেওর বলে ওই সময় ওখানে স্ট্রিটগার্লদের দেখা যায়। যেসব পুরুষ একা দাঁড়িয়ে থাকে তারা ওদের জন্যেই যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে সুরঙ্গমা বলল, 'ছি ছি ছি। দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল, দেখলে তো। চলো তোমরা আমার সঙ্গে মাকে রাজি করাই।'

স্বপ্না কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবাণী বলল, 'সুরঙ্গমা দাদার বিয়ে দিতে চায়।'

'ধ্যেত।' শব্দটা ছিটকে এল স্বপ্নার জিভ থেকে।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু—।'

'ঠিক আছে। তোমরা না যাও, আমিই যাচ্ছি।' সুরঙ্গমা বেরিয়ে গেল আচমকা। বউদিদের অসহযোগিতায় যে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে এটা বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

সবাণী বলল, 'দাদাকে নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাচ্ছে সুরঙ্গমা। পুরুষ মানুষ, বিয়ে-থা করেনি, অন্যায় তো কিছুই করছে না। এতদিন এই বাড়িতে এসেছি, একবারও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। সম্ভ্রম করে কথা বলেছে, তাও খুব কম। নিজের সমস্যা নিয়ে না ভেবে সুরঙ্গমা দাদার কথা ভাবছে।'

'নিজের সমস্যা মানে?'

'আর বোলো না। আবার মাথা গরম করে এসেছে। বোধহয় খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। বলছে গোবিন্দলালকে ডিভোর্স করবে।'

'সে কি?' আঁতকে উঠল স্বপ্না, 'সত্যি?'

'এখনও তো তাই বলে যাচ্ছে।'

'কিন্তু কেন?'

'বলছে না। তা ছাড়া স্বামী হিসেবে গোবিন্দলাল নাকি অক্ষম।'

'যাচ্চলে।' স্বপ্নার চোখ বড় হল, 'তুমি কী বললে?'

'কী বলব? ও যা ভাল মনে করে করুক। মাথার ওপর বাবা মা আছেন। খারাপ কিছু আমার জন্যে হলে সঙ্গে সঙ্গে পরের বাড়ির মেয়ে হয়ে যাব।'

'যা বলেছ। আমি বাবা এসবের ধারেকাছে নেই।'

'অদ্ভুত।' গলাটা শুনে দু'জনেই ফিরে তাকাল। রত্নাপ্রিয়া কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি। রত্নাপ্রিয়া সামনে এল, 'তোমরা এমন টিপিক্যাল বাঙালি হয়ে গেছ। এই ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগে।'

'টিপিক্যাল বাঙালি মানে?' সবাণীর গলার স্বর গম্ভীর।

'ছোটপিসি যতক্ষণ এখানে ছিল ততক্ষণ কি হেসে হেসে গল্প করছিলে। তখন দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না চলে যাওয়া মাত্র তোমরা উল্টো কথা বলবে। সত্যি যদি ভাবো ধারে কাছে থাকবে না সেটা ছোটপিসির মুখের ওপর বলে দিতে পারোনি? শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই সব বাঙালি ছড়িয়ে আছে।'

'তুই পড়াশুনা না করে কান পেতে আমাদের কথা শুনছিলি?'

'না। তোমাদের গলার স্বরে পড়া থামাতে হয়েছিল। তা ছাড়া আমার না পড়ার অপরাধটা নিশ্চয়ই তোমাদের এই ভূমিকার চেয়ে বড় নয়।'

স্বপ্না বলল, 'তুই মিছিমিছি রাগ করছিস রত্না। তোর পিসির কথা আমাদের না শুনে উপায় নেই আবার আপন ভেবে এগিয়ে গেলেও বিপদ আছে।'

'তোমাদের সঙ্গে আমার একটুও মেলে না।' রত্নাপ্রিয়া নিজের ঘরে ফিরে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

পাঁচ

চাকলাদারদের ফ্ল্যাটে গিয়ে জানা গেল জরুরি ফোন এসেছিল। রজতের শাশুড়ি বাথরুমে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস চাকলাদার এমন আপসেট হয়ে গেলেন যে তখনই রজতের শ্বশুরবাড়িতে না ছুটে উপায় নেই। যেন মেয়ে গেলেই মায়ের পা জোড়া লেগে যাবে। ফলে ওদের ফ্ল্যাটে আড্ডাটা জমল না। শুদ্ধদেবকে পৌঁছে গাড়ি ফিরে এলেই ওরা রওনা হয়ে গেল। তাই ট্যাক্সি নিয়ে সুদেব আজ বাড়ি ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি। এসে স্নান করে পাজামা পাঞ্জাবি পরে পাউডার মেখে জল-গ্লাস-বোতল নিয়ে আরাম করে বসেছে। এইসময় মনে হল, বাড়িতে বসে টিভিতে চোখ রেখে মদ খাওয়ার আমেজ আলাদা। অনেক আরামের। স্বপ্না এক প্লেট কাজু এনে সামনে রেখে বলল, 'কী ব্যাপার? আজ যেন কোথায় যাবে বলেছিলে?'

ওকে বলতে হল। এবং সেই সঙ্গে শুদ্ধদেবের ঘটনাটা। চাকলাদারদের গাড়িতে উঠে শুদ্ধদেব কিরকম জবুথবু হয়ে বসেছিল সেই 'গল্পও'। সেটা শোনার পর স্বপ্না আর দাঁড়াল না। একটু আসছি বলে কোথায় যেতে পারে তা সুদেব জানে। পেটে ঢুকতে না ঢুকতেই কথাগুলো বড়বউদিকে না শুনিয়ে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

এককালে দাদাকে খুব ভাল মানুষ বলে মনে হত সুদেবের। এখন হয় না। ভদ্রলোক অতি নির্বোধ এবং এই সময়ে বাস করার উপযুক্ত নন। উচ্চাশাবিহীন অল্পে সন্তুষ্ট মানুষেরা এখন সত্যিই বিরক্তিকর। বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস, নিদেনপক্ষে মাদার টেরেসা হতে পারলে আলাদা কথা। ওই খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছালে অনেক কিছু সহজেই ত্যাগ করা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ জন্মায়, বড় হয় এবং এক সময় মারা যায়। কোনও ইতিহাসে দূরের কথা পাড়ার লোকই পরের বছর তার কথা ভুলে যায়, ছেলেমেয়েরা বাৎসরিক কাজ মিটলে আর মনে রাখে না। এইসব মানুষরা যে ক'দিন বাঁচবে সেই ক'দিন একটু আরামে যদি বেঁচে থাকে সেইটেই লাভ। নিজেকে কষ্ট দিয়ে, অন্যের জন্যে ত্যাগস্বীকার করে অথবা সেই ভান দেখিয়ে যারা ভাবে মরলে স্বর্গবাস হবে তাহলে তার মতো নির্বোধ কেউ নেই। মরার পর স্বর্গ ও নরকে যাওয়ার গপ্পো শুনিয়ে মানুষকে ভীত করতে যারা তৎপর ছিলেন তারাই লাভবান হয়েছেন। শুদ্ধদেব অবশ্য স্বর্গ নরক নিয়ে ভাবে কি না তা সে জানে না। কিন্তু ওরকম নিরীহ মানুষ এখনকার দিনে অচল।

হুইস্কি খেতে ভাল লাগে সুদেবের। এ বাড়িতে কেউ তার আগে কখনও মদ খায়নি। দক্ষিণ কলকাতায় তো বটেই উত্তরের অনেক বাড়িতে মদ খাওয়া যখন চা-কফির সমগোত্র তখন খামোকা কিছু পুরনো লোক এখনও নাক সিঁটকে রয়েছে। স্বপ্নাও প্রথম প্রথম আপত্তি করত। কিন্তু চোখের সামনে সে দেখেছে সুদেব তিন চার পেগ খেয়ে স্বাভাবিকভাবে গল্প করে, ডিনার খায়,

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাতলামো করে না। দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। আজকাল খুব কম মানুষই মাতাল হয়, যারা নিয়মিত মদ খায় তারা মাতালদের সহ্য করতে পারে না। এসব কথা অবশ্য বাবা মাকে বলা অর্থহীন। তবে ওরা যে জানেন তাও ঠিক। জানেন কিন্তু কিছু বলেন না।

বাসুদেবের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই। আবার নিত্যদিন গল্প করাও পোষায় না। ব্যাঙ্কের মাইনে ভাল, কিন্তু কত ভাল? দাদার মতো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ওই পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেল। অথচ তার সম্পর্কে কারও কোনও আশা ছিল না। স্কুল পর্যন্ত যে অতি সাধারণ সে কী করে পরপর সিঁড়ি ভেঙে ম্যানেজমেন্টের ওপরতলায় চলে গেল তাই নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়। হোক, কিন্তু এখানেই সে থামবে না। মাসে তিরিশ হাজার টাকা এখন কিছুই নয়।

দ্বিতীয়বার গ্লাস ভরল সে। টিভিতে অর্ধনগ্না সুন্দরীরা নেচে চলেছে এই দৃশ্য এখন নিশ্চয়ই কোটি কোটি মানুষ দেখছে। বুড়ো দাদু যুবতী নাতনির পাশে বসে যখন ওই পোশাক ও অশ্লীল ভঙ্গির হিন্দি গানের সঙ্গে নৃত্য দেখেন তখন কোনও অন্যায় হয় না। রুচির বালাই থাকে না। দেখেও দেখছেন না। এমন ভাব করে বসে থাকেন বুড়ো খোকারা। অথচ মদ খেয়ে ভদ্রভাবে কেউ কথা বললেও গেল গেল রব ওঠে। এই কারণেই তার অনেকবার মনে হয়েছে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা। ইচ্ছে করলেই সে ক্যামাক স্ট্রিটে ফ্ল্যাট পেতে পারে। সুদেবের কোম্পানিতে যে স্ট্যাটাস তাতে ওরকম জায়গায় ফার্নিশড ফ্ল্যাট পেতে অসুবিধে হওয়ার কথাই নয়। বেশ কিছুদিন ধরে তাকে একটা অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে। শুধু পার্টিতে যাওয়াই নয়, পার্টি দেওয়ার সঙ্গে সম্মান জড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের এই পুরনো বাড়ির তিনঘরের ছোট ফ্ল্যাটে কেষ্টবিষ্টু লোকদের নেমন্তন্ন করে আনা অসম্ভব ব্যাপার। এখানে এলে তারা যেমন নাক সিঁটকাবে তেমনি অস্বস্তি হবে তাদেরও। পার্টি মানে মদ্যপান, গালগল্প, ডিনার এবং গুডনাইট বলে যে যার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। যেহেতু একাই সব পার্টিতে যাব কাউকে নেমন্তন্ন করব না—এটা তাদের সমাজে অচল তাই সুদেবকে পার্টি দিতে হয় বড় ক্লাবে। চাকরির সূত্রে সে কলকাতার বেশ কয়েকটা বড় ক্লাবের মেম্বার। ক্লাবে পার্টি দেওয়াটা খুব শোভন নয়। কিন্তু সুদেবকে প্রচার করতে হয়েছে তার অসুস্থ বাবা মা সঙ্গেই থাকেন, তাই—।

অন্যের পার্টিতে নেমন্তন্ন থাকলে স্বপ্না কালেভদ্রে যায়। ওই মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে বলে, 'আমার ভাল্লাগে না!' কিন্তু সুদেব যখন ক্লাবে পার্টি দেয় তখন তাকে যেতেই হয়। সেজেগুজে ও অতিথিদের আপ্যায়ন করতে দিব্যি শিখে গিয়েছে। অবশ্য সেই সন্ধেয় যাওয়ার সময় বাড়িতে বলে যায় নেমন্তন্ন আছে। প্রথমদিকে সুদেবের দেওয়া পার্টিতে ও বউদিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সুদেব আপত্তি করেছিল, 'ভুল করবে। বউদির ওই আবহাওয়া স্যুট করবে না।'

আজ আবার নতুন করে মনে হল কথাটা। রাসেল স্ট্রিটে কোম্পানির একটা ভাল ফ্ল্যাট এ মাসেই খালি হচ্ছে। মাকে বুঝিয়ে বললেই হয়ে যায়। না। এখানকার সংসার তারা তুলে নিয়ে যাবে না। শনি এবং রবিবার এখানে এসে থাকা যেতে পারে।

গত মাসেই মিসেস গাঙ্গুলি তাকে টিজ করেছেন। ভদ্রমহিলার স্বভাবই হল মানুষকে বিব্রত করা। অথচ গাঙ্গুলি সাহেব মাটির মানুষ। পঞ্চাশ বছরের স্ত্রী কচি খুকি সেজে একটার পর একটা প্রেমের খেলা খেলছেন এটা ভদ্রলোক দেখেও না দেখার ভান করেন। মিসেস গাঙ্গুলি বলেছিলেন, 'এই, তুমি কী বলো তো? সেই একঘেয়ে ক্লাবের খাবার আর তো ভাল লাগছে না ভাই। এ বার ডাকলে বাড়িতে ডেকো। কেমন?'

অর্থাৎ মিসেস গাঙ্গুলি মা-বাবার অসুস্থতাকে পাত্তা দিতে চাইছেন না আর।

তৃতীয় গ্লাস শেষ হলে দেবোপম সামনে এসে দাঁড়াল।

সুদেব বলল, 'ইয়েস, মাই সন।'

'তুমি কী হুইস্কি খাচ্ছ বাবা?'

'কেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'রয়েল চ্যালেঞ্জ খাবে। টিভি খুব ভাল বিজ্ঞাপন দেখায়।'

'জো হুকুম।' ছেলেকে কাছে টানল সুদেব, 'দেববাবু, ভাবছি এখান থেকে আমরা আরও বড় আরও সুন্দর ফ্ল্যাটে উঠে যাব। তোমার আপত্তি আছে?'

'আরও বড়?'

'হুঁ। রাসেল স্ট্রিটে।'

'রাসেল স্ট্রিট? সেখান থেকে মিডলটন স্ট্রিট কত দূর বাবা?'

'একটুখানি। এই ধরো হেঁটে গেলে তিন মিনিট।'

'বাঃ! খুব ভাল হবে। আমার দু দুটো বন্ধু থাকে ওখানে।' দেবোপমের মুখ উদ্ভাসিত। তার এই বাড়ি ছেড়ে যেতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

এই সময় স্বপ্না ফিরল, 'তোমার কোটা হয়ে গেছে?'

'কেন?'

'তাহলে একসঙ্গে ডিনার করতাম।'

'না। আর একটু। তোমরা খাওগে, নো প্রব্লেম।'

স্বপ্না কাঁধ ঝাঁকাল, 'আয় দেব, শোনো, স্টেডি থেকো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।' স্বপ্না ছেলেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। স্বপ্নার কথা বলার ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগল সুদেবের। মেয়েরা ইচ্ছে করলেই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সেই ইচ্ছেটা যে কেন ওদের হয় না!

চতুর্থ গ্লাস যখন সে সবে শুরু করেছে তখন দরজায় শব্দ হল। সুদেব ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে দশটা। ছেলেকে খাইয়ে স্বপ্না এখনও ছাড়া পায়নি। বড় হয়েও ছেলে মাঝে মাঝে বায়না ধরে ঘুমের সময় মাকে তার পাশে শুতে হবে। আজও বোধহয় সেই বায়না ধরেছে। দরজাটা খোলার জন্যে উঠতে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

ইচ্ছে করছিল না। সন্তোষ দরজা খুলল। কোনও মহিলাকে বাড়ির কাজের জন্য না রেখে সন্তোষকে রেখেছে সুদেব। বছর পঞ্চাশেক বয়স। চমৎকার রান্না করে। আবার সকাল সাড়ে নটায় বেরিয়ে যায়। সুদেবের দেওয়া চাকরি করে প্রাইভেট ফার্মে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। আমস্তক কৃতজ্ঞ লোকটা।

সন্তোষ এসে বলল, 'মেজদাবাবু আর ছোটজামাইবাবু এসেছেন।'

'এত রাত্রে?' বলেই খেয়াল হল। ভাবল উঠে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলবে। মুহূর্তেই মনে হল দরকার কী! এখানেই আসুক। তিনটে চেয়ার তো খালি আছে। সে বলল, 'আসতে বল।'

'এখানে নিয়ে আসব?'

'আমি যা বললাম তাতে কি মনে হল অন্য কোথাও বলেছি?'

সন্তোষ দৌড়ে ফিরে গেল। তারপরই বাসুদেব এবং গোবিন্দলালকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। সুদেব ডাকল, 'এখানে চলে এসো। আমি, মানে, বুঝতেই পারছ তোমার সামনে কখনও খাইনি, তুমি কিছু মনে কোরো না দাদা।'

বাসুদেব গ্লাস এবং বোতল দেখে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। নিচু গলায় বলল, 'আজ ছেড়ে দাও গোবিন্দলাল। পরে না হয়—।'

সুদেব বলল, 'কোনও জরুরি কথা ছিল? তো ঠিক আছে। এলেই যখন তখন আজ ছেড়ে দেবে কেন? বসো। আই অ্যাম অলরাইট।'

ওরা বসতেই সে আবার বলল, 'আমি যদি তোমাদের অফার করি তা হলে কি তোমরা কিছু মনে করবে?'

বাসুদেব বলল, 'না না। আমার ওসব চলে না। শোন, একটু আগে গোবিন্দলাল আমার কাছে এসেছে। বোনটির বিরুদ্ধে ওর অনেক কমপ্লেন আছে।'

হাত নাড়ল সুদেব, 'দেখো দাদা, এটা ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। ওদেরই বুঝে নিতে দাও। আমরা কেন নাক গলাব?'

এতক্ষণে গোবিন্দলাল কথা বলল, 'আপনারা যাকে নাক গলানো বলছেন তা না করলে পরে আমাকে দোষ দেবেন না। কারণ ব্যাপারটা আর নিছক স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার নেই। অবশ্য আপনারা কথা না বলতে চাইলে আমি চলে যাব।'

সুদেব সোজা হয়ে বসল, 'সমস্যা জটিল বলে মনে হচ্ছে।'

বাসুদেব বলল, 'হ্যাঁ। বোনটি শ্বশুরবাড়িতে অ্যানাউন্স করে এসেছে এই বলে যে সে ডিভোর্স নেবে। বিয়ে ভেঙে দেবে।'

'সে কি?' গলা ওপরে উঠল সুদেবের, 'ও চাকরি বাকরি করে না। ডিভোর্স নিলে ওর চলবে কী করে? কোর্টের অর্ডার পেলে তোমার কাছে আর কত পেতে পারে? মূর্খ। এর জন্যে বাবা-মা দায়ী।'

গোবিন্দলাল বলল, 'অদ্ভুত তো। আপনি বলছেন ওর আয় নেই বলে ডিভোর্স নেওয়া ঠিক নয়। তার মানে, সুরঙ্গমা রোজগার করলে আপনার

আপত্তি থাকত না।'

'ঠিক তাই। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো গোবিন্দলাল। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে এ বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার জায়গা ওর নেই। বাবা মায়ের কাছে উঠবে। মেয়েদের বিয়ে, চিকিৎসায় বাবার সব সঞ্চয় প্রায় শেষ হবার মুখে। মেয়ে এলে উনি নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবেন না। সেক্ষেত্রে আমাদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়বে। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি?' সুদেব জিজ্ঞাসা করল।

বাসুদেব বলল, 'আজ থাক গোবিন্দলাল।'

'তুমি তখন থেকে থাক থাক বলছ কেন বলো তো?' সুদেব খেঁকিয়ে উঠল।

বাসুদেব তাকাল। এই সময় স্বপ্না ঘরে এল, 'দাদা তো ঠিকই বলছেন। তোমাদের বোন ডিভোর্স করতে চাইছে। কেন করছে, সমস্যাটা কী, সেটা কীভাবে সমাধান করা যায় তা না ভেবে তখন থেকে তুমি টাকাপয়সার কথা বলে যাচ্ছ! তোমার মাথা আজ কাজ করছে না।'

'কে বলল? আই অ্যাম ফাইন। ঠিক আছে, গোবিন্দলাল, সমস্যাটা কী? কেন বোনটি ওরকম চাইছে?'

'তার মনে হচ্ছে আমি তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছি। আমার ব্যবসায় বিরাট ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় প্রচুর ধার হয়ে গিয়েছে। সবরকমের খরচ কমাতে হয়েছে। আপনাদের বোন সেটা মানতে পারছে না। তার ধারণা আমি টাকা থাকা সত্ত্বেও তাকে কষ্ট দেবার জন্য এসব করছি। অথচ ভাল সময়ে আমিই তাকে বিদেশে নিয়ে গিয়েছি। যা চেয়েছে দিয়েছি। এখন উঠতে বসতে কথা শোনায়। বাইরে ওই অবস্থা, ঘরেও অশান্তির চূড়ান্ত করছে, কতক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায় বলুন। রাগের মাথায় আমিও দু-চারটে কড়া কথা বলে ফেলেছি। ব্যস। সেটাকেই আঁকড়ে ধরে আরও ঝামেলা তৈরি করেছে। আজ বলে এসেছে আর ফিরবে না। ডিভোর্স নেবেই আর আমার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবে।' গোবিন্দলাল ঠোঁট কামড়াল।

'দিস ইজ ব্যাড। ভেরি ব্যাড।' সুদেব বলল।

বাসুদেব বলল, 'তোর সঙ্গে ওর একসময় ভাল ভাব ছিল। তুই একটু ওকে বুঝিয়ে বল যাতে ফিরে যায়। বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝবে।'

সুদেব গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করল, 'সে এখন কোথায়?'

স্বপ্না উত্তরটা দিল, 'এ বাড়িতেই।'

'ডাকো ওকে। বলো, আমি কথা বলব।'

'পাগল! এত রাত্রে ওসব কোরো না।' স্বপ্না শক্ত গলায় বলল।

একটু চিন্তা করল সুদেব। তারপর বলল, 'দাদা, আমরা গোবিন্দলালের বক্তব্য শুনেছি, বোনটির বক্তব্যও শোনা দরকার। তাই না? তা গোবিন্দলাল, তোমার কী ইচ্ছে? পুনর্মিলন? বোনটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'যদি সে আমার ওখানে গিয়ে অশান্তি না করে তাহলে চাই।'

হঠাৎ স্বপ্না বলল, 'আসলে ছেলেমেয়ে নেই বলেই এই অবস্থা।'

গোবিন্দলাল বলল, 'তার জন্য আমি দায়ী নই বউদি। ও নিশ্চয়ই আগে আপনাদের সব বলেছে। ওর শরীরে যে প্রব্লেম ছিল তা একটা ছোট্ট অপারেশন করলেই মিটে যেত। কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হয়নি। ওর ধারণা অপারেশন করলে ওর শরীর ভেঙে যাবে। বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ মাসখানেক আগে জেদ ধরল ও অপারেশন করাবে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন, চল্লিশ পেরিয়ে গেছে ও, এখন অপারেশন করার পর যদি কনসিভ করে তাহলে সেই বাচ্চাটাকে মানুষ করবে কে? আমার তো বেশ বয়স হয়েছে। তা ছাড়া শেষ সময়ে মা হতে গিয়ে ওর জীবনও বিপন্ন হতে পারে। তাই আমি রাজি হইনি। এতে রাগ আরও বেড়ে গেছে।'

স্বপ্না মাথা নাড়ল, 'আর একটা কথা।' বলেই থেমে গেল।

সুদেব বলল, 'কী হল? কমপ্লিট করো।'

স্বপ্না মাথা নাড়ল, 'না। দাদার সামনে।'

বাসুদেব তাকাল, 'তুমি নিশ্চয়ই অশোভন কিছু বলবে না। যদি ওদের কোনও সমস্যা হয় বলতে পারো।'

'না, মানে, আপনাদের কনজ্যুগাল লাইফ এখনও ঠিকঠাক আছে তো?'

'মনে হচ্ছে আপনি ওর কাছে কিছু শুনেছেন বউদি।'

'হ্যাঁ।' স্বীকার করতে স্বপ্নারই লজ্জা লাগছিল।

'দেখুন। মনের মিল যদি না হয়, সবসময় যদি অশান্তি লেগেই থাকে তাহলে ওদিকে মন যায় না। আমি যন্ত্র নই। এ কথাও আপনাদের বোনকে আমি বোঝাতে পারিনি।' গোবিন্দলাল হতাশ গলায় বলল।

বাসুদেব এ বার উঠে দাঁড়াল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। কাল সুদেব বোনটির সঙ্গে কথা বলবে। বোঝাবে। তারপর তুমি এসে নিয়ে যেয়ো। আচ্ছা, আমি আসছি।' বাসুদেব বেরিয়ে গেল।

সুদেব বলল, 'দাদার কাণ্ডটা দেখলে স্বপ্না?'

'কী?' স্বপ্না বুঝতে পারছিল না।

'জামাই বাড়িতে এসেছে। তাকে ডিনারে না ডেকে নিজে চলে গেল। মা বাবা শুনলে কীভাবে নেবে? গোবিন্দলাল, তুমি এখান থেকে খেয়ে যাবে।'

'না না। ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি ফিরে গিয়েই খাব।'

'তাহলে একটা হুইস্কি নাও। উঁহু না, আমি খুব দুঃখ পাব। তুমি তো আর দাদার মতো একাদশী করে নেই! খেয়েছ তো এক-আধবার। স্বপ্না, গ্লাস এনে দাও। কুইক।' সুদেব স্ত্রীর দিকে তাকাল।

স্বপ্না বলল, 'এটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'কারণ?'

'সুরঙ্গমা শুনলে আরও খেপে যাবে। তুমি খাও সেটা আলাদা কথা,

জামাইকেও খাইয়েছে জানলে বাবা মা দুঃখ পাবেন।'

'জানবে কী করে? কে ঢাক পেটাবে?'

'দেওয়ালেরও কান আছে!'

এ বার গোবিন্দলাল বলল, 'বউদি, আপনি গ্লাস আনুন।'

স্বপ্না একবার তাকাল, তারপর গ্লাস এনে দিল। সুদেব হুইস্কি ঢালল, 'জানো গোবিন্দলাল, আমার পুত্র উপদেশ দিয়েছেন এখন থেকে স্কচ ছেড়ে দিয়ে রয়েল চ্যালেঞ্জ খেতে। ভাবো!'

'সে কি? কখন বলল?' চিৎকার করে উঠল স্বপ্না।

'তুমি আসার আগে। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখেছে।'

'সর্বনাশ। টিভি একদম সর্বনাশ করে তবে ছাড়বে।'

গোবিন্দলাল গ্লাস তুলে বলল, 'আনন্দ।'

'আনন্দ? বাঃ। গুড। আনন্দ।' সুদেব হাসল।

'লন্ডনে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সিরাজুর রহমান। বিবিসিতে চাকরি করতেন। উনি প্রথমবার গ্লাস তুলে বলতেন, আনন্দ। যাক গে, বউদি, আমি মদ খাই না। আজ অনেক বছর বাদে চুমুক দিচ্ছি। দিচ্ছি এই কারণে আপনার ছোট ননদ রাগ করবেন বলে মদ খাওয়া বন্ধ করতে আমি আর রাজি নই।'

স্বপ্না বলল, 'আপনাকে-একটা অনুরোধ করব?'

'বলুন।'

'আমার এই ছোট ননদটি বেসিক্যালি বোকা। আপনি একটু ওর সঙ্গে কোঅপারেশন করুন।' স্বপ্নার গলায় মিনতি।

'সম্ভব হলে আপস করব। কিন্তু সম্ভব হবে কি? ও সুন্দরী, মানছি। নিজেকে ও অপর্ণা সেনের সঙ্গে তুলনা করে। বলে পঞ্চাশে যদি অপর্ণা অত সুন্দরী থাকতে পারে তাহলে তেতাল্লিশে আমি পারব না কেন? এই শরীর নিয়ে অহঙ্কারই ওর কাল হয়েছে।'

সুদেব চোখ বন্ধ করেছিল। বলল, 'উঁহু বাবা। আমার বোন ডাকসাইটে সুন্দরী। বিয়ের আগে কত ছেলে যে ওর সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু ও পাত্তাই দেয়নি। বুঝলে গোবিন্দলাল!'

'তখন যদি একটু আধটু প্রেম করত তাহলে ভাল হত।'

'তার মানে?' সুদেব চোখ খুলল, 'কী বলছ তা খেয়াল আছে?'

'আছে। আপনারা কী জানেন এখন ওর পাশে স্তাবকরা এসে গেছে। সবাইকে ডেকে ডেকে কোনও স্ত্রী যদি বলে আমি অসুখী, আমার স্বামী বাজে লোক তাহলে যে কোনও পুরুষই মনে করবে এই মহিলা খোলা মাঠ। একটু স্তাবকতা করলেই একে পাওয়া যাবে। ঠিক তাই হয়েছে। আমার কিছু বন্ধু, যারা বাড়িতে আসে তারা ওর আপনজন হয়ে গিয়েছে।'

'অসম্ভব। মিথ্যে কথা।' চিৎকার করে উঠল সুদেব, 'তুমি আমার বোনের

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ। একটা অনেস্ট ভদ্র মেয়ের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার কোনও রাইট তোমার নেই।' গ্লাসটা শেষ করে স্খলিত পায়ে বেডরুমে ঢুকে গেল সুদেব। গোবিন্দলাল হতভম্ব। ধীরে ধীরে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি চলি।'

স্বপ্না চট করে সামনে এসে দাঁড়াল। 'প্লিজ, আপনি রাগ করবেন না। ওর মাথা এখন কাজ করছে না। আসলে ছোট বোনকে ও খুব ভালবাসে। আর ড্রিঙ্কও অনেকটা করেছে। উত্তেজনার মাথায় কী বলতে কী বলে গেল।'

'ঠিক আছে।'

'আপনি আমাকে বলে যান, কিছু মনে করেননি।'

'কী করে বলি বলুন তো?'

'আমি ওর হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'বেশ। আপনারা কাল সুরঙ্গমার সঙ্গে কথা বলুন। ও যদি যেতে চায় তা হলে আমাকে একটা ফোন করবেন। এলাম।' গোবিন্দলাল চলে গেল।

খুব খারাপ লাগছিল স্বপ্নার। এখন তার মনে হচ্ছিল গোবিন্দলাল অনেক বেশি বিবেচক, বুদ্ধিমান। তার ননদটিই অপরাধী। অপরাধী তার স্বামীও। একটু আগে যে বোনের দায় ঘাড় থেকে নামাতে চাইছিল সে-ই এখন বোনকে সমর্থন করে জামাইকে অপমান করল!

স্বপ্না শোওয়ার ঘরে ঢুকল। সুদেব বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে জানে এখন ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা বোকামি। সে উল্টো পথ ধরল, 'এই শোনো। শুনছ?'

'উঁ।' সুদেবের ঘুম এসে গেছে এর মধ্যেই।

'সরে শোও। আমি আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। আজ খাওয়া হবে না।'

'কী বললে?' বিড়বিড় করল সুদেব। 'তোমার জন্যে আজ রাত্রে উপোস করে থাকতে হবে।'

'কেন?' চোখ খুলল সুদেব।

'আমার জন্যে? কেন?'

'তুমি না খেলে আমি খাব না।'

'অ। ঠিক আছে।' উঠে বসল সুদেব বেশ কষ্ট করে, 'শোনো, তুমি খুব ভাল মেয়ে। লক্ষ্মী সোনা। আমাকে জাস্ট একটু দুধ আর দু'টো রুটি দাও। ব্যস। কেমন?'

'আগে ওঠো।'

সুদেব অনেক চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াল। স্বপ্না ওর হাত ধরে খাওয়ার টেবিলে নিয়ে এল। চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'একদম ঘুমোবে না। আমি খাবার আনছি।'

সুদেব মাথা নাড়ল। কিন্তু সোজা হয়ে বসে থাকতে সে আর পারছিল না। খুব দ্রুত দুধ-রুটি আর সন্দেশ ওর সামনে এনে দিয়ে নিজের খাবার নিয়ে বসল

www.banglabookpdf.blogspot.com

স্থাপিত-১৮৯৭

স্বপ্না, 'আজ কটা খেয়েছ?'

'ঈশ্বর জানেন!' খাওয়া শুরু করল সুদেব।

'মাতাল হয়ে গেলে তোমাকে খুব কুৎসিত দেখায়।'

'কুৎসিত?'

'হ্যাঁ। জঘন্য! কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না আমার।'

'তা হলে কথা বোলো না। আমি মাতলামি করছি না তবু আমাকে মাতাল বলবে!'

'তুমি এখন বুঝতেই পারছ না কী করছ।'

'পারছি। এই তো দুধ-রুটি খাচ্ছি। নিরামিষ খাবার।'

স্বপ্না চুপ করে গেল। তার মনে হল, আর কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছয়

আজ বাজারে গলদা চিংড়ি উঠেছে বেশ বড় সাইজের। তিনশো তিরিশ টাকা কিলো। লোকে দেখছে কিন্তু সরে যাচ্ছে সামনে থেকে। দেবব্রত দু'বার পাক দিয়ে গেছে। মাছগুলো দেখে খুব লোভ হচ্ছিল। আজ দুপুরে মেয়েজামাই-এর আসার কথা। পাতে দিলে জামাই-এর মাথা ঘুরে যাবে। কাটা পোনা ছাড়া তো কিছু খায় না বাড়িতে। দেবব্রত বুঝতে পারছিল অনেকেরই মাছগুলো কেনার সাধ হচ্ছে, কিন্তু সাধ্য নেই, গতকাল যে প্যাকেটটা সে পেয়েছে তা দিয়ে অমন মাছ তিরিশ কিলো সে স্বচ্ছন্দে কিনতে পারে। কিন্তু সটান গিয়ে কিনলে অনেকের চোখ টাটাবে। একজন সাধারণ ইনকাম ট্যাক্স অফিসার কী করে অত দামের মাছ কেনে এই নিয়ে ফিসফিস গল্প ছড়াবে। সে যে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার সে খবর এই বাজারের অনেকেই জানে।

অথচ লোভটা ছোবল মারছিল। মাছওয়ালার সামনে চিংড়ি ছাড়াও পার্শে রয়েছে কিছু। সে গম্ভীর মুখে এগিয়ে গিয়ে পার্শের দাম করতে লাগল। দরাদরি করে তিনশো গ্রাম পাল্লায় চাপাতে বলল। মাছওয়ালা খুচরো খদ্দের হটাচ্ছে এমনভাবে ওজন শেষ করতেই দেবব্রত নিচু গলায় বলল, 'এক কেজি চিংড়ি তোলো তো।'

'অ্যাঁ?' মাছওয়ালা তাকাল।

'যা বলছি তাই করো। এক কেজি।'

চারটে মাছেই এক কেজি হয়ে গেল। দ্রুত দু'রকমের মাছ ব্যাগে চালান করে দিয়ে দাম মেটাল সে। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। বাজারে আজ বেজায় ভিড়। অভুক্ত মানুষ চেয়ে থাকলে যেমন খাওয়া যায় না তেমনি অস্বস্তি হচ্ছিল এই ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে। দ্রুত

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বেরিয়ে এসে রিকশা নিল দেবব্রত।

রিটায়ারমেন্টের আর এক বছরও বাকি নেই। তখন ওই পেনশনের কটা টাকা ছাড়া সরকারি আয় কিছু থাকবে না। হ্যাঁ, দু'জনের নামে ইউনিট ট্রাস্ট, এন এস সি, কয়েকটা কোম্পানিতে ভেঙে ভেঙে যে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছে তার সুদ এবং ডিভিডেন্ডে পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবনটা নিশ্চয়ই চলে যাবে। কিন্তু ওগুলো হল গিয়ে ডিম ফুটে বাচ্চা তৈরি করার মতো। নতুন নতুন মুরগি কেনা তো হবে না। যে টাকা একবার ঘরে এসে গেছে সেটা যতই বাড়ুক তাতে সুখ নেই।

বাইশ বছরে গ্রাজুয়েট হয়ে চাকরিতে ঢুকেছিল সে। তখন অবশ্য পয়সা পেতে গেলে কাজ শিখতে হত, কাজ করতে হত। দেবব্রত সেটা শিখেছিল। ইনকাম ট্যাক্সের আইন সে গুলে খেয়েছে। সেই আইন যতবার পাল্টেছে সে তার সঙ্গে তাল রেখেছে। সেই সঙ্গে অ্যাকাউন্টেন্সি। যে কোনও রিটার্ন দেখলেই সে ঠিক গন্ধ পেয়ে যায়। কোন পার্টি কোথায় ফাঁকি দিচ্ছে ধরতে পারে শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে। তার বলাই আছে, ভাই একেবারে চোখ বন্ধ করে পার করব না, একটু আধটু অ্যাডিশন করবই, এটা সরকারের প্রতি আমার কর্তব্য। মুখ দেখার জন্যে মাইনে দিচ্ছে না তো!

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দরজায় পৌঁছে বেল টিপল সে। আগে গ্রিলটা ছিল না। এখন দরজার এ পাশেও গ্রিল লাগিয়েছে সে। যা দিনকাল পড়েছে।

সুরমাই দরজা খুলল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?'

'চিংড়ি নিয়ে এলাম, সঙ্গে পার্শে। আজ শুধু মাছই করো।'

'কী যে বলো। জামাই আসছে, শুধু মাছ করা যায়?'

'আগে ব্যাগ থেকে নামিয়ে দ্যাখো।'

বড় থালায় ব্যাগ উপুড় করতেই চেঁচিয়ে উঠল সুরমা, 'ওরে ব্বাবা।'

'কী বুঝছ?' তৃপ্তির স্বাদ পেল দেবব্রত।

'এত বড়। উঃ কী করে রাঁধব?'

'যা ইচ্ছে। মালাইকারি করো।'

'এত বড় চিংড়ি আমি কখনও খাইনি, তুমিও কখনও আনোনি।'

'তা অবশ্য— তোমার বাপের বাড়িতে কিছু পাঠিয়ে দিলে হত।'

'থাক। ওখানে দিতে গেলে কত কিনতে হবে বলো তো? কত নিল?'

'টাকার জন্যে ভেবো না গিন্নি। যদি হুকুম করো তাহলে কিনে পাঠিয়ে দিই।'

'না। দাদারা ভাববে টাকার গরম দেখাচ্ছে। তা ছাড়া মা তো চিংড়ি খায় না। অ্যালার্জি বের হয়।' সুরমা একটা মাছ তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

'আরে সে সব তো চাপড়া চিংড়ি। আড়াইশো গ্রামের একটা চিংড়ি খেলে অ্যালার্জি সেরে যাবে। থাক গে। তোমার জামাই-এর চোখ ট্যারা হয়ে

যাবে।'

'তা হবে। যাই বল, দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছ বটে কিন্তু ওদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া বড় আটপৌরে।'

'আট হাজার টাকা মাইনেতে মা বাবা বউ বাচ্চা সামলে তার চেয়ে বেশি আর কী খাবে? তবে ছেলেটার স্বভাবচরিত্র ভাল, মেয়ের কথা শোনে, আর কী চাই।'

'সেইটেই হয়েছে মুশকিল।' সুরমা মাথা নাড়ল, 'মেয়ে তো বোকা। জামাই প্রশ্ন করলে চট করে জবাব দিতে পারে না।'

'কেন?' দেবব্রত বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে ফিরে তাকাল।

'জামাই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার বাবা কত মাইনে পান তার একটা আন্দাজ আমার আছে। উনি এত খরচ করেন কী করে সেটাই বুঝতে পারি না। বোঝো!'

'এ কথা বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা হারামি ছেলে তো!'

'অ্যাই! গালাগালি দিয়ো না।'

'কেউ তো শুনছে না। ওর সামনে তো বলছি না।'

'কালোর মা রান্নাঘরে আছে না?'

'ঠিক আছে! আমি কীভাবে খরচ করছি তাতে ওর কী এসে গেল? বিয়ের সময় কালার টিভি, ফ্রিজ, দামি ঘড়ি, ওয়াশিং মেশিন নেবার সময় খেয়াল ছিল না? রাবিশ।'

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল দেবব্রতর।

সাধারণত ছুটির দিনে এই সময় সে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। আজ সেটাও ভাল লাগছিল না। জামাই যদি সন্দেহ করে সে ঘুষ নেয় তো করুক, সেটা মেয়েকে বলার কী দরকার? আজ পর্যন্ত মেয়েকে ওরা পৃথিবীর সব সমস্যা থেকে আড়াল করে মানুষ করেছে। বাবার সম্পর্কে ওর মন বিষিয়ে দেবার কোনও অধিকার জামাই-এর নেই। একবার মনে হল ফোন করে একটা বাহানা দেখিয়ে আসতে নিষেধ করবে। তারপর সেটা বাতিল করল। মেয়েটা কষ্ট পাবে। জামাই এলে হাসিমুখে কথা বলতে হবে, আড়াইশো গ্রামের গলদা চিংড়ি পাতে তুলে দিতে হবে। কী করা যাবে!

প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে চাকরিতে ঢুকেছিল দেবব্রত। তখন মাইনে খুব অল্প ছিল। তবু তাইতে কুলিয়ে যেত। সেই সময় ডিপার্টমেন্টে পয়সা ছিল কিন্তু তা পেত মুষ্টিমেয় কয়েকজন। প্রকাশ্যে এখন যেসব কথাবার্তা হয় তখন তা করতে কেউ সাহসই পেত না। ক্লায়েন্টদের সুবিধে পাইয়ে দিলে তারা খুশি হয়েই দিয়ে যেত। আর সেটা করতে হলে কাজটা জানতে হত। এখন একটা চিঠি সেকশনে পাঠাতে বললে অথবা চালান লিখেই লোকে হাত পাতে, তখন

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওটা ভাবতেই পারত না। প্রথম হাতে টাকা পেয়েছিল তৃতীয় বছরে পুজোর সময়। সেকশনের যিনি চার্জে ছিলেন তিনি আড়াইশো টাকা দিয়ে বলেছিলেন, 'সরকারি অফিসে তো বোনাস হয় না, তুমি এটা রাখো, কেনাকাটা কোরো।' টাকাটা যে ক্লায়েন্টরা দিয়ে গিয়েছে তা সে বুঝেছিল কিন্তু কখন দিয়ে গেল তা সে টের পায়নি। কোনও কুকাজ না করেই টাকা পেয়েছিল মাইনে ছাড়া। সেই শুরু।

আজ যদি সোনার পাথরবাটির মতো সৎ অফিসার হয়ে যা আইনসঙ্গত তাই যদি করত তা হলে কী হত? মেয়ের বিয়ে দিতে হত নমো নমো করে, রিটায়ারমেন্টের পর আলুসেদ্ধ ডালভাত ছাড়া কিছু জুটত না। স্ত্রী কন্যা জামাই-এর কাছে প্রেস্টিজ থাকত? বছর বছর নতুন জামাকাপড় নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিগলিত হাসি হাসতে পারত? ননসেন্স! ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনায় ভাল ছিল দেবব্রত। চাকরিতে ঢোকার পর দেখেছিল তার চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে থাকা ছাত্র একই সঙ্গে কাজ করছে। সরকার যদি প্রকৃত শিক্ষিত কর্মীকে আলাদা মর্যাদা দিত তা হলে কে ঘুষ নিত?

তা ছাড়া এখন সরকারি অফিসে যে মচ্ছব চলছে সেখানে হাত গুটিয়ে কেবলমাত্র নির্বোধরাই বসে থাকতে পারে। অরুণাংশুর কথা মনে পড়ল ওর। অরুণাংশু দেবব্রতর সঙ্গেই অফিসে ঢুকেছিল। গানবাজনা নিয়ে থাকত। নামকরা গায়ক হবে বলে স্বপ্ন দেখত। অফিসে থাকার সময়ে ওর রেকর্ড বের হল। নামও হল। অফিসের কাজ করত নমো নমো করে এবং বাড়তি পয়সার দিকে ঝোঁক ছিল না তার। কুড়ি বছর চাকরি করে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে পুরোপুরি গানবাজনা নিয়ে মেতে আছে। এখন অরুণাংশু নামী গায়ক। প্রচুর টাকা নেয় ফাংশন করতে। বছরের শেষে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়। সেই অরুণাংশু এসেছিল তার কাছে, 'দেবু, কী করি বল তো?'

'কী হয়েছে। বোস।' দেবব্রত ওকে দেখে খুশি হয়েছিল।

'আরে আমার উকিল বলছে ডিপার্টমেন্ট হাজার টাকা চাইছে। না দিলে রিফান্ড দেবে না। আমি অ্যাডভান্স ট্যাক্স দু'ই হাজার বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম। সেটা ফেরত পাব। কিন্তু আমার প্রাক্তন সহকারীরা আমারই টাকা আমাকে ফেরত দেবেন যদি আমি তাঁদের এক হাজার টাকা সেলামি দিই। ওরা কোনও অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে না, আমারই প্রাপ্য টাকা পেতে হবে ঘুষ দিয়ে? আর সেটা ওরা প্রাক্তন সহকর্মীর কাছে চাইছে?' অরুণাংশু খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

জবাব দিতে পারেনি দেবব্রত। ব্যাপারটায় তার নিজেরও খুব খারাপ লেগেছিল। অরুণাংশুর ফাইল যে অফিসে আছে সেখানে গিয়ে সহকর্মী অফিসারকে জানিয়ে একটা সমাধান করার ইচ্ছে সে সংবরণ করল। কে জানে, ওরা হয়তো ভাববে ওদের বঞ্চিত করে দেবব্রত মাঝখান থেকে ক্রিম খেয়ে নিচ্ছে।

অরুণাংশু টাকা দিয়েছিল কি না সে জানে না। তবে অফিসের বাইরে এসে যা যা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় অফিসে ঢুকলে সেটা কখন যে স্বাভাবিক হয়ে যায়, তা সে নিজেই টের পায় না। ঘুষ নিচ্ছি বেশ করছি। মন্ত্রীরা এমপি-রা নিচ্ছে না? সাধুসন্ন্যাসীও তো বাদ যাচ্ছে না। এই যে রাজনৈতিক নেতারা ঘন ঘন দিল্লিতে ছুটছে প্লেনে চেপে তার ভাড়া দিচ্ছে কে? সেটাও তো ঘুষ। আর এভাবে ভাবলে মনে জোর আসে। অন্যায়ের ধারগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। আসল কথা হল, অসফল মানুষগুলো হিংসেয় জ্বলে বলে উল্টোপাল্টা বলে।

এগারোটা নাগাদ জামাই-এর ভাই এল মেয়ের চিঠি নিয়ে। মেয়ে লিখেছে মাকে। চিঠি পড়ার আগে ছেলেটিকে যত্ন করে বসিয়েছিল সুরমা। তারপর চিঠিটা পড়ল। মেয়ে লিখেছে, আজ বিকেলে ওর শাশুড়ি তাঁর বোনের বাড়িতে যাবেন। সে সঙ্গে যাক এটা ওঁর ইচ্ছে। তাই আজ আর আসা হচ্ছে না। কবে আসবে পরে জানিয়ে দেবে।

চিঠি পড়ে সুরমার খুব কষ্ট হল। অনেক যত্ন করে চারটে আড়াইশো গ্রামের চিংড়ি রান্না করেছে সে। এখন কী হবে। জামাই-এর ভাইয়ের হাত দিয়ে পাঠানোর কথা ভেবেও বাতিল করল। কথা হবে। ওর শাশুড়ি তো বটেই, মেয়েও ঠেস দিয়ে বলবে, এতগুলো লোক, মাত্র দু'টো মাছ পাঠানোর কী দরকার ছিল মা!

গলা পেয়ে দেবব্রত বাইরের ঘরে এসে চিঠি পড়ল। তার মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'তোমার মা আর যাওয়ার সময় পেলেন না?'

'দিন নাকি আগেই ঠিক ছিল। বউদি বোধহয় আপনাদের বলতে ভুলে গেছে। আচ্ছা, চলি।' ছেলেটি বেরিয়ে গেল।

দেবব্রত বসে পড়ল চেয়ারে, 'তোমার মেয়ের বারোটা বেজে গেছে।'

'মেয়ে কী করবে? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি? ও এখানে আসছে শুনে শাশুড়িই ফন্দিটা ফেঁদেছে। আর জামাইও এমন মেনিমুখো যে প্রতিবাদ করতে পারেনি।'

'প্রতিবাদ করতে পারেনি! আমরা যখন থাকব না তখন এই বাড়ি গহনা টাকা নেবার সময় তো নৃত্য করতে করতে আসবে। কী কুক্ষণে যে ভেবেছিলাম একটির বেশি সন্তান আনব না।' মাথায় হাত দিল দেবব্রত।

'তখন তোমার আয় কম ছিল। মাসে একশ দেড়শ'র বেশি উপরি পেতে না।'

'হুঁ। ভবিষ্যৎ দেখতে পাইনি। পেলে আজকের এই অপমান কি হজম করতাম? মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে তার কাছে কিছু আশা করাই অন্যায়। আচ্ছা, এর পেছনে জামাই-এর কোনও পরামর্শ নেই তো?'

'মানে?'

'মেয়েকে হয়তো বুঝিয়েছে তোমার বাপ দু' নম্বরি পথে টাকা কামায়!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তাকে বোঝাল আর সে বুঝল ?'

'হতে পারে। বিয়ের আগে কীরকম ভ্যাবলা ছিল। এখন দ্যাখো না, কী চটপটে, মুখে খই ফুটছে। বিয়ের জল গায়ে পড়ার পর !'

'আঃ। নিজের মেয়ে সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে মুখে আটকাচ্ছে না ?'

'আর আটকাচ্ছে না ! এখন ওই মাছের কী হবে ?'

'আমরাই খেয়ে নেব। তুমি তো খুব ভালবাসো।'

'পাগল। ওই সাইজের চিংড়ি দু' বেলা খেলে সাতদিন টয়লেটে বসে থাকতে হবে। ফেলে দাও ফেলে দাও সব।' চেঁচিয়ে উঠল দেবব্রত।

'ওমা ! ফেলে দেব কেন ? মেয়ে বাপের বাড়িতে এল না তো কী আছে, চলো, আজ বিকেলে বাবা-মাকে দিয়ে আসি। বাবা খুব খুশি হবে। দু'টো মাছে ওদের হয়ে যাবে।'

'তোমার বড়দা ?'

'আঃ, মা হয়তো খেতেই চাইবে না ভয়ে। যদি বা খায় একটুখানি খাবে। বাকিটায় দাদার হয়ে যাবে। চলো, চলো, বিকেল বিকেল চলে যাই।'

দেবব্রত মাথা নাড়ল। জামাই-এর মাথা ঘোরানো গেল না বটে কিন্তু শ্বশুরের চোখ বড় করার সুযোগ ছাড়ার কোনও মানে হয় না। শ্বশুরমশাই-এর ছোট জামাইয়ের এখন যে অবস্থা তাতে ওই মাছের মুড়ো কেনাও তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওরা পৌঁছে গেল। দুই ভাই নয়, সোজা মা-বাবার কাছে পৌঁছে গেল সুরমা, পেছনে দেবব্রত।

মনোরমা জানলায় বসেছিলেন উদাস হয়ে। বুদ্ধদেব ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে। সুরমা ঘরে ঢুকে বলল, 'মা, আমরা এলাম।'

মনোরমা তাকালেন, 'আয়। এসো দেবব্রত।'

দেবব্রত নরম গলায় বলল, 'একেবারে না বলে কয়ে চলে এলাম।'

মনোরমা বললেন, 'বারে। বলে কয়ে আসতে হবে কেন ? তোমরা কি আমার পর ?'

সুরমা বলল, 'মা, তোমাদের জন্যে এনেছি।' সে ব্যাগ থেকে বড় কৌটো বের করে মনোরমার হাতে দিল।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে ?'

'খুলেই দ্যাখো। তোমার মতো তো রাঁধতে পারি না।'

মনোরমা খুললেন। চোখ কপালে উঠল তাঁর, 'এ কী কাণ্ড ! শুনছ ?'

'কান খোলা রয়েছে।' বুদ্ধদেব জবাব দিলেন।

মনোরমা তাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে খোলা বাটি ধরলেন, 'দ্যাখো, মেয়ে এনেছে। এ কে খাবে বলো তো ?'

বুদ্ধদেব দেখলেন, 'এরকম চিংড়ি এখনও পাওয়া যায় ?'

দেবব্রত মাথা নাড়ল, 'না বাবা। বাজারে পাবেন না। আমার এক

পরিচিতকে বলেছিলাম, সে সুন্দরবন থেকে এনে দিয়েছে।'

'সমুদ্রের ?'

'না। মিষ্টি জলের।'

'কীরকম দাম নিল ?'

'এক্সপোর্টের মাল তো। দাম একটু বেশিই পড়েছে।'

'চিংড়ি মাছ তো তোমার মায়ের সহ্য হয় না। অ্যালার্জি বের হয়।'

'এই চিংড়ি খেলে বের হবে না।' সুরমা জবাব দিল, 'তুমি অল্প হলেও খেয়ো। বাকিটা দাদাকে দিয়ো। আজ রাত্রেই খেয়ে নিয়ো, ফ্রিজে রেখে দিয়ো না।'

এই সময় সুরঙ্গমা ঢুকল। তার মুখচোখ ফোলাফোলা।

সুরমা খানিকটা অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'আরে ! তুই কখন এলি ?'

'এসেছি। ওটা কী মা ?'

'সুরমা পেল্লাই সাইজের চিংড়ির মালাইকারি রেঁধে নিয়ে এসেছে। সুন্দরবন থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো। দেখবি ?' মনোরমা হাসলেন।

'দেখে কী করব ? ও তো আমার জন্যে আনেনি।'

'আমি কি জানতাম তুই এখানে আছিস !' সুরমা বিব্রত হল।

মনোরমা বললেন, 'এ আমরা চারজনেও খেয়ে কুলোতে পারব না। যাই, রেখে আসি।' মনোরমা রান্নাঘরে চলে গেলেন।

দেবব্রত হাসল, 'কী রে ! গোবিন্দলালের খবর কী ?'

সুরঙ্গমা জবাব দিল, 'সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে।'

'সে কি ? মান অভিমান হয়েছে না কি ?' দেবব্রতর মুখে কৌতুক।

বুদ্ধদেব বললেন, 'ও বলছে গোবিন্দলালের সঙ্গে সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলবে।'

সুরমা আঁতকে উঠল, 'সে কি ?'

দেবব্রত বলল, 'মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি !'

সুরঙ্গমা তেজি গলায় বলল, 'বিন্দুমাত্র না। মাথা ঠাণ্ডা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা এত অবাক হচ্ছ কেন সেটাই বুঝতে পারছি না।'

সুরমা বলল, 'সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা মানে ডিভোর্স ? কেন ? কী করেছে সে ?'

'মায়ের কাছে জেনে নিয়ো। এক কথা বার বার বলতে আমার ভাল লাগে না।'

'ডিভোর্স-এর পর কী করবি ?'

'কী করব এখনও ভেবে দেখিনি।'

'থাকবি কোথায় ?'

'কেন ? আমি এখন কোথায় আছি ?'

'এখানে থাকবি ? দেখছিস না বাবা মায়ের কোনও ইনকাম নেই ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সেটা আমাকে ভাবতে দে। ডিভোর্স তো আর খালি হাতে নেব না। ওকে খোরপোষ দিতে হবে। আর আমার খাওয়ার খরচা দাদা দেবে বলে কথা দিয়েছে। এ নিয়ে তুই চিন্তা করিস না।'

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা দেবেন বলেছেন ?'

'আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি না, এ সব জেনে তোমাদের কী লাভ ?'

মনোরমা ফিরে এসেছিলেন। বললেন, 'ওভাবে কথা বলছিস কেন ?'

সুরঙ্গমা জবাব দিল না। জানলার পাশে চলে গেল।

সুরমা বলল, 'মা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভয়ে আমার হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এত বছর ঘর করার পর কেউ ডিভোর্সের কথা ভাবে না কি ?'

দেবব্রত বলল, 'তা ছাড়া গোবিন্দলাল তো ছেলে খারাপ নয়। আমি যা পারিনি তা সে করেছে। তোমাকে নিয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছে। সেটা ভাবো ?'

সুরমা বলল, 'সংসারে থাকতে গেলে একটু আধটু ঠোকাঠুকি লাগেই। তাই বলে একেবারে ডিভোর্স ? ওটা কে চেয়েছে ? তুই না সে ?'

ঘুরে দাঁড়াল সুরঙ্গমা, 'আমি। আমি চেয়েছি। তোমাদের জামাই সুপুত্তুর আর আমি খারাপ, খুব খারাপ। এ বার তোমরা থামবে ?'

সুরমার মুখ ভার হল, 'তোর ব্যাপারে কথা বলতে নিষেধ করলে বলব না, তাই বলে ওভাবে বলছিস কেন ?'

দেবব্রত বলল, 'মা, আপনারা এই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন ?'

মনোরমা জবাব দেবার আগে বুদ্ধদেব সোজা হয়ে বসে বলল, 'দেবব্রত, প্রশ্নটা যদি দশ বছর আগে করতে তা হলে অন্য জবাব পেতে। আজ আমরা প্রশ্রয় দেবার কেউ নই। সবাই সাবালক হয়েছে। যা ভাল বুঝবে তাই করবে। ব্যস।'

'তার মানে আপনারা বাধা দেবেন না ?'

'বাধা দিতাম যদি ওর সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। তোমার শালিকা পনেরো বছরের কিশোরী নয় যে, জোর করে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আর পাঠিয়ে দিলেই তো ওর সমস্যার সমাধান হবে না।'

'গোবিন্দলালকে ডেকে কথা বলুন।' দেবব্রত বলল।

সুরঙ্গমা মাথা নাড়ল, 'না। কোনও কথা বলার দরকার নেই।'

সুরমা বলল, 'কী করে এত দূরে এগোল মা ?'

সুরঙ্গমাই জবাব দিল, 'তুই বুঝবি না। তোর যা আশা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছিস তো তাই তোর মাথায় ঢুকবে না।'

বুদ্ধদেব এ বার হাত তুললেন, 'শোনো, এ ঘরে বসে এই ধরনের কথা শুনতে আমি চাই না। তোমাদের অন্য কোনও কথা বলার থাকলে বলো।'

সবাই চুপ হয়ে গেল। সুরমা বলল, 'মা, তা হলে যাই ?'

'এই তো এলি। চা খেয়ে তবে যা।'

'না মা। আর ভাল লাগছে না। যে মন নিয়ে এসেছিলাম।' কথা শেষ করল না সুরমা। এবং তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সুদেব। দিদি জামাইবাবুকে দেখে বলল, 'চুপচাপ কখন যে এখানে চলে আসো আমরা টেরই পাই না। তা, কী খবর বলো ? ভাল তো সব ?'

'আমাদের আর খবর। কোন রকমে চলে যাচ্ছে।' দেবব্রত জবাব দিল।

সুরমার এ সব ভণিতা ভাল লাগছিল না। সে সরাসরি বলল, 'শোন, আমি যে তোদের এখানে আসি এতে কি তোদের অসুবিধে হয় ?'

সুদেব আকাশ থেকে পড়ল, 'হঠাৎ এ কথা ?'

'যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দে।'

'সে রকম মনে করার মতো কোনও কারণ ঘটেছে কি ?'

'হ্যাঁ। ঘটেছে। যাকে জন্মাতে দেখলাম, চোখের সামনে বড় হতে দেখলাম সে আজ মুখের ওপর বলে দিল তার ব্যাপারে যেন আমরা মাথা না ঘামাই। ঘামাতাম না, তুই তোর শ্বশুরবাড়িতে বসে যা ইচ্ছে তাই করলে আগ বাড়িয়ে বলতে যেতাম না। কিন্তু তুই তো সেই আমার বাপমায়ের ঘাড়ে এসে পড়বি। তোর জামাইবাবুর রিটায়ারমেন্টের আর দেরি নেই। এত খরচ সামলাবে কে ? অ্যাঁ ?' সুরমা উত্তেজনা সামলাতে পারল না।

সুরঙ্গমা অবাক হয়ে মনোরমার দিকে তাকাল, 'সে কি ! তোমাদের খরচ জামাইবাবু দেয় নাকি ? এটা তো জানতাম না।'

সুরমা বলল, 'আমি এখনকার কথা বলিনি। পরে, ভবিষ্যতে যদি দেবার দরকার হয় তাই ভেবে বলেছি।'

সুদেব হাত তুলল, 'হঠাৎ তোমরা নিজেদের মন এমন নোংরা করে ফেললে কেন বলো তো ? মা, কী হয়েছে ?'

সুরমা দেবব্রতকে বলল, 'চলো, এখানে আর ভাল লাগছে না।'

সুরঙ্গমা বলল, 'না। কাউকে যেতে হবে না। আমার জন্যেই যখন এত সমস্যা তখন আমিই চলে যাচ্ছি। মা, আমি যাচ্ছি।' সুরঙ্গমা পা বাড়াল।

এ বার বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমরা কি আরম্ভ করেছ ? আমি এখনও বেঁচে আছি এ কথা বোধহয় তোমাদের খেয়াল নেই। শোনো, আমি মনে করি, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্যা সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। কারও বয়স এখন কম নয় যে, সে কিছুই বোঝে না বলে ভাবব। তাই যতক্ষণ কেউ উপদেশ শুনতে না চাইছে ততক্ষণ আগ বাড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার কোনও দরকার নেই। আর সুরঙ্গমা এখানে এসে থাকলে যদি আর্থিক অসুবিধে হয় তা হলে প্রথমে ওকেই আমি বলব। তবে বড়খোকা যখন তার ভার নিয়েছে তখন তোমাদের দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।'

'দাদা বলেছে এ কথা ?' সুরমা জানতে চাইল।

'না বললে সুরঙ্গমা বানিয়ে বলবে কেন ? আচ্ছা, তোমরা তো দুই বোন। তোমার বোন যদি বিপদে পড়ে তোমার কাছে আশ্রয় চাইত তুমি দিতে না ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সেটা অন্য কথা।'

'না। একই কথা। সুরঙ্গমার জায়গায় যদি তোমার ওরকম সমস্যা হত তা হলে তুমি কি এ বাড়িতে আসতে না?'

দেবব্রত বলল, 'সমস্যাটা কী ঠিক জানি না। তবে আমি বেঁচে থাকতে ওর এখানে আসার প্রশ্নই ওঠে না। মারা যাওয়ার পরও ব্যবস্থা করে যাব।'

'কীভাবে?' বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার যা সঞ্চয় আছে তাতে ওর কোনও সমস্যা হবে না।'

'তোমার আর কত সঞ্চয় থাকতে পারে। সরকারি চাকরি করো। আজকাল যা খরচ তা মাইনের টাকায় কোনও মতে মেটানো যায়। তার ওপর নিশ্চয়ই হাউস বিল্ডিং লোনও নিয়ে বাড়ি করেছ। সেটা শোধ করতে হচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ ধুমধাম করে। প্রচুর খরচ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই প্রভিডেন্ট ফান্ড বা কো-অপারেটিভ থেকে ধার করেছ। রিটায়ারমেন্টের সময় যা পাবে তাতে ওই ধার হয়তো কোনও মতে শোধ করতে পারবে। তারপর? আজকাল মাইনের টাকায় সঞ্চয় করা খুব কঠিন ব্যাপার হে।'

দেবব্রত কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুরমা তাকে ইশারা করতে সে চুপ করে গেল। এ বার সুদেব বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম। বাবা, কাল অনেক রাত্রে মেজদা হঠাৎ আমার ওখানে এল, সঙ্গে গোবিন্দলাল।'

'তাই নাকি? আমি তো কিছুই জানি না।' বুদ্ধদেব বললেন। সুদেব দেখল মা এবং সুরঙ্গমা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'অত রাত্রে নিশ্চয়ই আপনি জেগে ছিলেন না। থাকার কথাও নয়।'

'তুমি নিশ্চয়ই সে সময় ওর সঙ্গে কথা বলোনি?'

'কেন? বলেছিলাম তো!' সুদেব অবাক হল।

'ও। বলেছিলে! তা কী কথা হয়েছিল?'

'আমি শুনলাম সুরঙ্গমা নাকি ও বাড়ি থেকে চলে এসেছে। ও ডিভোর্স করবে বলেছে। মেজদা এটা মেনে নিতে পারছে না। আর গোবিন্দলাল বলল, সুরঙ্গমা যদি ফিরে গিয়ে শান্তিতে থাকে তা হলে তার কোনও আপত্তি নেই।

'তুমি কী বললে?'

'আমি সময় চাইলাম ভেবে দেখব বলে।'

'সুরঙ্গমার সঙ্গে মেজবউদির কথা হয়েছিল গতকাল সেই সময় আপনার বউমাও ওখানে ছিল। তার মুখে সব শুনলাম। শুনে মনে হল এ ব্যাপারে আমার কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়।' সুদেব জানাল।

মনোরমা এতক্ষণে কথা বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। গোবিন্দলাল এ বাড়িতে এল অথচ আমরা জানতেই পারলাম না!'

'জেনে তুমি কী করতে? বরণ করে এখানে আনতে?' সুরঙ্গমা ফোঁস করে উঠল।

মনোরমা এ বার প্রচণ্ড রেগে গেলেন, 'কী করতাম সেই কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেব না। ভীষণ বেয়াদপ হয়ে গেছ তুমি। যা ইচ্ছে তাই বলছ এখন?'

সুদেব বুঝতে পারছিল এই সময় সে যা বলতে এসেছিল তা বলার সময় নয়। এ বাড়ি ছেড়ে অফিসের ফ্ল্যাটে চলে যেতে চায় তারা, শোনামাত্র এখন আগুন জ্বলবে। সে চুপচাপ ফিরে গেল। সুরঙ্গমাও ছটফটিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। মনোরমা বললেন, 'তোমরা যেয়ো না। বসো, চা খেয়ে তবে যেয়ো।'

সুরমা আপত্তি করল, 'থাক, মা—।'

'কেন?'

'এসবের পর চা খেতে ইচ্ছে করে, বলো?'

'চা তো আমি দিচ্ছি। আমি তো তোকে কিছু বলিনি। আর তুই যদি আমার দেওয়া চা না খেতে পারিস তা হলে তোর আনা মাছ আমরা কীভাবে মুখে তুলব?' মনোরমা মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুরমা বলল, 'ঠিক আছে, অনেক হয়েছে। চলো, তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। আমরা চা খেয়ে তবে যাব। চলো।' সে মায়ের হাত ধরল।

সাত

ব্যাঙ্কের টাকাটা নিয়ে একটু দ্বিধায় ছিল সুরঙ্গমা। টাকাটা গোবিন্দলালের। যখন ওর রমরমা তখন সুরঙ্গমার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিল কিন্তু চেক সই করার অধিকার দিয়েছিল স্ত্রীকেই। আয়কর বাঁচাতে এবং টাকাটা জমিয়ে রাখতে ওই ব্যবস্থা নিয়েছিল গোবিন্দলাল। সুদে আসলে সেটা প্রায় আশি হাজার হয়েছে এখন। যেহেতু টাকাটা তার নয় তাই সুরঙ্গমা প্রথমে ভেবেছিল চেক বই ফেরত দিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দেবার জন্যে। তারপর ভেবেছিল, সোজা ইনকামট্যাক্সকে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নাম্বার জানিয়ে তদন্ত করতে বলবে। আর সেটা করলেই গোবিন্দলাল আরও বিপদে পড়বে। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল এসব করে তার কোনও লাভ নেই। টাকার কথা যখন আয়করকে গোবিন্দলাল জানায়নি তখন ওটা কালো টাকা। অতএব ওই টাকা ফেরত না দিয়ে সে নিজেই খরচ করবে। এখন তার অনেক টাকা দরকার। ভালমানুষি করার দিন চলে গিয়েছে।

সকালবেলায় যখন শুদ্ধদেব মায়ের ঘরে এল তখন সে একটা চেক এগিয়ে দিল, 'টাকাটা আজ তুলে আনতে পারবি দাদা?'

শুদ্ধদেব চেকটা দেখল, 'এ তো সাউথ ক্যালকাটার ব্যাঙ্ক। দু'টোর আগে আমি যাব কী করে? ক্লাস আছে। নর্থ হলে তবু ম্যানেজ করতে পারতাম।'

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

শুদ্ধদেব জবাব দিল, 'পাঁচ হাজার।'

মনোরমা অবাক হলেন, 'এত টাকা দরকার হল কেন?'

সুরঙ্গমা বলল, 'দরকার হয়নি। তুলে রেখে দেব, কখন প্রয়োজন হবে কে বলতে পারে। তা ছাড়া কেস শুরু হলে উকিলকে দিতে হবে।'

'তুই তো আর এখনই কেস করছিস না।'

'তার মানে?'

'শোন, কয়েকটা দিন যেতে দে। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে আর একবার ভাব। তখনও যদি মনে হয় আলাদা হবি তখন কেস করিস।' মনোরমা বোঝালেন।

খবরের কাগজ পড়ছিলেন বুদ্ধদেব .কিন্তু কান তাঁর এদিকেই ছিল। বললেন, 'কাচের গ্লাস ভেঙে যাওয়ার পর আঠা দিয়ে জুড়ে সেটা ব্যবহার করা যায়? তোমার মেয়ে তো পলিটিসিয়ান নয় যে আজ যেসব কথা গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে বলছে কাল তা ভুলে গিয়ে আবার গলাগলি করতে পারবে? সম্পর্ক একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। বুঝলে?'

গত রাত্রে কথা হয়েছিল। খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে বিছানায় শুয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'কুকর-বেড়ালের মত খোয়োখেয়ি না করে আলাদা হয়ে যাওয়া ঢের ভাল।'

মনোরমা বলেছিলেন, 'আজ ওরা যা করল তা আমি কখনও ভাবতে পারিনি।'

'আরও করবে। তার জন্যে নিজেকে তৈরি রাখো।'

'কেন করবে? আমরা কি ওদের সহবত শেখাইনি? টান না থাকল, ভদ্রতা, সৌজন্য এসব ওরা হারিয়ে ফেলল?' মনোরমা কেঁদে ফেলেছিলেন।

'ওরা যা সত্যি ভাবছে তাই বলছে। আমরা বয়সের অ্যাডভানটেজ নিয়ে ভাবছি সেসব কথা আমাদের সামনে বলে যেন অস্বস্তিতে না ফেলে। কিন্তু কতকাল আর সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে পারবে বলো?' বুদ্ধদেব বলেছিলেন।

কথাগুলো মিথ্যে বলেননি বুদ্ধদেব, মানেন মনোরমা। কিন্তু তবু—।

সুরঙ্গমা বলল, 'বাবা ঠিকই বলেছে মা। যাকগে, তা হলে কী করি? আমাকেই যেতে হবে দেখছি। বারোটা নাগাদ বের হব। দাদা, তোর জানাশোনা কোনও ভাল উকিল আছে?'

শুদ্ধদেবকে বিব্রত দেখাল, 'না। তেমন তো কখনও দরকার পড়েনি।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমার ছোটদাকে বলো। তার নিশ্চয়ই জানাশোনা আছে।'

আজ পর্যন্ত কখনও একা ট্যাক্সিতে চড়েনি সুরঙ্গমা। আজ ঝোঁকের মাথায় হাত দেখাতেই ট্যাক্সি থেমে গেলে সে উঠে বসল। ট্যাক্সিওয়ালাকে গন্তব্য বলে

দিয়ে সে বেশ আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল। লোকটা স্বাস্থ্যবান। তাকে নিয়ে যদি উধাও হয়ে যায় তা হলে সে কী করবে? কোনও নির্জন জায়গায় ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে নাকে রুমাল চেপে ধরলে আর কিছু করার থাকবে না। এর চেয়ে বাসে গেলেই ভাল হত। বাইরে তাকাল সে। এখন ভরদুপুর। লোকটার কি অত সাহস হবে? অবশ্য পেছন থেকে বেশ ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। জামাটাও কায়দা করা। এমনও তো হতে পারে লোকটা খুব শিক্ষিত, ভদ্র। দেয়ানেয়া সিনেমায় উত্তমকুমার তো ড্রাইভার ছিল। এটুকু ভাবতেই লোকটাকে অন্য রকম মনে হল সুরঙ্গমার। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলালের চেহারা মনে পড়ল। এই বয়সেই গোবিন্দলাল চিমসে হয়ে গিয়েছে, কাঁধ ছোট হয়েছে, নায়কোচিত কোনও গুণই নেই। অথচ জিভে ধার আছে খুব।

ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে?'

মিটার দেখা ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'উনত্রিশ টাকা দিদি।'

তিনটে দশ টাকার নোট সামনের সিটে রেখে দ্রুত নেমে পড়ল সুরঙ্গমা। দিদি! ট্যাক্সিওয়ালা তো ট্যাক্সিওয়ালাই হবে। লোকটা নির্ঘাত তার থেকে বয়সে বড় তবু তাকে দিদি বলে সম্বোধন করল। সুরঙ্গমা কেন রেগে গেল তা সে নিজেই জানে না।

পাঁচ হাজার টাকা সহজেই ব্যাগে এসে গেল। আইনকানুন তেমন ভাল জানা নেই, কিন্তু গোবিন্দলাল ব্যাঙ্ককে এমন কোনও নির্দেশ দেয়নি যাতে সুরঙ্গমার টাকা তুলতে অসুবিধে হয়। টাকাটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই নিজেকে বেশ স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল সুরঙ্গমার। এ বার দীপংকরবাবুকে ফোন করতে হবে। দীপংকর গোবিন্দলালের বন্ধু। সেই সুবাদে বাড়িতে আসা যাওয়া। গোবিন্দলাল অবশ্য ওর সব বন্ধুর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করে। যদি সত্যি কিছু করতে চাইত সুরঙ্গমা তা হলে অনেক আগেই করতে পারত। তাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে জানার পর থেকেই তো ওরা আকারে ইঙ্গিতে মনের কথা জানাতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওই সব বিবাহিত মানুষের মুখে রসিকতা বা প্রশংসা শুনলেই মনে হত লোকগুলো লম্পট। ঘরে বউ রেখে বাইরে ফুর্তি করতে বেরিয়েছে। দীপংকর অবশ্য তুলনায় একটু গম্ভীর। বিয়ে থা করেনি। প্রশ্ন করলে বলেছিল, 'সবাই তো গোবিন্দলালের মতো ভাগ্যবান নয়। বিয়ে করা এ জীবনে আর হয়ে উঠবে না।' সুরঙ্গমার মনে হয়েছিল লোকটাকে বিশ্বাস করা চলে। গোবিন্দলাল বলেছিল, 'ওকে বেশি পাত্তা দিয়ো না। যার সঙ্গেই আলাপ হয় তারই প্রেমে পড়ে যায়। আর সেই প্রেম তার চেয়েও দ্রুত কেটে যায়।'

গোবিন্দলাল ঈর্ষায় কথাগুলো বলেছিল। দীপংকর কখনওই তাকে কোনও প্রস্তাব দেয়নি। বরং তিন দিন আগে বাড়িতে এসে বলেছিল, 'সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাল করে ভেবে দেখুন। আর সিদ্ধান্তটা যদি এই থাকে তা হলে সাহায্য চাইতে সঙ্কোচ করবেন না,' এ রকম কথা যে পুরুষ বলে তাকে বিশ্বাস না করে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

উপায় কী !

টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল সুরঙ্গমা দীপংকরের অফিসে।

'হ্যালো ! আমি সুরঙ্গমা বলছি।'

'আরে ! কী সৌভাগ্য। কী খবর ?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।'

'কোত্থেকে বলছেন ?'

'একটা টেলিফোন বুথ থেকে।' জায়গাটা বলল সুরঙ্গমা।

'আপনি ওখানেই অপেক্ষা করুন। আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

টেলিফোন রেখে কয়েকটা দোকানের শো-কেস দেখে সময় কাটাল সুরঙ্গমা। নিজেকে এখন বেশ মূল্যবান মনে হচ্ছে। অত ব্যস্ত লোক অফিসের সময়ে তার ফোন পেয়েই ছুটে আসছে।

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় দীপংকরের গাড়িটা পৌঁছে গেল। দরজা খুলে দিতে উঠে বসল সুরঙ্গমা। দীপংকর হাসল, 'আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সুরঙ্গমা সামান্য হাসল।

দীপংকর জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাব বলো।'

বলো শব্দটা চট করে কানে লাগল। একটু আগে টেলিফোনেও দীপংকর তাকে আপনি বলেছে। কিন্তু এখন কথা বলার ভঙ্গি এত আন্তরিক যে উপেক্ষা করল সুরঙ্গমা।

'আপনার কাজের সময় বিরক্ত করলাম।'

'মোটেই নয়। আমার এখন কাজ করতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। তুমি আমাকে ফোন করে বাঁচিয়ে দিলে।' গাড়িটা চালাল দীপংকর। তারপরই জিজ্ঞাসা করল, 'লাঞ্চ করেছ ?'

'হ্যাঁ। আপনি ?'

'নাঃ।'

'সেকি। এখন তো অনেক বেলা। কিছু খেয়ে নিন।'

'আমি একা খাব আর তুমি বসে থাকবে ?'

'আহা ! আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তা হলে ? আমি তোমাকে সামনে বসিয়ে একা খেতে পারব না। অন্তত স্যান্ডউইচ কফি তো নিতে পারো !'

'বেশ চলুন।'

থিয়েটার রোডের নামী রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। গাড়িতে বসে যা হয়নি এখন সেই অস্বস্তিটা হচ্ছে। এই প্রথম গোবিন্দলাল ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে সে কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

শীততাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরের কোণার টেবিলে ওরা বসল। বেয়ারাকে ডেকে

খাবারের অর্ডার দিয়ে দীপংকর জিজ্ঞাসা করল, 'একটা সিগারেট খেতে পারি ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' খুব ভাল লাগল সুরঙ্গমার। কোনও পুরুষ তার অনুমতি নিয়ে সিগারেট খাচ্ছে, এমন অভিজ্ঞতা আগে হয়নি।

সিগারেট ধরিয়ে দীপংকর জিজ্ঞাসা করল, 'এ বার বলো, কী হয়েছে ?'

'আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'একজন ভাল উকিল চাই যিনি আমাকে ঘোরাবেন না। জানা আছে ?'

'নিশ্চয়ই। আমার এক বন্ধু খুব নামকরা উকিল। আমি বললে ও সিরিয়াসলি কাজটা করে দেবে। তুমি তা হলে ডিভোর্স নেবে বলেই ঠিক করেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে সবাই জানেন ?'

'হ্যাঁ। এটা তো লুকিয়ে রাখার ব্যাপার নয়।'

'গোবিন্দ ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল না ?'

'এখন আর ও প্রশ্ন ওঠে না।'

'কিছু মনে কোরো না, কী হয়েছিল বলো তো ?'

'বলল না।'

দীপংকর তাকাল। সুরঙ্গমা যে বলতে চাইছে না সেটা বুঝে আর কথা বাড়াল না। খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে ওরা বাইরে এল। এখন তিনটে বাজে। দীপংকর বলল, 'একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে। কিরণশংকর রায় রোডে ওর চেম্বার। কোর্টে কাজ না থাকলে ও চেম্বারে চলে আসে। সেখানে ঢুঁ মারলে কাজ হলেও হতে পারে।

'বেশ তো। আপনার যদি অসুবিধে না থাকে—।'

'কী আশ্চর্য। তোমার জন্যে এটুকু করতে পারব না ?'

দীপংকরের গাড়িতে ডালহৌসিতে আসার সময় সুরঙ্গমার এ বার বেশ সহজ লাগল। প্রাথমিক আড়ষ্ট ভাবটা আর নেই। দীপংকর যে যথেষ্ট ভদ্রলোক সে ব্যাপারে তার আর কোনও সন্দেহ নেই। সে আড় চোখে দু'বার তাকিয়ে নিল। পথের ওপর নজর রেখে দীপংকর গাড়ি চালাচ্ছে। সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান মানুষটি যে কেন এখনও বিয়ে করেনি তা ও-ই জানে। গোবিন্দলালের উচিত ছিল বিয়ে না করা। সারাজীবন খেঁকুড়ের মতো বেঁচে যে থাকবে তার একা থাকাই উচিত। কিন্তু এই সব উচিতগুলো জীবনে সব সময় ঘটে না। এটাই আফশোসের।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। প্রতিটি খুপরি এক একজন উকিলের চেম্বার। দীপংকরের বন্ধুর পসার বেশি বোঝা গেল কারণ চেম্বারের বাইরে তিনি অপেক্ষা করার জন্যে আর একটি ঘরের ব্যবস্থা রেখেছেন। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে দীপংকর হাসল, 'যাক, আপনার কপাল ভাল। ও

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

এইমাত্র ফিরেছে। আপনি একটু এখানে বসুন, আমি ওর সঙ্গে আগে কথা বলি।'

সুরঙ্গমা ঘাড় নাড়তেই সুইং ডোর ঠেলে দীপংকর ভেতরে ঢুকল। সুরঙ্গমা শুনতে পেল, 'আরে! তুই! অফিস ফেলে এ পাড়ায়?'

'তোর কাছে এসেছি। একটা কেস নিতে হবে।'

'বোস বোস। এ বারও মহিলাঘটিত কেস নাকি?'

'আস্তে। বাইরে বসে আছে।'

এরপর গলার স্বর নীচে নামল। এ বারও মহিলাঘটিত কেস নাকি বলল কেন? হঠাৎ সুরঙ্গমার কৌতূহল হল। ওরা কী বলছে শোনার জন্যে ও দরজার কাছে চলে গেল।

'তুই শালা ম্যারেড মেয়ে ছাড়া প্রেম করতে পারিস না?'

'সেফ জোন। বিপদে পড়ার ভয় নেই।'

'টাকা পয়সা ভাল আছে?'

'মনে হয়। তুই বলবি অন্তত আট-দশ মাস লাগছে ডিভোর্স পেতে।

'বেশিও লাগতে পারে।'

'ওর তাড়া আছে। বেশি শুনলে কেটে যেতে পারে।'

'খুব সুন্দরী মনে হচ্ছে, নইলে তোর এত উৎসাহ হত না!'

'দ্যাখ না। তবে ওর সামনে সিরিয়াস হয়ে কথা বলবি।'

হঠাৎ কী হল, সুরঙ্গমা হাঁটতে লাগল। বেয়ারাকে কিছু না বলে তরতর করে নেমে এল নীচে। সে পেছনে তাকাতেও সাহস পাচ্ছিল না। দ্রুত এই জায়গা থেকে সরে যেতে সে ভিড়ের মধ্যে মিশে হাঁটতে লাগল।

জিপিও-র সামনে পৌঁছে সুরঙ্গমার হুঁস এল। এসব জায়গায় কদাচিৎ এসেছে সে। প্রচণ্ড নার্ভাস লাগছিল। এই সময় একটা খালি ট্যাক্সি দেখামাত্র সে হাত তুলে সেটাকে থামাল। ট্যাক্সিতে উঠে বাড়ির রাস্তা বলে সে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। লোকটা বেশ বৃদ্ধ। নিশ্চিত হয়ে সিটে হেলান দিল সে।

ভাগ্যিস কথাগুলো কানে গিয়েছিল নইলে দীপংকরকে চিনতেই পারত না সে। তা হলে গোবিন্দলাল ওর সম্পর্কে ঠিকই বলেছে। বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করে বেড়ায় দীপংকর। বিপদে পড়ার ভয় নেই মানে সেই সব মহিলা কোনও প্রতিবাদ কারও কাছে করতে পারে না? চমৎকার।

অথচ এই লোকটাকে একটু আগে পর্যন্ত তার কত ভাল লেগেছিল। পুরুষগুলোর স্বভাব কি এই রকমের? মুখ দেখে বোঝা যায় না মতলব কী? তবে গোবিন্দলালের মেয়েমানুষের দোষ নেই। আজ বলে নয়, কখনওই ছিল না। যার যা ভাল সেটা বলতে আপত্তি কিসের।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতেই পিন্টুদাকে দেখতে পেল সুরঙ্গমা। ঠিক ওদের বাড়ির দু'টো বাড়ি আগে পিন্টুদারা থাকে। স্কুলের শেষ দিকে তার

সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করেছিল পিন্টুদা। মেজদার বন্ধু। বিরক্ত হয়ে একদিন সে বলেছিল, 'তোমার লজ্জা করে না পিন্টুদা। বন্ধুর বোনের সঙ্গে— ছি ছি, আমি না তোমাকে দাদা বলি।'

ব্যস। সেদিন থেকেই একদম বদলে গিয়েছিল লোকটা। কখনও মুখ তুলে তাকাত না, সামনে আসত না। পরে পিন্টুদার ওকালতি করা এবং বিয়ের খবর কানে এসেছিল। পিন্টুদার বউ ছিল গোলগাল, সুখী সুখী চেহারা। বাপের বাড়িতে এলে কখনও সখনও দেখা হয়েছে কিন্তু কথা হয়নি। বিয়ের বছর তিনেক বাদে পিন্টুদার বউ হঠাৎই মারা গেল। দুপুরে রান্না করেছে। তার পরেই নাকি ডাক্তার যায় ও বাড়িতে। বিকেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে সব শেষ। বউদিদের কাছে কাহিনীটা শোনে সুরঙ্গমা। না, ওই মৃত্যু নিয়ে কোনও পুলিশ কেস হয়নি। কিন্তু এত দ্রুত কোনও অসুখ ছাড়াই অল্পবয়সী একটি মেয়ে মারা যেতে পারে— এই বিস্ময় প্রত্যেকের ছিল। পিন্টুদাকে ওই মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী করেনি। সকালে পিন্টুদা আর তার বউ একসঙ্গে বেরিয়েছিল। তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পিন্টুদা কোর্টে চলে যায়। ঘটনাটা ঘটার সময় সে বাড়িতে ছিল না। তারপর থেকেই পিন্টুদা নাকি অন্যরকম হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যতটুকু না বললে নয় ততটুকু।

আজ সুরঙ্গমার মনে হল, এই লোকটা নিশ্চয়ই দীপঙ্কর নয়। হলে বউ মারা যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলত। এই যে একটা মৃত মানুষের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার মধ্যে যে সততা তার মূল্য কতটুকু সে-বিচার না করেও বলা যেতে পারে লোকটা আলাদা।

পিন্টুদা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। বোঝাই যাচ্ছে বেশ অন্যমনস্ক। সুরঙ্গমা যে ট্যাক্সি থেকে নেমে এগিয়ে এসেছে সেটাও লক্ষ করেনি। সুরঙ্গমা যখন কথা বলল তখন মুখ ফেরাল। বেশ শান্ত, ভদ্র মুখ।

'কী, চিনতে পারছ?'

'ও। হ্যাঁ। না পারার তো কোনও কারণ নেই।'

'আজ অফিসে যাওনি?'

'নাঃ।'

'মেজদার সঙ্গে দেখা হয়?'

'মাঝে মাঝে হয়। আমরা সবাই তো এখন ব্যস্ত।'

'একদিন এসো না বাড়িতে, গল্প করা যাবে।'

পিন্টুদা তাকাল, 'কোন বাড়িতে?'

'এখানেই। আমি এখন এখানেই থাকব।'

'ও! দেখি।'

সুরঙ্গমা ফিরে গিয়েছিল। যে লোকটাকে সে কোনও একসময়ে ছি ছি বলেছিল তাকে খুঁজে পেল না আজ। না পেয়ে কি তার খারাপ লাগছে?

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

আট

আজ রবিবার। শুদ্ধদেব শুয়েছিল। পাশের জানলাটাকে সে আধা ভেজিয়ে রেখেছে। সুরঙ্গমা ওই রকম বলে যাওয়ার পর থেকেই জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় না সে। কী রকম অস্বস্তি হয়। হ্যাঁ, ওই নতুন ভাড়াটে মহিলার ক্রিয়াকলাপ তারও নজরে পড়েছে। দেখবে না দেখবে না করেও দেখেছে। তখন মনে হয়েছিল সিনেমা দেখছে। এখন হিন্দি ছবিতে চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা, শরীরে শরীর ঘষা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিনি পয়সায় তেমনই ছবি সে দেখছিল এবং ক্রমশ যে সেটা নেশায় পৌঁছে যাচ্ছিল তা টের পায়নি। সুরঙ্গমা এসে বলতেই নিজের কাছে ধরা পড়ে গেল শুদ্ধদেব। একজন মাস্টারমশাই হয়ে এটা সে কী করছে? মেয়েদের সে চিরকাল এড়িয়ে এসেছে। সেই কোন কিশোর কালে চরিত্রহীন উপন্যাসটা পড়েছিল। কিরণময়ী যখন দিবাকরকে চুমু খেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল তখন আচমকা তার শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। মায়ের বয়সী একজন মহিলা অমন কাণ্ড করতে পারে? এই ব্যাপারটা নিয়ে যত সে ভেবেছে তত খারাপ লেগেছে। তার জানাচেনা বয়স্কা মহিলারাও ওই কাণ্ড করতে পারে ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র জীবনের ছবি এঁকেছেন। মানুষের মন ওঁর মতো কেউ বুঝত না। অতএব উনি ভুল করতে পারেন না। না, সে নিজে কখনও দিবাকর হবে না। মনে মনে অহরহ ভেবে যেতে যেতে কখন তার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল তা সে নিজেই জানে না। শুধু বয়স্কাদের নয় সমবয়সী এবং কনিষ্ঠাদেরও সে এড়িয়ে যেতে আরম্ভ করল। এবং তখনই তার জীবনে সেই মারাত্মক ঘটনাটা ঘটে গেল। মায়ের সঙ্গে ওরা গিয়েছিল মামার বাড়িতে। রানাঘাটের কাছে একটি গ্রাম। বিশাল বাড়ি, মানুষ কম। ছোট দু'ভাইকে নিয়ে গ্রাম ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগল। ওখানে গিয়ে সেই মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিল। মামিমার দূর সম্পর্কের ভাইঝি। বিয়ে হয়ে গিয়েছে কিন্তু স্বামী নাকি জাহাজে চাকরি করে। ডাঙায় ফিরলে শ্বশুরবাড়িতে যায়। শ্বশুর শাশুড়ি বেঁচে নেই। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি থেকে পিসির বাড়িতে থাকতে আসে।

মেয়েটির নাম শেফালী। মামিমা ডাকত শিউলি বলে। শুদ্ধদেব দেখেই বুঝেছিল তার চেয়ে অন্তত বছর ছয়েকের বড় হবে। আর জাহাজের চাকরি করা স্বামীর কথা শুনেই মনে হয়েছিল কিরণময়ী ওই রকম কোনও জাহাজে চেপে রওনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষে শেফালীকে কিরণময়ী ভেবে নিতে অসুবিধে হয়নি। সে কথা বলত না শেফালীর সঙ্গে, যদিও শেফালী হাসিমুখে তার সঙ্গে রসিকতা করত। মায়ের কাছে সে সাঁতার জানে না জেনে তাকে সাঁতার শেখাতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল শেফালী। আর কিছুতেই জলে নামবে না শুদ্ধদেব। অথচ কোনও পুরুষ তাকে বললে সে রাজি হয়ে যেত। বাড়ির পেছন দিকে বিশাল গোয়ালঘর ছিল। মামার গরুর সংখ্যা অনেক।

সকালে দুধ দোয়ানোর দৃশ্যটা সে কোনওদিন ভুলবে না। দুপুরের পর আর কেউ ওদিকে যেত না। একেবারে বিকেলবেলায় একবার খাবার দিতে কাজের লোক গোয়ালে যেত। এক দুপুরে বাড়ির সবাই যখন খাওয়াদাওয়ার পর শুয়েছে তখন শুদ্ধদেব নতুন পাওয়া গুলতি দিয়ে পাখি মারার চেষ্টা করছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। ওই করতে করতে সে পাখির সন্ধানে গোয়াল ঘরের পেছনে চলে এল। সজনে গাছের ডালে একটা ঘুঘু বসেছিল। সেটাকে তাক করে পাথর ছুড়তেই ঘুঘুটা উড়ে গেল। গায়ে লাগল না পাথর। উল্টে হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

মুখ ফিরিয়ে সে দেখল শেফালী দাঁড়িয়ে আছে গোয়াল ঘরের দরজায়। তার বিশাল খোলা চুল ফুলে ফেঁপে যেন চালচিত্র হয়ে গেছে।

'পারলে না তো? শহরের ছেলেরা পারে না।'

'ঠিক পারব।'

'উহুঁ। ওরা তোমার চেয়ে চালাক। ঘুঘু মারার অন্য কায়দা আছে।'

'কী কায়দা?'

'লুকিয়ে থেকে মারতে হয়। যদি সত্যি মারতে চাও তো এখানে চলে এসো। একটু পরেই আর একটা ঘুঘু এসে গাছে বসবে। সে তোমাকে দেখতে পাবে না। পেছনের জানলা দিয়ে টিপ করো।'

হেরে যেতে চায়নি শুদ্ধদেব। সে গোয়াল ঘরে ঢুকেছিল। গরুগুলো বাঁধা আছে একপাশে। এ দিকে খড়ের পাহাড়। তার ওপাশে চলে গিয়ে শেফালী বলল, 'এখানে চুপটি করে বসো। ওই জানলা দিয়ে দেখতে পাবে ঘুঘু এলে।'

খড়ের ওপর সে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল।

'অ্যাই, তুমি এই বয়সে হাফ প্যান্ট পরেছ কেন?'

শুদ্ধদেব নিজের উন্মুক্ত পায়ের দিকে তাকিয়েছিল। এখনও সে বাড়িতে হাফ প্যান্ট পরে। এ নিয়ে কেউ কখনও তাকে প্রশ্ন করেনি। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

'চোখ পড়লেই গা শিরশির করে।' পাশে এসে বসেছিল শেফালী।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল শুদ্ধদেব। কিন্তু শেফালী তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টেনে বসিয়ে দিল, 'কী হল? আমি বাঘ না ভালুক।'

'তুমি কিরণময়ী।' হাত ছাড়াতে চাইছিল সে।

'কিরণময়ী? সে আবার কে? তোমার সঙ্গে তার বুঝি খুব ঝগড়া?'

'না। মোটেই না। সে হল শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের একটা চরিত্র।'

'চরিত্রহীনের চরিত্র। সোনার পাথরবাটি নাকি। তা কী করেছিল সে?'

'অনেক ছোট দেওরকে চুমু খেয়েছিল।'

'সে কি? কী ভাবে?' চোখ বড় করেছিল শেফালী।

'জানি না।'

পাবলিক লাইব্রেরি

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমি জানি। এই ভাবে।' দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে আরম্ভ করেছিল শেফালী। এবং আচমকা শরীরের সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি উধাও হয়ে গিয়েছিল শুদ্ধদেবের। শেফালীর বুক, শরীরের গন্ধ তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে এতদিন যেসব ভাবনা মাথায় জমেছিল তার হদিস খুঁজে পেল না সে।

শেফালীর অভিজ্ঞতা এর মধ্যেই অনেক। কিন্তু চূড়ান্ত সময়ে শুদ্ধদেব আবিষ্কার করল শৈশব তাকে অধিকার করে আছে। প্রচণ্ড বিরক্তিতে উঠে বসল শেফালী। তার চোখমুখে ঘেন্না স্পষ্ট। হিমহিমে গলায় বলেছিল, 'তুমি তা হলে পুরুষ হওনি, কখনও হবে না। মরতে যে কেন এসব করতে গেলাম।' বলে জামাকাপড় ঠিক করে সে দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল খড়ের গাদা থেকে।

সেই বয়সেই শুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। সে কখনও পুরুষমানুষ হবে না। সে অক্ষম, নিতান্তই অক্ষম। চুপচাপ খড়ের গাদায় বসে রইল সারাটা দুপুর। পৃথিবীর কোনও মানুষের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করছিল তার। বিকেলে যখন মামি গরুগুলোকে খাওয়াতে এলেন তখনও সে খড়ের গাদায় বসে। মামি ওদিকে না যাওয়ায় তাকে দেখতে পাননি।

পরে তাকে দেখে মনোরমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী হয়েছে? শরীর খারাপ?'

সে মাথা নেড়ে না বলেছিল। ইচ্ছে হলেও মাকে সে কিছুই বলতে পারেনি। সে জানে শেফালী তার সঙ্গে প্রচণ্ড অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে ঠিক জানে না কাজটা না হওয়ার কারণটা আরও বড় অন্যায় কি না। কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যাবে না। শেফালীর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, চেষ্টা করত মুখোমুখি না হতে। বাধ্য না হলে ঘরের বাইরে যেত না। ছেলের এই পরিবর্তনে মনোরমা অবাক হয়েছিলেন। জোর করলে শুদ্ধদেব বলত, আমার কোথাও যেতে ভাল লাগছে না। মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে যেন সে বেঁচে গিয়েছিল। আর তারপর থেকেই মেয়েদের ব্যাপারে সে নিজেকে একদম গুটিয়ে নিয়েছিল। বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ের পর স্ত্রীর মুখে শেফালীর সংলাপগুলো শোনার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। সে বিয়ে করবে না সিদ্ধান্তটা নিতে তাই অসুবিধে হয়নি।

অথচ কয়েকদিন ধরে জানলা দিয়ে ভাড়াটের বউ-এর আইনি এবং বেআইনি প্রেম দেখতে দেখতে তার মনে কি নেশা ধরেছিল? এত বছর পরে নিজের শরীরে আর এক ধরনের রোমাঞ্চ আবিষ্কার করে সে কি পুলকিত হয়েছিল? মনে হয়েছিল, নেহাত একটা দুর্ঘটনা যা কিশোর বয়সে ঘটে গিয়েছিল তাকেই সত্যি বলে ভেবে নিয়ে গোটা জীবনটাকে সে নষ্ট করেছে? এই দোটানায় যখন সে রয়েছে তখনই সুরঙ্গমা এসে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে

গেল। এখন জানলা আধা ভেজিয়ে, জানলার কাছে না গিয়েও সে নিজের কাছে নিজেকে লুকোতে পারছে না।

'দাদা!' সুরঙ্গমার গলা। শুদ্ধদেব উঠে বসল।

ঘরে ঢুকল সুরঙ্গমা, 'এই সকালবেলায় তুই শুয়ে আছিস কেন?'

শুদ্ধদেব আড়চোখে জানলা দেখে নিল। আধা ভেজানোই আছে। জবাব না দিয়ে হাসল।

'তুই এত কম কথা বলিস, পড়াস কী করে?'

'ওই আর কী। কী ব্যাপার?'

'আমার ডিভোর্স কেসটা কাকে দিয়ে করাব? উকিল জানা আছে?'

'আমি তো ঠিক—।' আমতা আমতা করল শুদ্ধদেব।

'কেন? তুই পিন্টুদাকে চিনিস না?'

'পিন্টু? আমাদের পাড়ার পিন্টু?'

'হ্যাঁ। মেজদার বন্ধু ছিল তো—।'

'ও তো, মানে, ওর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তেমন কাজকর্ম করে বলে মনে হয় না। বেশির ভাগ দিনই তো বাড়িতে দেখি।'

'ও নিজে না করুক, ভাল উকিলের খবর তো দিতে পারবে। তুই একবার যা না। প্লিজ। খুব উপকার হয় তাহলে।'

'ঠিক আছে, যাব। উকিল যখন চেম্বার আছে নিশ্চয়ই।'

'ওর চেম্বার তো বাড়িতেই।'

'তাহলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আয় কখন আমি যাব।'

'ঠিক আছে।'

'একিরে, তুই জানলা বন্ধ করে দিয়েছিস কেন?' সুরঙ্গমার গলায় কৌতুক।

'রোদ আসছিল, তাই।'

'ও। হ্যাঁ দাদা, তোকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'গিয়ে বলব।'

আধঘণ্টা বাদে শুদ্ধদেব ফিরে এল। মায়ের ঘরে ঢুকে দেখল সুরঙ্গমা মায়ের পাশে বসে তরকারি কাটছে। দাদাকে দেখে সুরঙ্গমা চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করল।

শুদ্ধদেব বলল, 'দূর। কিরকম পাল্টে গেছে পিন্টুদা। তিনটে কথা বললে একটার জবাব দেয়। তাও হুঁ হাঁ। চেম্বারে বসে আছে কিন্তু কোনও লোক নেই। ওর ওপর কারও বোধহয় আস্থা নেই।'

মনোরমা বললেন, 'আহা। অল্পবয়সী বউটা চোখের ওপর মারা গেল!'

সুরঙ্গমা বলল, 'তাহলে সংসারে থাকা কেন, সন্ন্যাসী হয়ে যাক।'

বুদ্ধদেব বই পড়তে পড়তে বললেন, 'ঠিক বলেছিস।'

মনোরমা বললেন, 'তা তো বলবেই। ও তো আর পাঁচজনের মতো নয়।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তাকেই অ্যাবনর্মাল বলে। বাড়িতে একটা তাজমহল তৈরি করে চেয়ে থাকতে বলো। রাবিশ।' বুদ্ধদেব আবার বই-এ চোখ রাখলেন।

সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আমার কথা বলেছিস ?'

'হ্যাঁ। বলল, বুঝিয়ে বলতে যাতে ওসব না করিস।'

'কাণ্ড দ্যাখো, কেস করলে আমার কাছে টাকা পাবে না বলে ভেবেছে নাকি ? তা আমাকে যদি বোঝাতে না পারিস তা হলে কখন যেতে বলেছে ?'

'ও এগারোটা পর্যন্ত চেম্বারে থাকে।'

সুরঙ্গমা বলল, 'মা, তুমি বাকিটা কেটে নাও। আমি কাপড়টা পাল্টে একটু ঘুরে আসি। বুঝলে ?' সুরঙ্গমা উঠে গেল।

পিন্টুদের বসার ঘরটাই কি চেম্বার ? ঘরে ঢুকে দেওয়ালে প্রচুর আইনের বই দেখতে পেল সে। পিন্টু চেয়ারে বসে কিছু একটা মন দিয়ে পড়ছিল। সে যে ঘরে ঢুকেছে তা দ্যাখেনি। সুরঙ্গমা বলল, 'আমি এসেছি।'

তড়িঘড়ি বইটা বন্ধ করে সোজা হল পিন্টু, 'ও।'

'দাদা নিশ্চয়ই আমার কথা বলেছে।'

'হ্যাঁ, একটু আগে এসেছিলেন।'

'আমাকে এখন কী করতে হবে ?'

'আমি বলি কী, আর একবার চেষ্টা করো। বিয়ে ভেঙে দিলে তো সবই চুকে গেল। যদি, একটু অ্যাডজাস্ট করলে—।' কথা থামিয়ে দিয়ে সুরঙ্গমা বলল, 'তোমার যা দক্ষিণা তা তুমি ঠিকই পাবে।'

'ও। বসো তাহলে। আমি টাকার কথা ভেবে অবশ্য কথাটা বলিনি। বসো।'

সুরঙ্গমা বসল। পিন্টুদা বলল, 'আজকাল সবাই টাকাকেই সমস্যার সমাধান বলে মনে করে। কিন্তু আমি একটু পুরনো ধরনের মানুষ তো—। যাকগে, তোমার স্বামীর নাম ঠিকানা এবং কী করেন তা এই কাগজে লিখে দাও।'

সুরঙ্গমা কাগজটা নিয়ে লিখল। লিখে দিল।

পিন্টুদা সেটা পড়ার পর বলল, 'তোমাদের ছেলেমেয়ে আছে ?'

'না। তাহলে তো আরও মরতাম।'

'ও। এই গোবিন্দলালবাবুর বিরুদ্ধে তোমার যে অভিযোগগুলো আছে তা কোর্টে প্রমাণ করতে পারবে ?'

'সব কিছু কি প্রমাণ করা যায় ? বেডরুমে যা ঘটছে তার সাক্ষী কোথায় পাব ?'

'তবু কোনও চিঠিপত্র অথবা ওইরকম কিছু—।'

'ওইরকম কিছু মানে ?'

'তোমার বাবাকে কোনও দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে, তোমার ওপর এমন অত্যাচার করেছে যে তোমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, সেই হাসপাতালের ডকুমেন্ট—! এইসব।'

'না। তেমন কিছু ঘটেনি। ওর আর আমার নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল ব্যাঙ্কে, সেখানেও কোনও ইনস্ট্রাকশন দেয়নি। আমি টাকা তুলেছি।'

'বাঃ। আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কেস ফাইল করলে গোবিন্দলালবাবু কি কনটেস্ট করবেন না ? তাহলে অবশ্য অসুবিধে নেই।'

'করলেও করতে পারে।'

'করলে তো প্রমাণ করতে হবে আমাদের যে তিনি মানুষটা খারাপ।'

'কী কী গ্রাউন্ডে ডিভোর্স সহজেই পাওয়া যায় ?'

'ওঁর যদি মারাত্মক সংক্রামক অসুখ থাকে, উনি যদি উন্মাদ হন অথবা ওঁর যদি বাবা হবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে ওটা সহজ হয়।'

'বাঃ। তাহলে চুকে গেল। ওই শেষটা ওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

'তাই ?'

'আমি বলছি আর তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'হচ্ছে। তবে একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই যে।'

'ও তো কোনও ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে যায়নি। আমি বললে হবে না ?'

'গোবিন্দবাবু কনটেস্ট করলে হবে না।'

'তাহলে তুমি কী জন্যে আছ ? আমার ওপর শারীরিক অত্যাচার সে করেনি বটে কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক অত্যাচার করেছে। আমার কোনও কনজ্যুগাল লাইফ নেই। সব দিক দিয়ে আমি বঞ্চিত। তাই ওই বিয়ের বন্ধন থেকে রেহাই চাই। পিন্টুদা, তোমরা উকিলরা অনেক মারপ্যাঁচ জানো। একটা পথ বের করো। প্লিজ।'

পিন্টুদা চুপ করেছিল। সুরঙ্গমার মনে হল না সে ব্যাপারটা নিয়ে একটুও ভাবছে।

সুরঙ্গমা বলল, 'পিন্টুদা—!'

পিন্টুদা তাকাল। মুখে কিছু বলল না।

'আমার ওপর তোমার খুব রাগ আছে, না ?'

'রাগ ? কেন বলো তো ?'

'তোমার কি কিছুই মনে নেই।' সুরঙ্গমা হঠাৎ অসহায় বোধ করল, 'সেই যে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটা ছেলেমানুষি করেছিলাম। তোমাকে ছি ছি বলেছিলাম। আসলে তখন কিছুই বুঝতে শিখিনি তো—!'

'না, না—। সেটা তুমি ঠিক করেছিলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা ধাক্কা দরকার হয়। যাকগে, আমি একটু ভেবে দেখি, বাসুদেবকে আমি জানিয়ে দেব।'

'এর মধ্যে মেজদাকে টানছ কেন ? মেজদা তো ডিভোর্স করছে না!'

'ওঃ—। তুমি যদি দিন কয়েক বাদে আমাকে একটা ফোন করো—।'

ফোন করতে হবে কেন ? একই গলিতে থাকি, ছোটবেলা থেকে জানাশোনা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিজেই চলে আসব। তোমার দুর্ঘটনার খবর আমি শুনেছি। খুব খারাপ লেগেছে। মা তোমার স্ত্রীর খুব প্রশংসা করছিল। এখন এ বাড়িতে আর কে কে আছে?'

'আমার মা।'

'ও। মাসিমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?'

'আজ থাক।'

'তুমি খুব বদলে গিয়েছ পিন্টুদা।'

এতক্ষণে পিন্টুদাকে একটু হাসতে দেখল সুরঙ্গমা, 'তুমি তো আগে আমাকে ভাল করে দেখতেই না, বদলে যাওয়াটা বুঝলে কী করে?'

'ও। তা হবে। কিন্তু আমার কেসটা করে দিতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি পারো। আইনের কোনও ফাঁক থাকলে অথবা অন্য কোনও উপায়ে—।'

'এত ব্যস্ত কেন তুমি?'

'আমার আর ভাল লাগছে না। হ্যাঁ, কত দিতে হবে আজ?'

'এখন কিছু দিতে হবে না।'

'সে কি? তোমার সময় নষ্ট করলাম। তা ছাড়া তুমি আমার কেস নিয়েছ, তোমাকে অ্যাডভান্স করব না?' ব্যাগ খুলল সুরঙ্গমা।

'আমি এখনও কেস নিইনি। তোমাকে যোগাযোগ করতে বলেছি। কেস করলে নিশ্চয়ই টাকা নেব।' পিন্টুদা মুখ নামাল। ব্যাগ বন্ধ করে ফিরে গেল সুরঙ্গমা। তার মনে হল, এমন নির্লিপ্ত লোক বলেই চেম্বারে আর কোনও ক্লায়েন্ট নেই। একে দিয়ে চলবে?

মুখে যাই বলুক, সুরমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না মা বাবা কী করে সুরঙ্গমার ডিভোর্স সাপোর্ট করছে। দেখতে দেখতে তো সুরঙ্গমার চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। এই সময় কি আর শরীরের চাহিদা তেমন থাকে! গোবিন্দলাল যদি অক্ষমও হয় তবে সেটা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কী আছে!

সুরমা দেবব্রতকে বলেছিল গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা বলতে। গোবিন্দলাল যেন কিছুতেই সুরঙ্গমার প্রস্তাবে রাজি না হয়। দেবব্রত প্রথমে আপত্তি করেছিল। এ যেন ঘরের লোককে কিছু না বলে বাইরের লোককে ধমক দেওয়া। তবু তাকে স্ত্রীর কথা মেনে নিতে হয়েছিল। টেলিফোনে গোবিন্দলালকে বলেছিল অফিসে আসতে। কথা আছে।

রিটায়ারমেন্টের আর দেরি নেই। এখন দশটার আগেই অফিসে চলে আসে দেবব্রত। একটা ফাইল খোলা মানে অবসরজীবনে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া। আজকের প্রথম ফাইলটাই ছিল একটা ফার্মের যাদের অ্যাকাউন্টসে কোনও খুঁত বের করতে পারেনি সে। প্রতিটি ট্রানজাকসন চেকে হয়েছে এবং তার সব প্রমাণ রিটার্নের সঙ্গে রয়েছে। এরকম একটা কেস হাত থেকে বের হয়ে যাবে

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভেবে খারাপ লেগেছিল দেবব্রতর। পার্টির উকিলকে ডেকে কয়েকটা খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলল। যেহেতু ওদের অর্ডারটা পাওয়া জরুরি ছিল তাই দেবব্রতর দাবি মেনে নিয়েছিল। আজ চেয়ারে বসে ফাইলটা খুলতেই পার্টির লোক এসে খাম দিয়ে গেল। ওই খামে দশ হাজার আছে। খাম খুলে একশ টাকার পিন করা বান্ডিল দেখে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে সে বলল, 'বিকেলে এসে অর্ডার নিয়ে যাবেন।' লোকটা কৃতার্থ হল।

এগারোটা নাগাদ গোবিন্দলাল এল। তাকে বসতে বলে দেবব্রত বলল, 'কি হে ছোটবাবু, স্ত্রীর ওপর তোমার কন্ট্রোল নেই কেন? কী হয়েছে?'

'এটা যখন জানেন তখন বাকিটাও জানা উচিত।'

'জেনেছি। আসলে তোমার দিদি বললেন কথা বলতে। তাই বলছি। তিনি চান সুরঙ্গমাকে তুমি ডিভোর্স যেন কিছুতেই না দাও।'

'তাতে তাঁর লাভ?'

'তাঁর আবার লাভ কিসের! এটা একটা সামাজিক অসম্মানের ব্যাপার। আমরা যদ্দিন বেঁচে থাকব মাথা উঁচু করে থাকব। নিজেদের মধ্যে গোলমাল থাকতেই পারে কিন্তু সেটা বাইরের লোক জানবে কেন? আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'দিদিকে বলবেন ওই প্রশ্নগুলো তাঁর বোনকে জিজ্ঞাসা করতে।'

'সুরমা তো তার বোনকে সাপোর্ট করছে না। শ্বশুরশাশুড়ি তো ছোট মেয়ের স্নেহে একদম অন্ধ। ওঁদের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের শালাবাবুরাও খুশি নয়। কী খাবে? চা না ঠাণ্ডা?

'কিছু না। এই জন্যেই আমাকে ডেকেছিলেন?' গোবিন্দলাল উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ ভাই। তোমাদের সমস্যা তো আমাদেরও। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, এর মধ্যে কোনও থার্ড পার্টি আছে কি না? তোমার জীবনে অথবা সুরঙ্গমার জীবনে?' দেবব্রত নিচু গলায় প্রশ্ন করতেই দরজায় দু'জন লোককে দেখা গেল।

দেবব্রত গলা তুলল, 'এখন নয়। আমি এখন ব্যস্ত। বেয়ারাকে স্লিপ দিন।'

'সরি। আমরা অপেক্ষা করতে পারছি না।' দু'জনের পেছনে আরও কয়েকজন ঘরে ঢুকল। দেবব্রত দেখল এদের মধ্যে তার ওপরতলার অফিসারও আছে।

টাকমাথা একজন বলল, 'আমরা সি বি আই থেকে আসছি। আপনি একটু উঠে দাঁড়ান।' লোকগুলো ওর শার্ট প্যান্টের পকেট সার্চ করতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত ড্রয়ার। আর ড্রয়ারের ওপরেই মোটা খামটা।

'ওটা তুলুন। প্লিজ।'

দেবব্রত তুলল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

নয়

আধঘণ্টা বাদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড অসহায় বোধ করছিল গোবিন্দলাল। ঘুষ নেবার অভিযোগে হাতে-হাতে ধরেছে দেবব্রতকে। দেবব্রত প্রথমে অস্বীকার করেছিল। তার টেবিলে কেউ ওই প্যাকেট আগে থেকে রেখে গেছে যা সে জানে না। নোটের নাম্বারগুলো আগেই অফিসারদের কাছে ছিল। মিলিয়ে নেওয়া হল। তারপর এক গ্লাস সাদা জলে দেবব্রতর আঙুল ডোবানো হতেই জল রঙিন হয়ে গেল। টাকার গায়ে যা মাখিয়ে রাখা হয়েছিল তা লেগে গেছে দেবব্রতর হাতে।

দেবব্রতকে যে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হল এই খবরটা দিদিকে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে কী করে দেবে? গোবিন্দলাল চলে এল বাসুদেবের ব্যাঙ্কে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল দেবব্রতর কথা। যে সামাজিক অসম্মানের কথা দেবব্রত তাকে বলেছিল তা নিজের বেলায় কী করে মোকাবিলা করবে? ভায়রাভাই ঘুষ নেয়। না নিলে অত সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় না, ওই রকম ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এ কথা বললে সুরঙ্গমা খেপে যেত। বলত, তোমার নজর ছোট তাই সবাইকে খারাপ ভাবছ।

ব্যাঙ্কে গিয়ে বাসুদেবকে আড়ালে ডেকে এনে ঘটনাটা বলল গোবিন্দলাল। শুনে চমকে উঠল বাসুদেব, 'সেকি?'

'হ্যাঁ। এখন দিদিকে খবর দেওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু— ! দাঁড়াও সুদেবকে একটা ফোন করি।'

সুদেবকে টেলিফোনে ধরে ঘটনাটা জানাল বাসুদেব। সুদেব বলল, 'এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে? বোফর্স হাওলা থেকে শুরু করে ওপরতলার প্রতিটি স্টেপেই তো ঘুষের লীলাখেলা। ধরা পড়লে প্রেস্টিজ বাড়ে বই কমে না। দিদিকে ফোন করে বলো ওদের উকিলের সঙ্গে কনসাল্ট করতে। দু'নম্বরি যারা করে তারা উকিল ঠিক করে রাখে।'

বাসুদেব এরকম নির্লিপ্ত সংলাপে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলল, 'তাহলে তুই টেলিফোন কর। আমি ভাবছি মা-বাবার কথা।'

'কেন?'

'এই বয়সে খুব ধাক্কা খাবেন। যদি জেলটেল হয়ে যায়। হাতে নাতে তো—।'

'দূর। ঘুষ নিয়ে ভারতবর্ষে কজনের জেল হয়েছে, অ্যাঁ? আচ্ছা, আমিই জানিয়ে দিয়েছি। ও হ্যাঁ, সেজদা, তুমি ফোন করে ভাল করেছ। অফিস থেকে খুব প্রেসার দিচ্ছে। আমাকে ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে উঠে যেতেই হবে। তবে শনি-রবিবার বাড়িতে থাকব। সপ্তাহে পাঁচটা দিন মাত্র। ওকে?' ফোন নামিয়ে রাখল সুদেব।

গোবিন্দলাল পাশে দাঁড়িয়েছিল। বাসুদেবের মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী

হল?'

বাসুদেব বলল, 'সুদেব বাড়ি ছাড়ছে। অফিসের ফ্ল্যাটে যাবে বলল।'

'ও।'

'যাবে যাক। কিন্তু বলার ধরনটা খারাপ লাগল। তা ছাড়া সুরঙ্গমা ডিভোর্স করতে যাচ্ছে, দেবব্রত জেলে যাচ্ছে, এটা কি বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় হল? আচ্ছা, তুমি, তুমি কি সুরঙ্গমার কাছে একটু নরম হতে পারো না?' বাসুদেব ওর হাত ধরল।

'ও যদি মানিয়ে চলে, বাড়ি ফিরে আবার ঝামেলা না বাধায় তাহলে আমি তুলোর মতো নরম হতে পারি মেজদা। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার উচিত একবার দিদির বাড়িতে যাওয়া। উনি তো একা থাকেন।' গোবিন্দলাল বলল।

'তাহলে তুমিও চলো। এসব ব্যাপারে আমি কিরকম নার্ভাস হয়ে পড়ি।'

ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়া পেতে একটু দেরি হয়ে গেল। ওরা যখন সুরমার বাড়িতে পৌঁছল তখন সেখানে শোকের পরিবেশ। হঠাৎ কেউ মারা গেলে আত্মীয়দের মুখের অবস্থা যেরকম হয় সেই মুখ নিয়ে বসে আছে দেবব্রতর জামাই। সুরমা কেঁদে চলেছে, তাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে তার মেয়ে। বাসুদেব আর গোবিন্দলাল শোক শোক মুখ করে বসল।

সুরমা বলল, 'আমি কী করব এখন?' তার গলায় সত্যিকারের কান্না ছিল।

বাসুদেব বলল, 'কোনও উকিল ঠিক করা আছে?'

'উকিল? উকিল ঠিক করা থাকবে কেন?' সুরমা চিৎকার করে উঠল।

ফাঁপড়ে পড়ল বাসুদেব। সুদেবের বলা কথা তার মাথায় ছিল বলে সে অঝোরে বলে ফেলেছে। গোবিন্দলাল পরিস্থিতি সামলাল, 'না। উনি ঠিক বোঝাতে পারলেন না। এখন একজন ভাল উকিল দরকার যিনি ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনবেন। সেরকম কাউকে কি জানা আছে?'

সুরমা এ বার জামাই-এর দিকে তাকাল, 'তোমার কাকাই তো উকিল। ওঁকে তুমি বলো। এখনই।'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'এ অনুরোধ আমাকে করবেন না।'

বাসুদেব অবাক হল, 'কী বলছ তুমি? তোমার শ্বশুরমশাই এখন বিপদে পড়েছেন আর তুমি তাকে সাহায্য করবে না।'

'বিপদে তিনি পড়েননি, বিপদ ডেকে এনেছেন।'

সুরমা কান্না ভুলে গেল, 'তার মানে?'

'সরকারি চাকরি করে তার সুবিধে নিয়ে তিনি পার্টির কাছ থেকে দু' হাতে টাকা আদায় করেছেন। ঘুষ কেউ ভালবেসে দেয় না, বাধ্য হয়ে দেয়। আমার কাকা তো জানতেই পারবেন লোকটি ঘুষ নিত এবং তাঁকে বাঁচাতে হবে। আমার পক্ষে ওঁকে এই কেস নিতে বলা সম্ভব নয়।' ছেলেটি গম্ভীর মুখে বলল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুরমা ডুকরে উঠল, 'খুকি, ও কী বলছে রে।'

'আমি কী বলব বলো। বাপি যখন ঘুষ নিত তখন তুমি নিষেধ করোনি কেন? এসব করলে একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হবে তা জানতে না।'

'চুপ কর। ও যদি ওভাবে টাকা না নিত তাহলে তোমার বিয়ে ওইরকম সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে পারতাম? তুমি জানতে না কীভাবে টাকা আসছে? তখন দামি দামি জিনিস নিলে কী করে দু'হাতে? লজ্জা লাগল না?'

'না। আমি তখন জানতাম না! এত সব কথা বুঝতাম না। বিয়ের পর ও সব পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু বাপিকে বলতে সঙ্কোচ হত বলে আমি বলিনি। যাক গে, তোমরা অন্য উকিল দ্যাখো।' মেয়ে বলল।

গোবিন্দলাল বলল, 'দাদা, আমার সঙ্গে চলুন। আমার কেস যিনি দেখাশোনা করেন তাকেই খুলে বলি। বলাটা যদিও অস্বস্তিকর!'

সুরমা উঠে এল, 'তাই যাও। যত টাকা লাগে লাগুক, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। একবার বাইরে বেরিয়ে এলে আর কাউকে চিন্তা করতে হবে না। কী কপাল, যার জন্যে চুরি করল সেই বলছে চোর। এত লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আমি কী করব যদি সে জেলে থাকল!'

ঠিক, সেই সময় দু'টো গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সি বি আই-এর লোকজন দেবব্রতর স্টেটমেন্ট পেয়ে তাকে নিয়ে এসেছে বাড়ি সার্চ করতে। ব্যাঙ্কের লকার ইতিমধ্যে সিজ করে দিয়েছে তারা। স্বামীকে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুরমা। দেবব্রতর মাথা বুকের ওপর নুইয়ে পড়েছে। ওরা কাউকে বাড়ির বাইরে যেতে দিল না সার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা ক্যাশ, প্রচুর সার্টিফিকেট আর গহনা নিয়ে ওরা ফিরে গেল লিস্টে সই করিয়ে। সুরমা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। তার জ্ঞান চলে গেছে।

বুদ্ধদেব ছেলের দিকে তাকালেন। এখন সবে সন্ধে। সুদেবের এই সময় বাড়িতে ফেরার কথা নয়। কিন্তু ফিরেছে এবং তাঁদের সামনে বসে আছে। তিনি কিছু বলার আগেই মনোরমা বললেন, 'এখানে তোর কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

'বিন্দুমাত্র নয়। তোমরা আছ, দাদারা রয়েছে, আমি তো খুব নিশ্চিন্তে আছি। কিন্তু মুশকিল হল কোম্পানি আমাকে প্রমোশন দিতে চাইছে। সেই সময় ওরা চাইছে ওদের দেওয়া ফ্ল্যাটে থাকি। প্রচুর স্পেস আছে, পার্টি দিতে সুবিধে হবে।' সুদেব বিনীত গলায় বলল, 'আমি প্রথমে রাজি হইনি। কিন্তু ওদের অনুরোধ মানে আদেশই বলা যেতে পারে। না শুনলে আমার ক্ষমতা কেড়ে নেবে নিঃশব্দে। তা আমি বলি কী, আমি যেমন শনিবার এখানে এসে রবিবার ফিরে যাব তেমনি তোমরাও সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে আমার ওখানে যেতে পারো। এ বাড়ির বাইরে তো কোথাও বের হও না। এ সুযোগে সেটা হবে।'

মনোরমা স্বামীর দিকে তাকালেন। তাঁকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল।

বুদ্ধদেব বললেন, 'ঠিক আছে। চাকরির প্রয়োজনে লোকে দূর দেশে গিয়ে থাকে। তোমাকে তো এই শহরেই পাওয়া যাবে। একথা বলতে এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? স্বচ্ছন্দে যেতে পারো।'

সুদেব খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল এই সময় বাসুদেব ঢুকল। তাকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। ভাইকে বাবা-মায়ের ঘরে দেখে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'বলেছিস?'

সুদেব মাথা নাড়ল, 'না।'

বাসুদেবের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'সে কি?'

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?'

সুদেব বলল, 'তোমাদের কথাটা বলতে পারিনি। জামাইবাবুকে পুলিশ আজ অ্যারেস্ট করেছে।'

'অ্যারেস্ট? কেন?' মনোরমা চমকে উঠলেন।

'সম্ভবত কোনও পার্টি ট্র্যাপ পেতেছিল। উনি ডেসপ্যারেট হয়ে সেই ট্র্যাপে পা দিয়েছেন। ঘুষ নিয়েছেন এবং সেটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে।' সুদেব বলল, 'অবশ্য এ নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আজ অথবা কাল জামিন পেয়ে যাবেন। তার পর কেস লড়তে হবে। ভারতবর্ষে ঘুষের অপরাধ প্রমাণ করা খুব সহজ নয়। জামাইবাবুরও কিছু হবে না।'

মনোরমা বিড় বিড় করলেন, 'দেবব্রত ঘুষ নিত?'

'আশ্চর্য! তোমরা কি চোখ বন্ধ করে থাকো? একজন ইনকামট্যাক্স অফিসার যা মাইনে পায় তাতে জামাইবাবুর মতো ঠাটবাট বজায় রাখা যায়? মুশকিল হল, নিতে নিতে ওঁর সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে আর রাখঢাক ছিল না। বেশি বেড়ে গেলে যা হয় তাই হয়েছে। আচ্ছা, চলি, আমাকে আবার বেরুতে হবে।'

সুদেব বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বুদ্ধদেব মেজ ছেলের দিকে তাকালেন, 'কিছু বলবে?'

'না, মানে, দিদিকে এখন এ বাড়িতে আসতে বললে ভাল হয়।'

'কেন?'

'খুব নার্ভাস হয়ে গেছে। কান্নাকাটি করছে। একা তো।'

'একা কেন? তার মেয়ে জামাই তো আছে।'

'না। জামাই বলে দিয়েছে সে শ্বশুরকে সমর্থন করে না। তার কাকা উকিল। দিদি সেই কাকাকে কেসটা নিতে বলেছিল। জামাই রাজি হয়নি।'

'মেয়ে?'

'মেয়েও তার স্বামীকে সাপোর্ট করেছে।'

'বাঃ! এরকম তো শোনা যায় না। দেবব্রতর যা কিছু সম্পত্তি তো ওরাই পাবে। অথচ দেবব্রতর বিপদে ওরা পাশে দাঁড়াচ্ছে না ব্যাপারটা অন্যায়

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলে। পরে দেবব্রত তো ওদের বঞ্চিত করতে পারে সম্পত্তি থেকে। তবু ওরা—। নাঃ, সততা শব্দ এখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি।' বুদ্ধদেব তারিফ করলেন।

মনোরমা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'তাহলে দেবব্রত এখন কোথায়?'

'পুলিশের হেফাজতে। কাল কোর্টে তুলবে। তখন জামিনের চেষ্টা হবে। গোবিন্দলালের পরিচিত একজন উকিলকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি কেসটার।'

'যদি জামিন না দেয়?'

বাসুদেব কিছু উত্তর দিতে পারল না। মাথা নিচু করে রইল।

সেটা লক্ষ করে সুরমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

বুদ্ধদেব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছ কেন?'

'তুমি কিছু করো। মেয়েটার কথা ভাবো।'

'যে যেমন কর্ম করছে তেমন ফল ভোগ করবে। তুমি কেঁদে কী করবে?'

'তুমি, তুমি কিরকম বাবা?'

"সেটা তো তোমারই ভাল জানার কথা। তোমার জামাই চুরি করে ফুলে ফেঁপে ছিল। যতদিন সে ধরা পড়েনি ততদিন কেউ তাকে বলেনি কাজটা অন্যায়। এখন ধরা পড়ার পরেও তোমরা তাকে সাহায্য করছ। তার মানে তোমরাও মনে করো ওই চুরি করাটা অন্যায় নয়। তাই না? তার মেয়ে জামাইকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।'

'আমি কি দেবব্রতকে সমর্থন করছি? মেয়ের কথা ভেবে কিছু করতে বলছি।'

'ওই তো তোমার আর এক ছেলে জামাই সেটা করে এসেছে। তবে আমার কাছে এসে কেউ যেন কান্নাকাটি না করে।' বুদ্ধদেব চোখ বন্ধ করলেন।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুরমা কোথায় আছে?'

'বাড়িতেই। আমি এখানে আসতে বলেছিলাম, রাজি হল না।' বাসুদেব জবাব দিল।

'কেন?'

'লজ্জায়। কী করে মুখ দেখাবে ভেবে পাচ্ছে না।'

'ন্যাকামি?' বুদ্ধদেব রেগে গেলেন, 'এতদিন যখন বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা এসে হাতে দিত তখন তোমার মেয়ের সঙ্কোচ লজ্জা হত না? সে জানত কী করে টাকাগুলো আসছে। তখন নিয়েছে কী করে? অনেক হয়েছে। আমি এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না। বাসুদেব, তোমার জামাইবাবু জেলে গিয়েছে। ছোট বোন স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে পারবে না ঠিক করে ডিভোর্স নিতে চাইছে। তোমার ছোট ভাই কোম্পানির দোহাই দিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে চলে যাবে বলে আজ জানিয়ে গিয়েছে। এখন বাকি রইলে তোমার দাদা আর তুমি। তোমরাও একটা কিছু করো। বাকি রাখার তো কোনও মানে হয় না।'

বাসুদেব কাতর গলায় বলল, 'বাবা, আমি কি আপনাদের কখনও দুঃখ দিয়েছি?'

'দাওনি। এরাও দিত না যদি আমি এত দীর্ঘকাল বেঁচে না থাকতাম। আয়ু দীর্ঘ হলে অশান্তি পেতেই হয়। এ তোমাদের দোষ নয়।' বুদ্ধদেবের কথা শেষ হতেই সুরঙ্গমা ঘরে ঢুকল প্রায় ঝড়ের বেগে, 'মা, এ কী শুনছি? জামাইবাবু—!'

কেউ উত্তর দিল না। সুরঙ্গমা বুঝল এঁরা জেনে গেছেন। সে বলল, 'এখন কী হবে? ওদের সব টাকা পয়সা সোনাদানা গভর্নমেন্ট কেড়ে নেবে?'

বাসুদেব বলল, 'প্রমাণ করতে হবে ওগুলো ওদের।'

'কী করে প্রমাণ করবে? তোমাদের ছোট জামাই আমাকে প্রায়ই বলত, তোমার জামাইবাবু যেভাবে লুটছেন ধরা পড়লে বেরুবার পথ খুঁজে পাবেন না। কিন্তু দিদির কী হবে? আমি কি দিদিকে এখানে নিয়ে আসব?'

'সে এ বাড়ির ঠিকানা জানে, পথও চেনে। তোমাকে পাকামি করতে হবে না।' বুদ্ধদেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার উকিল পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, বাবা।' গলা নামাল সুরঙ্গমা।

'কোথায়? কী নাম?'

'মেজদার বন্ধু, পিন্টুদা।' সুরঙ্গমা জবাব দিল।

বাসুদেব অবাক, 'তুই পিন্টুর কাছে গিয়েছিলি? ও কি এখনও কেস করে? ওর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর শুনেছিলাম কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আমি তো ওঁকে নর্মালই দেখলাম। সব কথা বলেছি, উনি ভেবে বলবেন। হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' সুরঙ্গমা বাসুদেবকে বলল।

মনোরমা এতক্ষণ গুম হয়ে ছিলেন, বললেন, 'পিন্টু যদি স্বাভাবিক হয়ে যায় তাহলে ওকেই দেবব্রতর কেসটা দেখতে বলো। জানাশোনা ছেলে, আন্তরিকভাবে করবে।'

'না মা!' বাসুদেব মাথা নাড়ল, 'পাড়ার ভেতর সব জানাজানি হয়ে যাবে।'

'তাহলে তুমি মনে করছ ব্যাপারটা এত বড় অন্যায় যে লুকিয়ে রাখা উচিত।' বুদ্ধদেব মেজ ছেলের মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন।

'আমি তো কখনও বলিনি অন্যায় নয়।' বাসুদেব সাফাই গাইল।

'তাহলে সেই অন্যায়কে তুমি সাপোর্ট করছ?'

'উপায় কী! দিদির কথা ভেবে করতে হচ্ছে।'

বুদ্ধদেব উঠে দাঁড়ালেন, 'মানুষের অজুহাত খুঁজে পাওয়ার রাস্তা অফুরন্ত।'

'আপনি যদি আদেশ দেন তাহলে আমি ওদের ব্যাপারে থাকব না।'

'আমি আদেশ দেব কেন? তোমরা বড় হয়েছ। ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছ। তোমাদের বিচারবুদ্ধি যা বলে সেই মতো করবে।'

বাসুদেব ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। সুরঙ্গমার দিকে তাকিয়ে বলল,

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তুই বোধহয় কাজটা ঠিক করছিস না।'

'কোন কাজ ?'

'আজ দুপুর থেকে গোবিন্দলাল আমার সঙ্গে ছিল। সেই ছুটোছুটি করে উকিল ঠিক করল। তখন ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। টাকা-পয়সার সমস্যা ওর এত বেশি যে সবসময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু ছেলেটা ভাল। ব্যাপারটা ভাব।'

'আমার ভাবনা শেষ হয়ে গেছে দাদা। এখন তোমার কাছে ভাল ভাল কথা বলেছে বলে তুমি নরম হয়ে গেছ।' সুরঙ্গমা বলল।

বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমরা এ ঘর থেকে যাবে ? আমাকে একা থাকতে দাও।'

ওরা চলে গেল। মনোরমা বিছানা থেকে নামতে গিয়ে যন্ত্রণাটা আবিষ্কার করলেন। বাতের ব্যথা বেড়েছে তার। কোনও রকমে খাট ধরে দাঁড়ালেন তিনি।

বুদ্ধদেব বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'আমার এসব ভাল লাগছে না।'

'তুমি বসো।' বুদ্ধদেব এগিয়ে এলেন। স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, 'উঠতে পারবে ?'

'হ্যাঁ।'

'হঠাৎ ব্যথাটা বাড়ল কেন ?'

'জানি না।'

ধীরে ধীরে আবার খাটে উঠে বসলেন মনোরমা। তার পর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সেই সময় শুদ্ধদেব এ ঘরে ঢুকছিল। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে সে পিছিয়ে গেল। মাকে এভাবে কাঁদতে সে কখনও দ্যাখেনি। মা কেন কাঁদছে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করতে ওর সঙ্কোচ লাগল।

ধীরে ধীরে ছাদের এক কোণে চলে এল শুদ্ধদেব। কলকাতা শহরে এখন কোটি কোটি হীরে জ্বলছে। মায়ের কী হয়েছে জানবার জন্যে তার মন ছটফট করছিল। সে নীচের দিকে তাকাল। তার পর আশেপাশের বাড়ির দিকে। এবং তখনই সেই নতুন ভাড়াটে-বউটিকে দেখতে পেল। ঘরের ভেতর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব সাজছে। মেয়েটির বয়স হয়েছে কিন্তু ভাবভঙ্গিতে সেটা ধরা পড়ে না। খোঁপায় ফুল গুঁজল মেয়েটি। কালো খোঁপায় লাল ফুল! লালই তো। একটু বাদেই একজন পুরুষ দরজায় এসে কিছু বলল। মেয়েটি হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বলল। দু'তিনবার আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে মেয়েটি দরজার দিকে এগোল। শুদ্ধদেব বুঝল লোকটি মেয়েটির স্বামী। ছোঁয়া বাঁচিয়ে স্বামীকে চুমু খেয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। শুদ্ধদেব নিঃশ্বাস ফেলল। কী সুখী জীবন ওদের। ওদের

বলতে মেয়েটির একার। স্বামী যদিও ভাবছে সে-ও সুখী কিন্তু বাস্তব কি তাই ? মেয়েটির অন্য প্রেমিকের অস্তিত্ব কি স্বামী জানে ?

'তুই এখানে ?'

সুরঙ্গমার গলা পেয়ে ঝটপট ঘুরে দাঁড়াল শুদ্ধদেব।

'কখন এসেছিস ?'

'এই তো। মায়ের, মায়ের কী হয়েছে ?

'কেন ?'

'মা খুব কাঁদছে।'

'কাঁদছে ? তাহলে তোর চিন্তায়।'

'আমার ? আমি কী করেছি ?'

'বিয়ে থা না করে একা আছিস, তাই।'

'ধ্যেত। মা আমাকে বলেছে বিয়ে না করে আমি ভাল করেছি।'

'সেটা আগে বলেছিল। এখন নয়।'

'এখন আবার কী হল ?'

'তুই তো কোনও খবর রাখিস না। জামাইবাবুকে পুলিশ ধরেছে ঘুষ নেবার জন্যে। এক্কেবারে হাতে হাতে।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ। ছোটদা ক্যামাক স্ট্রিটে চলে যাচ্ছে এ বাড়ি ছেড়ে। এসব সহ্য করতে পারছে না মা। বাবা শক্ত, ওঁর সহ্য করার ক্ষমতা আছে, মা নরম তাই পারছে না। দাদা, তুই আর দুঃখ দিস না।'

'কী করব আমি ?'

'তুই এ বার বিয়েতে রাজি হ।'

'দূর।'

'দূর নয়। তোর বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে হয় না আমি মানি না। তাহলে তুই ওই ভাড়াটে বউ-এর কীর্তি দেখতিস না। আচ্ছা, মা বাবা যদি শোনে তুই জানলা দিয়ে ওই বাজে মেয়েটার কাণ্ড দেখিস তাহলে কী কষ্ট পাবে বলো তো ?'

'মানে ?' শুদ্ধদেব অনেককাল বাদে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই ওঁদের বলবি নাকি ?'

'না। আমি কেন বলতে যাব! কিন্তু তুই যদি বিয়ে করিস তাহলে সব সমস্যা মিটে যায়। আমি কথা দিচ্ছি বউদিকেও কিছু বলব না।'

'বউদি ?'

'বাঃ, তুই যাকে বিয়ে করবি সে আমার বউদি হবে না ?'

'দূর! বুড়ো হতে চললাম, এখন আমাকে বিয়ে করবে কে ?'

'তুই রাজি হ, মেয়ের অভাব হবে না।'

'না, অসম্ভব।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কেন ?'

'কী হবে ? তুই তো বিয়ে করেছিলি। শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে থাকতে পারলি ? বল ? অল্প বয়সে বিয়ে হলে অনেক কিছু মানিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু এই বয়সে সেটা সম্ভব নয়। অশান্তি হবেই।'

'ও। তার বদলে তুই জানলা দিয়ে দেখে সাধ মেটাবি।'

'অ্যাই ! আমি তোর থেকে অনেক বড়, ভুলে যাস না।'

'না ভুলছি না। ঠিক আছে, তুই আমার একটা কথা রাখ।'

'কী ?'

'আমি একটা চিঠি দেব, কাল সেটা পৌঁছে দিয়ে আসবি ?'

'কাকে ?'

'আমার এক বন্ধুকে।'

'পোস্টে পাঠা।'

'না। তাতে কাজ হবে না, দেরি হয়ে যাবে। আমার কথাটা রাখ, তোকে আর কখনও বিরক্ত করব না, কথা দিলাম।' সুরঙ্গমা হাসল।

'বেশ। দেব। কিন্তু মায়ের কী হয়েছে তুই জানিস না ?'

'জামাইবাবুর জন্যে মায়ের মন খারাপ। ও ব্যাপারে কথা বলতে যাস না।' সুরঙ্গমা ফিরে গেল। একা দাঁড়িয়ে রইল শুদ্ধদেব।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখন গভীর রাত। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিলেন মনোরমা। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল জীবন এমন অদ্ভুত কেন ? যে মেয়ে দু'দিন আগে মহামূল্য গলদা চিংড়ির মালাইকারি রান্না করে নিয়ে এসেছিল তাদের জন্যে সে এখন চোখে অন্ধকার দেখছে। বাজারে যেদিন দেবব্রত মাছগুলো কিনেছিল সেদিন নিশ্চয়ই অনেকেই ওকে ঈর্ষা করেছে। নিজেরা কিনতে পারছে না বলে আফশোস করেছে। আর আজ ওর খবর শুনে তারা নিশ্চয়ই উল্লসিত হবে।

সুরমা খুব দ্রুত অনেক কিছু পেয়েছে। সংসার করতে গেলে একটা মেয়ের যা যা দরকার হয় তার ঢের বেশি পেয়েছে ও। মেয়েকে সুখী দেখতে কোন মায়ের ইচ্ছে হয় না ? কিন্তু ওর এই বিপুল সুখ দেখে কোথাও একটা অস্বস্তি হত। বারংবার মনে হত ভাগ্যে সইবে তো ? সেইটেই যে সত্যি হয়ে যাবে তা কে জানত !

বুদ্ধদেব শুয়ে আছেন দেড় হাত দূরে। মাঝখানে একটা মোটা পাশবালিশ। ওই পাশবালিশ ডিঙিয়ে বা সরিয়ে অনেক অনেক বছর ওঁরা ঘনিষ্ঠ হননি। আজ তাঁর খুব ইচ্ছে হল মানুষটাকে স্পর্শ করতে। মনোরমা পাশবালিশটাকে নীচে সরিয়ে হাত বাড়ালেন। বুদ্ধদেবের বাজুতে আঙুল রাখলেন।

'ঘুম আসছে না ?' অন্ধকারে বুদ্ধদেবের গলা বাজল।

'না।'

'ওষুধ খাবে ?'

'খেয়েছি। তবু আসছে না।'

'এটাই নিয়ম।'

'মানে ? প্রথম প্রথম আধখানা ট্যাবলেটেই ঘুম এনে দিত। তারপর একটা লাগল। এখন দুটো খেতে হয় তাও ঘুম আসছে না। মনে যত বিষ জমা হচ্ছে শরীর তত প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা সময় আসবে যেদিন কোনও ওষুধেই ঘুম আসবে না।'

কথা বললেন না মনোরমা কিছুক্ষণ। স্বামীর হাতের স্পর্শ পাচ্ছিলেন আঙুলের ডগায়। এই হাত কিরকম শীর্ণ হয়ে গেছে এখন। সেইসব পেশীগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেল ? তিনি শেষ পর্যন্ত ফিসফিস করে বললেন, 'এরকম কেন হল ?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'স্বাভাবিক। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দেখে যেতে হয়েছিল তাঁর সাধের যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও তিনি ওদের রক্ষা করতে পারেননি। আমরা তো কোন ছাড়। সময় বড় নিষ্ঠুর মনোরমা। এখন দিন যত যাবে তত এইসব ঘটনা দেখতে হবে। দীর্ঘ জীবন অভিশাপ।'

'আমি এই জীবন চাইনি।'

'কে চেয়েছিল ? আমি ? কক্ষনো নয়। সাতদিন আগেও যদি মারা যেতাম তাহলে এইসব ঘটনা চোখে দেখতে হত না।'

'ঠিক বলেছ।'

'এখন ভয় হয়।'

'কী ভয় ?'

'ধরো, তুমি যেমন অসুস্থ, তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি কী নিয়ে থাকব ? আরও কত দুঃখ কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হবে ?'

'সেটা তো আমারও। তোমার কিছু হলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। মাথার ওপর তুমি আছ বলে এরা এখনও মুখের ওপর অন্যায় কিছু বলতে সাহস পায় না। তুমি না থাকলে—।'

'তুমি ভেবে দ্যাখো আরও দশ বছর আমি বেঁচে আছি। কথা বলতে পারি না, বিছানায় অসাড়ে প্রাকৃতিক কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে এরা নিশ্চয়ই আয়া রাখবে। পরে খরচের দোহাই দিয়ে যে কী করবে ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। ওভাবে বাঁচার কোনও মানে হয় না।'

'ঠিক বলেছ, এখনই মনে হয় সেকথা।'

'কী মনে হয় ?'

'কেন বেঁচে আছি ? সেই এক কথা বলা, এক খাবার খাওয়া, এক বাতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া। এর বাইরে নতুন কোনও আশা আমার নেই। বেঁচে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

আছি শুধু তোমার জন্যে। তা তুমি আর কত কথা বলবে আমার সঙ্গে। অর্থহীন, একদম অর্থহীন।'

বুদ্ধদেব উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, 'তাহলে মেয়ের জন্যে তুমি অমন করে কাঁদলে কেন? ওদের জড়িয়ে থাকতে চাও কেন?'

'আছি বলেই করছি। অভ্যেস করছি।'

'জীবন থেকে তোমার পাওয়ার কিছু নেই?'

'নাঃ। নেই।'

'আমারও সেই কথা।'

'তবু বেঁচে থাকতে হবে। না চাইলেও কষ্ট পেতেই হবে।'

'যদি বলি তার একটা রাস্তা আছে।'

'কী রাস্তা?'

'আমি যা বলব তাতে তুমি রাজি হবে?'

'তোমার কথার অবাধ্য আমি কখনও হয়েছি?'

'আমরা যদি মরে যাই?'

'মরে যাব? কী করে মারা যাব?'

'মরে যাওয়ার তো কত উপায় আছে। তার মধ্যে দুটো খুব সহজ, যাতে কষ্ট কম হবে, সেইটে বেছে নিলে কেমন হয়?' অনেক দিন বাদে উত্তেজিত হবার সুযোগ পেলেন বুদ্ধদেব। তাই কথা বলতে বলতে স্ত্রীর হাত ধরলেন চেপে।

মনোরমা বললেন, 'তাহলে তো আত্মহত্যা করতে হবে।'

'আত্মহত্যা?'

'তাইতো?'

'বেশ তাই সই। আত্মহত্যা বলতে পারো।'

'কিন্তু আত্মহত্যা তো মহাপাপ। নরকে গিয়ে পচতে হবে।'

'নরক? কোনও প্রমাণ আছে? মানুষ মরলে কী হয় কেউ প্রমাণ করতে পেরেছে। নির্বোধের মতো কথা বোলো না। স্বর্গ নরক সব মানুষের বানানো। যেহেতু মানুষ জানে না মরণের পরে কী আছে তাই সাধু-সন্ন্যাসীরা ভয় দেখাবার জন্যে ওই গপ্পো তৈরি করেছে। এই যে এত ষাঁড় বেনারসের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, মারা যাওয়ার পর তো তাদের কৈলাশে জমায়েত হবার কথা। রাবিশ।'

'তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো না তাই একথা বলছ!'

'ভগবান? তিনি তো মানুষের সৃষ্টি। মানুষ যদি তাকে না বানাতো তাহলে তিনি কোথায় থাকতেন?'

'কী যা তা বলছ।'

'আচ্ছা, তুমি বিবেকানন্দকে মানো?'

'ওমা, এ কি কথা? তিনি অবতার ছিলেন।'

'বেশ। বিবেকানন্দ বলেছেন যে ফুটবল খেলে ফুটবলটাই তার দেবতা। ঈশ্বর বলে কিছু নেই। মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। কী বলবে?'

'তবু—'

'তবু তোমার মন থেকে খুঁতখুতানি যাচ্ছে না, তাই তো। বেশ, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা খুব উদার ছিলেন। সমস্যা তৈরি হলেই টাকাপয়সা নিয়ে তার সমাধান করে দিতেন। আত্মহত্যা করলে তার আত্মীয়দের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তা এক্ষেত্রে আমরা প্রায়শ্চিত্ত জীবিত অবস্থায় করে যাব।'

'সেটা হয়?'

'টাকা দিলে এ দেশে সব হয়।' বুদ্ধদেব হাসলেন, 'তবে এসব কথা তুমি কাউকে বোলো না। প্রতিজ্ঞা করো!'

'বেশ।'

'না। আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।'

'না, মানে—'

'মনোরমা—'

'কী?'

'তোমার কি কোনও সাধ অপূর্ণ আছে?'

'কী আর বলব। বড়জামাইকে যদি পুলিশ ছেড়ে দেয় তাহলে বড় খুশি হই। আর ছুটকিটা যদি মাথা ঠাণ্ডা করে স্বামীর কাছে ফিরে যায়—'

'এই জন্যেই শাস্ত্রে বলছে সংসার মানেই মায়া।'

'সংসারে থাকলে মায়া তো মনে আসবেই।'

'তাতে দুঃখ পাবে। এ বার ধরো, তোমার ছুটকি ডিভোর্স নিয়ে একটা লপেটা পাঞ্জাবিকে বিয়ে করল। তুমি খুশি হবে?'

'সে কি? না-না—'

'তোমার বড় জামাই দশ বছর জেলে বাস করল। তার সমস্ত সম্পত্তি গভর্নমেন্ট ক্রোক করে নিল। তোমার বড় মেয়ে ভিখিরি হয়ে গেল। তুমি দেখবে?'

'কী বলছ?'

'তোমার বড় ছেলে বুড়ো বয়সে এক নর্তকীর পাল্লায় পড়ে উৎসন্নে গেল তা তুমি সহ্য করতে পারবে? তোমার ছোট ছেলে ক্যামাক স্ট্রিটে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তোমার বড় বউ ঝি ছাড়িয়ে দিয়ে তোমাকে ঘর মুছতে বললে তোমার কেমন লাগবে?'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'না, মনোরমা, আমার মাথা ঠিক আছে। এ পৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। যত দেরি করে মরবে তত তুমি এই সব দেখতে পাবে। এখন তোমার আমার হাতে সংসারকে কন্ট্রোল করার চাবি নেই। এখন আমরা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

পুতুল। যেমন ভাবে নাচাবে তেমনই নাচতে হবে। আমি আর পারছি না মনোরমা। দ্যাখো, তুমি গতকাল যা করেছ, গত পরশু যা করেছ, আজ তাই করেছ, আগামিকালও তাই করবে। তার চেয়ে এই পৃথিবী থেকে মুক্তি নেওয়া ভাল।' বুদ্ধদেব আবার শুয়ে পড়লেন। মনোরমা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সামান্য এগিয়ে গেলেন। তাঁর নাকে সেই চেনা গন্ধটা এল। বিয়ের পর থেকেই এই গন্ধটা তিনি পেয়ে আসছেন। বুদ্ধদেবের শরীরের কাছে এলেই তিনি ওই ঘ্রাণ পান। সকালে বিছানা তোলার সময়, যখন বুদ্ধদেব ধারে কাছে থাকেন না, তখনও ওই গন্ধটা তাকে জানিয়ে দেয়, এখানে বুদ্ধদেব শুয়েছিলেন। তিনি স্বামীর পায়ে হাত রাখলেন, 'বেশ। তুমি যা ভাল মনে করবে তাই করো।'

বাবার আদেশ মতো জগন্নাথ ঠাকুরকে খবর দিয়েছিল বুদ্ধদেব। তিনি যখন এলেন তখন বাড়িতে কেউ নেই। এ বাড়িতে জগন্নাথ কাজ করছেন অনেক দিন, তাঁর বাবাও এখানে কাজ করে গেছেন।

জগন্নাথ বুদ্ধদেবের সামনে বসে বললেন, 'বলুন কী করতে হবে?'

'শ্রাদ্ধ।'

'অ্যাঁ! কে মারা গেল? বড় খোকা তো আমায় কিছু বলেনি!'

'কেউ মারা যায়নি। জীবদ্দশায় আমি এবং আমার স্ত্রী নিজেদের শ্রাদ্ধ করে যেতে চাই। আপনার শাস্ত্রে তার কোনও বিধান আছে?'

'ও, তাই বলুন। ছেলেমেয়েদের ওপর কোনও ভরসা নেই? এটা অবশ্য ঠিক কথা নয়। বড় খোকা আপনাদের খুবই শ্রদ্ধা করে।'

'আপনাকে আমি উপদেশ দিতে ডাকিনি।'

'ও! বেশ। হয়ে যাবে।'

'আপনি দিন সাতেকের মধ্যেই দিন দেখুন।'

জগন্নাথ ঠাকুর পাঁজি দেখলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এখানে এসে শ্রাদ্ধ করতে পারি আবার আপনারা আমার ওখানেও যেতে পারেন।

'আমার স্ত্রীর পক্ষে অতটা হাঁটা সম্ভব নয়। আপনি এখানে আসুন। হিসেব করে বলুন। আমি মূল্য ধরে দিতে চাই। কত পড়বে?'

'শ্রাদ্ধের তো রকমফের আছে। আপনি কী ধরনের চান?'

'যা নইলে নয়, তাই।'

'হাজার দেড়েক লাগবে। আমিই সব নিয়ে আসব।'

'এটা কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুর শ্রাদ্ধ নয় ঠাকুরমশাই।'

'তাহলে?'

'ধরুন, অপঘাতে মৃত্যু।'

'সেকি? আপনাদের দুজনের অপঘাতে মৃত্যু হবে কেন?'

'ধরুন, যদি হয়ে যায়? তাহলে? আমি কোনও রিস্ক নিতে চাই না।'

'দেখুন, নর্মাল শ্রাদ্ধ আর অপঘাতে মৃত্যুর শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি ঠিক কী চান তাই বলুন।'

'আমি ভেবেই বলেছি।'

'তাহলে দু'হাজার পড়বে।'

'তাই দেব।'

'কিন্তু ধরুন, আপনাদের নর্মাল মৃত্যু হল, তখন কিন্তু আবার নতুন করে শ্রাদ্ধ করতে হবে! ডবল খরচ।'

'খরচের ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।' বুদ্ধদেব বললেন, 'আপনি দিন দেখুন। এ সপ্তাহেই করতে চাই।'

জগন্নাথ দিন বলে দিলেন। বুদ্ধদেবকে কোনও ব্যবস্থা করতে হবে না। যাবতীয় সামগ্রী ঠাকুরমশাই নিজে নিয়ে আসবেন। আগামী কালই শ্রাদ্ধের দিন আছে।

ব্যাপারটা আর কাউকে বলেননি বুদ্ধদেব। মনোরমাকেও নিষেধ করেছিলেন বলতে। তাই সকালবেলায় ঠাকুরমশাই ট্যাক্সি করে মালপত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই শুদ্ধদেবের মুখোমুখি হলেন। শুদ্ধদেব বাজার করে ফিরছিল। সে জিজ্ঞাসা করতে জগন্নাথ ঠাকুর জানালেন, 'সেকি? তুমি জানো না? আজ তোমার বাবার শ্রাদ্ধ।'

'শ্রাদ্ধ?' হাঁ হয়ে গেল শুদ্ধদেব, 'বাবার? কী যা তা বলছেন?'

'হ্যাঁ গো। শাস্ত্রে বিধান আছে।'

'বেঁচে থাকতে বাবা শ্রাদ্ধ করে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তোমাদের বলেননি?'

'না।'

'আর এ যে সে শ্রাদ্ধ নয়। অপঘাতে মৃত্যুর শ্রাদ্ধ।'

শুদ্ধদেবের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে প্রথমে বাসুদেবের কাছে গেল। মেজ ভাই-এর ঘরে অনেক দিন যায়নি সে। দরজা খুলে সর্বাণী অবাক। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার দাদা? কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, মানে, তোমরা কি জানো?' অন্য দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল শুদ্ধদেব।

'কী?'

'বাবা আজ তাঁর শ্রাদ্ধ করছেন। অপঘাতে মৃত্যুর শ্রাদ্ধ।'

'অ্যাঁ? কোথায়?'

'এ বাড়িতেই। শুনেছিলাম কেউ কেউ গয়ায় গিয়ে এমন শ্রাদ্ধ করিয়ে আসেন। বাবা বাড়িতে বসেই। বাসুদেবকে ডাকো।'

বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। এখন প্রত্যেকের অফিস এবং স্কুলে যাওয়ার তাড়া। তবু সবাই বুদ্ধদেবের দরজায় চলে এল। জগন্নাথ ঠাকুর ততক্ষণে জিনিষপত্র সাজাতে বসে গেছেন। বুদ্ধদেব এবং মনোরমার স্নান শেষ। নতুন কাপড় পরেছেন দু'জনেই। সুদেবই কথা বলল, 'ঠাকুরমশাই, আপনি কি

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

শান্তিস্বস্ত্যয়ন করছেন ?'

বুদ্ধদেব জবাবটা দিলেন, 'না। উনি আমার এবং তোমাদের মায়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করছেন। বেঁচে থেকে যদি করে যাই তাহলে মারা গেলে তোমাদের আর ঝামেলায় পড়তে হবে না। এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

বাসুদেব বলল, 'বাবা, এ কী করছেন আপনি ? আমাদের ওপর আপনার একটুও আস্থা নেই ?'

বুদ্ধদেব বললেন, 'না থাকলে এতদিন এ বাড়িতে আছি কী করে ? আসলে এটা তোমাদের মায়ের একধরনের অভিলাষ। স্বামী হিসেবে সেটা পূর্ণ করা আমার কর্তব্য।'

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আপনি কি অপঘাতে মৃত্যুর শ্রাদ্ধ করাচ্ছেন ?'

'করিয়ে রাখি। তবে তোমাদের চিন্তা নেই। জগন্নাথ বলছে, অপঘাতে মৃত্যুর শ্রাদ্ধ করালে স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সেটা কাজে লাগে না। আবার শ্রাদ্ধ করতে হয়। তখন তোমরা সুযোগ পাবে।'

বাসুদেব বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা খুবই আঘাত পেয়েছেন। তবে দেবব্রত আজ জামিন পেয়ে যাবে। গোবিন্দলালের উকিল সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

সুদেব বলল, 'বাবা, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি চাকরি রাখার জন্যে বাধ্য হয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে যাচ্ছি। আমার মন এখানেই পড়ে থাকবে। তা ছাড়া শনি রবিবারও তো এখানে এসে থাকব। আমি আপনাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি না।'

'বাঃ। খুব ভাল। ছুটকি, তুই কিছু বলবি ?'

সুরঙ্গমা হঠাৎ কেঁদে উঠল। মুখে কিছু বলল না।

বুদ্ধদেব বললেন 'যাও। তোমরা যে যার কাজে যাও। দেরি কোরো না। জগন্নাথ শুরু করো হে।'

সুরঙ্গমা চলে এল মনোরমার কাছে, 'তুমি আমাকে বললেই পারতে।'

'কী বলব ?' মনোরমা মুখ তুললেন না।

'আমি ডিভোর্স করছি এটা তোমরা মানতে পারছ না।' সুরঙ্গমা কান্না চাপল।

'তুই যা করলে সুখী হবি তাই কর।'

ছেলেরা স্কুল এবং অফিসে চলে যাবে ভাবলেও যেতে পারল না। স্বপ্না বলল, 'না, আজ যেয়ো না। তোমার বাবার শ্রাদ্ধ হচ্ছে আর তুমি অফিসে গিয়ে বসে থাকবে ?'

সুদেব বলল, 'একা বাবার নয়। মায়েরও।'

'তবে ? দিদিও নিষেধ করেছে মেজদাকে যেতে।'

'আরে আমার তো তোমার মেজদার মতো ব্যাঙ্ক নয় যে না গেলেও কিছু এসে যাবে না। এরকম হুটহাট ছুটি নিতে কত সমস্যা হয় জানো ?'

'বাঃ। তোমার অসুখবিসুখ করতে পারে না ?'

'তা পারে। তাহলে অফিস থেকে ফোন করলে বলবে অসুস্থ। ঘুমাচ্ছে।'

সুদেব নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ঘড়ি দেখল। প্রায় নটা বাজে। তৈরি হয়ে যেতে গেলে সময়ে যাওয়া যেত না। তার চেয়ে আজ একটু পর থেকেই বিয়ার সেশন শুরু করা যাবে। তারপর লাঞ্চ শেষ করে টানা ঘুম। হঠাৎ মনে হল, দুপুর বেলার স্বপ্নাকে সে অনেক দিন দেখেনি।

অফিসের পোশাক বদলে বাবার ঘরে চলে এসেছিল বাসুদেব। ঘরের এক কোণে বাবু হয়ে বসে জগন্নাথ ঠাকুরের মন্ত্রপড়া শুনছিল। সে দেখছিল মনোরমা চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। বুদ্ধদেব অনেকটা স্বাভাবিক। হঠাৎ এরা অপঘাতের ভয় পেয়ে আগেভাগে আত্মহত্যা করতে চাইছে কেন মাথায় ঢুকছিল না বাসুদেবের। নিশ্চয়ই এর পেছনে রহস্য রয়েছে।

শুদ্ধদেব আজ তীব্র অভিমানে আক্রান্ত। এত বছর ধরে বাবামায়ের সেবা করে তার ধারণা হয়েছিল যে সে ওঁদের আপনজন। শুধু বড়ছেলে হিসেবে নয়, তার কাজকর্মে ওরা খুবই খুশি। কিন্তু আজ এত বড় সিদ্ধান্ত ওঁরা নিয়েছেন অথচ তাকে বিন্দুবিসর্গ জানাননি, এটা সে ভাবতে পারছিল না। বাকি দুই ছেলের সঙ্গে তার কোনও তফাতই করলেন না ওঁরা। শ্রাদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর একটাও কথা না বলে সে নিজের ঘরে চলে এসেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে পৃথিবীতে স্বার্থ নিয়েই সবাই চলে। বাপ মা ভাই বোন সম্পর্কগুলো ঘোমটার মতো, ভেতরে ভেতরে প্রত্যেকেই নিজস্ব সুখ নিয়ে আলাদা ভাবনা ভাবে। নাহলে বাবা মা তাকে একটু গুরুত্ব দিতেন। নিজেকে হঠাৎ নির্বোধ বলে মনে হচ্ছিল তার। সে ঠিক করল তাকে না ডাকলে সে ওই ঘরে যাবে না।

এবং তখনই তার মনে পড়ল চিঠিটার কথা। আজ সকালে সুরঙ্গমা তাকে দিয়ে গিয়েছে পৌঁছে দেবার জন্যে। চিঠিটা এক ভদ্রমহিলার নামে লেখা। খামের ওপর ঠিকানাটা তাই বলে। ভেতরে কী আছে তা জানে না শুদ্ধদেব। মুখ বন্ধ করে দিয়েছে সুরঙ্গমা। দিয়ে বলেছিল, 'আমি ওর অফিসে ফোন করেছিলাম। ছুটি পচে যাচ্ছে বলে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই আছে। তোমার যখন সময় হবে তখন যেয়ো।'

শুদ্ধদেব বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিল। তবু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ইনি কে ?'

'আমাদের আত্মীয়র মধ্যে পড়ে। ওর মাসতুতো বোন সবিতার ননদ—। তুমি চিনবে না।'

এখন শুদ্ধদেবের মনে হল বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে ঘুরে এলে বরং ভাল লাগবে। একা বসে থাকলে মনে নানান ভাবনা আসে আর সেগুলো সুখের নয়। এখন সবে সাড়ে ন'টা, কারও বাড়িতে যাওয়ার পক্ষে খুব অসময় নয়। পোশাক বদলে সে বেরিয়ে পড়ল।

ট্রামে চেপে ওয়েলিংটনে নেমে সে হাঁটতে লাগল। তালতলা তার চেনা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

একসময় বাঙালির পাড়া ছিল, এখন অবাঙালির সংখ্যা বেশি। নাম্বার মিলিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে পৌঁছে বুঝল একসময় অবস্থা ছিল। একটু পুরনো হয়ে গেলেও বাড়িতে গেট আছে। দোতলা বাড়িটার গায়ে অনেককাল রং না পড়লেও গঠন বলে দেয় কোনও এক দিন সুসময় ছিল। গেট পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে সে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। নীচে দেওয়ালে ঝোলানো পাঁচখানা লেটারবক্স। প্রত্যেকের উপাধি এক। অঞ্জনা মুখোপাধ্যায় নামটা একটা লেটারবক্সের গায়ে দেখতে পেল সে। ওটার মধ্যে চিঠিটা ফেলে দিলেই হ্যাপা চুকে যায় কিন্তু সুরঙ্গমা বলেছে হাতে হাতে দিতে। হয়তো ওর ডিভোর্সের ব্যাপারে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। লেটার বাক্সে নামের পাশে লেখা রয়েছে দোতলা।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল শুদ্ধদেব। সামনের দরজাটি বন্ধ। তার গায়েও ওই এক নাম লেখা রয়েছে। সে বেল টিপল। দ্বিতীয়বার টেপার পর চলে আসবে কি না এমন যখন ভাবছে তখন দরজা খুলল। মাথায় তোয়ালে জড়ানো, শরীরে হাউসকোট এক ভদ্রমহিলা উঁকি মারলেন, 'কী চাই?'

'আপনার একটা চিঠি আছে।' শুদ্ধদেবের মুখ অন্য দিকে ঘুরে গেল।

'কোত্থেকে আসছেন?' মহিলা সন্দিগ্ধ।

'সুরঙ্গমা এই চিঠি পাঠিয়েছে।'

'সুরঙ্গমা?' ভদ্রমহিলা বেশ অবাক।

শুদ্ধদেব ফাঁপড়ে পড়ে গেল। সুরঙ্গমার কথাবার্তায় মনে হয়েছিল এই ভদ্রমহিলা তাকে ভাল ভাবেই চেনেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেরকম ঘটনাই নয়। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, 'বোধহয় ভুল হয়েছে। আপনি বোধহয় অঞ্জনা মুখোপাধ্যায় নন?'

'আমিই অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে আপনার কোনও ভুল হয়নি।'

'তাহলে—। আচ্ছা আমি যাই।'

'দাঁড়ান। সুরঙ্গমা আপনার কে হয়?'

'আজ্ঞে, বোন। ছোট বোন। ওর বিয়ে হয়েছিল গোবিন্দলালের সঙ্গে। গোবিন্দলালের মাসতুতো না পিসতুতো বোনের ননদ আপনি—এমন কথা ও বলেছিল।'

'ও হো!' অঞ্জনা হেসে ফেলল, 'তাই বলুন। গোবিন্দলালদার স্ত্রী। হ্যাঁ, নামটা তো সুরঙ্গমাই। আসলে ওই নাম শুনলে আর একটা নাম মনে আসে। সুদর্শনা। দিন।'

চিঠিটি নিয়ে অঞ্জনা বলল, 'কী কাণ্ড। আপনি তো চলেই যাচ্ছিলেন। চলে গেলে কী ভাবত ও আমাকে! আমি না কিছুতেই নাম মনে রাখতে পারি না। আরে, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

'না। কাজ তো হয়ে গেছে। এবার আমি চলি।' শুদ্ধদেব হাত জোড়

করল।

'কক্ষনো না। আপনি সুরঙ্গমার দাদা, আপনাকে চা না খাইয়ে ছাড়ব না।'

'চা? না না। আমি চা দিনে একবারই খাই, সেটা ঘুম থেকে উঠে।'

'তাহলে কফি?'

'কফি খেলে রাত্রে আমাদের ঘুম হয় না।'

'তাহলে সরবত। আমি আপনাকে ছাড়ছি না। বসুন প্লিজ। নইলে বুঝব চিনতে না পেরে আমি যে অন্যায় করেছি আপনি সেটা মার্জনা করেননি।'

অগত্যা বসতে হল শুদ্ধদেবকে। খাম হাতে পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল অঞ্জনা। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল শুদ্ধদেবের। এভাবে কোনও মহিলার বাড়িতে গিয়ে সে কখনও একা বসে থাকেনি। চলে গেলে কেমন হয়? দরজা তো ভেজানো। কিন্তু সেটা করলে সুরঙ্গমা রেগে যেতে পারে।

অঞ্জনা নামটা বেশ ভাল। নদীর নাম অঞ্জনা, পাখির নাম অঞ্জনা। বেশ চেহারা। স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভালই। সিনেমার হোর্ডিংয়ে এইরকম ফিগার দেখা যায়। যাদের বয়স চল্লিশ হয়ে গেছে অথচ মেকআপের কল্যাণে এখনও সুন্দরী তাদের দলে ইনি স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারেন। বাঙালি মেয়েদের, মহিলা হয়ে গেলেই, তলপেট, কোমরে পাঁউরুটির মাথার মতো চর্বি জমে যায়, ইনি তার ব্যতিক্রম। এখনও এর মুখে বয়স তেমন ভাবে আঁচড় ফেলতে পারেনি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কে কে থাকেন জানা যাচ্ছে না।

শুদ্ধদেবের মনে হল তাদের পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটে বউটির চেয়ে অঞ্জনা দেখতে অনেক ভাল। অন্তত ওপরে ওপরে তো বটেই। এইটুকু ভাবতেই ওই বয়সেও তার মুখে রক্ত জমল। ছি ছি, এ কি কুচিন্তা তার মাথায় এল!

অঞ্জনা ফিরে এল চিঠি হাতে নিয়েই। এর মধ্যে পড়া হয়ে গেছে তার। পোশাকও পাল্টে ফেলেছেন। শাড়ি জামায় বেশ আঁটোসাঁটো। এসে সামনের সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করল, 'এই দুপুর বেলায় এসেছেন, নিশ্চয়ই লাঞ্চ করেননি এখনও?'

'না, না। বাড়ি গিয়ে খাব।'

'কেন? আমার এই জায়গাটাকে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না?'

'তা নয়। আসলে—, আচ্ছা, এবার চলি।'

'আপনি তো অদ্ভুত মানুষ!'

'কেন?'

'এমন ভাব করছেন যে মনে হচ্ছে খুব খারাপ জায়গায় এসেছেন।'

'না, না, এ কী বলছেন! ঠিক আছে। তবে দুপুরে খাব না। বাড়িতে একটা কাজ হচ্ছে।'

'কাজ? মানে উৎসব?'

'উৎসব ঠিক নয়। ওই আর কী।' শুদ্ধদেব সামলে নিল। বাবা মা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিজের শ্রাদ্ধ করছেন তা অন্য কাউকে বলা যায় না। কী বিশ্রী ব্যাপার!

'সুরঙ্গমা আপনাকে খুব ভালবাসে, না?'

'অ্যাঁ। ওই আর কী। ও সবচেয়ে ছোট আর আমি সবচেয়ে বড়।'

'সুরঙ্গমার সঙ্গে গোবিন্দলালের কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ। মানে, আমি ঠিক ডিটেলস জানি না। স্বামীস্ত্রীর ব্যাপার—।'

'স্বামীস্ত্রীর ব্যাপার আপনি বোঝেন না?'

'না।'

'সেকি? আপনি বিয়ে করেননি?'

'আজ্ঞে না।'

'ওমা, কেন?'

'এই হয়ে ওঠেনি আর কী?'

'আপনি তো স্কুলে পড়ান?'

'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কী করে?'

'সুরঙ্গমা লিখেছে। শুনুন পড়ছি। আমার দাদার মতো ভালমানুষ তুমি পৃথিবীতে খুঁজে পাবে না। যাকে বলে ভাজা মাছ উল্টিয়ে খেতে পারে না, ঠিক তাই। মেয়েদের থেকে সবসময় নিজেকে দূরে রাখে। সম্প্রতি একটি ব্যাপার দাদাকে ইনডাইরেক্টলি নষ্ট করতে চলেছে। তুমি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো তাহলে খুব ভাল হয়।' পড়া থামিয়ে অঞ্জনা হাসল, 'কী ব্যাপার বলুন তো! এত বছর নিজেকে ঠিক রেখে এখন কী কারণে নষ্ট হতে চলেছেন?'

শুদ্ধদেবের কান লাল হয়ে গেল এবং সেটা সে নিজেই বুঝতে পারল। দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, 'দূর। কী লিখতে কী লিখেছে। মাথার ঠিক নেই।'

'ও। আচ্ছা, আপনি আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'আপনার কথা?'

'হুঁ। আমি তো অঞ্জনা, সেটা জানেন। এই বাড়িটা আমাদেরই। এখন সব শরিক আলাদা, তাই কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাই না। মা মারা গিয়েছিলেন অল্প বয়সে। বাবা আর আমি ছিলাম। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলাম। বাবা এ বাড়িতে একাই থাকতেন। মাঝেমাঝেই আমি আসতাম। স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ বাড়তে লাগল নানান কারণে। শেষে বাধ্য হলাম ওকে ছেড়ে আসতে। বাঙালি মেয়েরা স্বামীর সংসার সহজে ছেড়ে আসতে চায় না। আমিও চাইনি। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। উপায় না দেখে বাবাই আমাকে সাহস দিলেন। ফিরে এলাম এখানে। ডিভোর্স হয়ে গেল। আমার কপাল ভাল ছিল বলে কোনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। বিয়ের আগে থেকেই চাকরি করতাম। মাইনে যা পাই তাতে ভালই চলে যায়। ডিভোর্সের বছর তিনেক বাদে বাবা হঠাৎই মারা যান। এখন আছি, নিজেকে নিয়ে আছি।' অঞ্জনা হাসল, 'এই হল আমার গল্প।'

'ও।'

'শুনে আপনার কী মনে হল?'

'অনেক ঝামেলা গিয়েছে—।'

'ঝামেলা? তা বলা যেতে পারে। এরপর আত্মীয়স্বজন এমনকী বাবাও চেয়েছিলেন আবার আমি বিয়ে করি। কিন্তু স্বামী হিসেবে ছেলেদের যে চেহারা আমি দেখেছি তাতে দ্বিতীয়বার ভুল করার ইচ্ছে আমার হয়নি। আপনি জানেন না শুদ্ধদেব স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে তাহলে বিবাহিত জীবন কী বিষময় হয়!' অঞ্জনা বললেন।

'তা তো বটেই।' ব্যাপারটা তেমন পরিষ্কার না হলেও কথাটা বলে ফেলল শুদ্ধদেব।

'কিন্তু আপনার সমস্যা কী বলুন?'

'সমস্যা। না তো, কিছু নেই।'

'ধ্যেত্ পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ নেই যার সমস্যা নেই।'

'তা অবশ্য, কিন্তু—।'

'আপনি সবসময় মনের কথা বলতে দ্বিধা করেন, তাই না? আমি কিন্তু খুব খোলামেলা। দেখছেন না, একা একাই কথা বলে যাচ্ছি। কোনও মহিলা?'

'মহিলা? না-না—। আমার কেউ নয়।'

'পরিচিত।'

'দূর! আমার সঙ্গে আলাপই হয়নি।'

'থাকেন কোথায়?'

'আমাদের পাশে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে, সেখানে নতুন ভাড়াটে হয়ে এসেছে।'

'তা মহিলা কি খুব সুন্দরী?'

'সে-অর্থে সুন্দরী বলা যাবে না। লম্বা-টম্বা আছে আর কী। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তার নাম জানি না, সে আমাকে দেখেওনি। এসব সুরঙ্গমার কল্পনা।'

'আপনি তাকে দেখেন?'

'না, মানে চোখে পড়ে গেলে কী করব।'

'চোখে পড়ে যায়? তার মানে ওই মহিলা এমন কিছু করেন যা করা উচিত নয়। আর সেটা আপনার চোখে পড়ে যায়। তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই আজ্ঞে টাজ্ঞে বলবেন না তো। তিনি বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ। তবে কিরকম যেন—।'

'কিরকম?'

'মাঝেমাঝে মনে হয় দুটো স্বামী আছে।'

হেসে ফেলল অঞ্জনা, 'কী যা তা বলছেন। উহুঁ! ওই মহিলা ভাল নন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

আপনার ব্যাপারে আমার কিছু বলা উচিত নয়। আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন।'

'না-না। বলুন। মনে করব কেন?'

'বলছেন? বেশ। আপনাকে শুধু বলব, ওই মহিলার দিকে তাকাবেন না।'

'আমি তো ইচ্ছে করে তাকাই না। আমার জানলার ধারেই ওদের ফ্ল্যাট। জানলায় গেলেই ওদের ঘরের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। তাহলে তো জানলায় যাওয়া বন্ধ করতে হয়।'

'সেটাই করবেন। অথবা জানলাটাকেই বন্ধ করে রাখবেন।' অঞ্জনা হাসল, 'আসলে আপনি বিয়ে করেননি তো! এসব দৃশ্য দেখলে মনের ওপর চাপ পড়বেই। যেমন অল্প বয়সে কোনও অ্যাডাল্ট উপন্যাস পড়লে কিশোরদের যা হয়।'

'আপনি বুঝি বইপত্র পড়েন?'

'ওটাই একমাত্র নেশা। আপনি?'

'আমারও তাই।'

'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কোন চরিত্র সবচেয়ে ভাল লাগে?'

'লাবণ্য।'

'বাঃ। শরৎচন্দ্রের।'

চট করে শুদ্ধদেবের মনে পড়ল কিরণময়ীর কথা। একসময় কিরণময়ীকে তার মোটেই পছন্দ হত না। কিন্তু ইদানীং সে কিরণময়ীকে অনুভব করতে পারছিল। বঞ্চনা মানুষকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যায় তার চমৎকার উদাহরণ কিরণময়ী। সে মাথা নাড়ল, 'এত চরিত্র, বলা যাবে না ঠিকঠাক। আপনার কিরণময়ীকে কেমন লাগে?'

'প্রথমে খারাপ লাগত। অল্প বয়সে। এখন ওকে বুঝতে পারি।'

এই প্রথম হাসল শুদ্ধদেব। কোনও মহিলার সামনে এত সহজ হাসি সে এর আগে কখনও হাসতে পারেনি।

এগারো

জগন্নাথ ঠাকুর তার দক্ষিণা এবং সাজসরঞ্জাম নিয়ে অনেকক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা এখন যে যার ঘরে। মনোরমার মনে হল, সব শেষ হয়ে গেছে। যে মানুষের শ্রাদ্ধ হয়ে যায় তার আর পৃথিবীতে প্রয়োজন কী! এখন বেঁচে থাকা মানে নতুন করে পাপ সঞ্চয় করা। এ জীবনের সমস্ত পাপপুণ্য আজ ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন করা হয়ে গেছে। কী রকম শূন্য লাগছিল পৃথিবীটা। স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি। সেই ইজিচেয়ারে শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। আজ ওঁর মুখটাকেও অন্যরকম

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেখাচ্ছে। সেই গম্ভীর শুকনো মুখের বদলে সম্পূর্ণ উদাসী এক মুখ। এই মুখ তিনি কোনওদিন দেখেননি।

এইসময় দরজায় শব্দ হল। মনোরমা দেখলেন সুদেব দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধরে। আজ সেই ভোরবেলায় একবার দেখা দিয়েছিল। তারপর আর আসেনি। স্বপ্না বলেছিল, অফিসে যায়নি, ঘরেই বসে আছে। এখন ছেলেকে দেখে অন্যরকম মনে হল। একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাবার চেষ্টা করছে। তারপর খাটের কাছে আসতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন সুদেব প্রকৃতিস্থ নয়। ছেলে মদ খেয়ে তাঁদের ঘরে এসেছে বুঝতেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাঁর। বুদ্ধদেব এখনই জেনে যাবেন। দ্রুত বিছানা থেকে নামলেন তিনি। নামতে গিয়ে পায়ের যন্ত্রণাটা বেড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সেটাকে উপেক্ষা করে তিনি কয়েক পা হাঁটতেই সুদেব তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল।

সেই সময় বুদ্ধদেব বললেন, 'ওভাবে খাট থেকে নামলে কেন?'

মনোরমা স্থির হয়ে গেলেন। তার মানে বুদ্ধদেবের নজর থেকে কিছুই এড়ায়নি। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা গরম হয়ে গেল মনোরমার। ঠাস করে ছেলের গালে চড় মারলেন তিনি, 'তোর এত বড় আস্পর্ধা, ওই সব ছাইপাঁশ গিলে এ ঘরে এসেছিস?'

নুইয়ে পড়ল সুদেব, 'মারো, আরও মারো আমাকে। তোমার কাছে কতদিন মার খাইনি। আমি খারাপ; খুব খারাপ। আমার জন্যে তোমরা চলে যাচ্ছ। আমি জানি।'

'চলে যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি?' মনোরমা হতভম্ব।

'চলে না গেলে কেউ নিজের শ্রাদ্ধ করে? আমি তোমার অধম সন্তান। মা, আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা চাইতে তোমার কাছে এসেছি আমি।' সুদেব মনোরমাকে ধরে টলতে লাগল।

'ওকে বসতে বলো। নইলে তোমাকে নিয়ে পড়বে।' বুদ্ধদেব গম্ভীর গলায় বললেন।

অগত্যা ছেলেকে খাটে বসিয়ে দিলেন মনোরমা। খাটের বাজু ধরে বসল সুদেব, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা। আমরা তিন ছেলে বাড়িতে থাকতে তোমরা নিজেরাই নিজেদের শ্রাদ্ধ করে গেলে। উঃ! কী অপদার্থ আমরা।' মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকে।

বুদ্ধদেব বললেন, 'নেশার ঘোরেও তাহলে মানুষের চৈতন্য আসে। ছোটবউমাকে ডেকে বলো ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

'না না বাবা, আমি ঠিক আছি। মদ খেয়ে কি কখনও আপনাদের কাছে এসেছি? কেউ কখনও বলতে পারবে? নেভার! আজ বড় কষ্ট হল, তাই এলাম। আচ্ছা, চলি।' উঠে দাঁড়াল সুদেব। তারপর নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনোরমা আচমকা কেঁদে ফেললেন শব্দ করে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কেন ? কান্না কেন আসে তোমার ?' বিরক্ত হলেন বুদ্ধদেব।

'এও দেখতে হল আমাকে। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে এও হয় ?'

'কিছুই হয়নি। মদ খেয়েছে নেশা হবেই।'

'আশ্চর্য ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ?'

'বিন্দুমাত্র নয়। আগে হলে দুঃখ হত, রাগও। এখন নিজের শ্রাদ্ধের পর আর ওসব কিচ্ছু হচ্ছে না। আমি তো থেকেও নেই। আমার ওসব কেন হবে ?'

'আমি যে তোমার মতো ভাবতে পারছি না।'

'ভাবো। ভাবতে চেষ্টা করো।'

'না। তার চেয়ে তুমি যা বলেছিলে তাই করো। তাড়াতাড়ি।'

'ঠিক আছে। পাঁজি দেখেছি। আগামিকাল খুব ভাল লগ্ন আছে।'

'কীসের ?'

'মহাপ্রয়ানের।' হেসে ফেললেন বুদ্ধদেব, 'একেবারে সরাসরি স্বর্গে যেতে পারবে।'

'মা, দারুণ খবর আছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল সুরঙ্গমা।

মনোরমার মন এমন বিষণ্ণ ছিল যে তিনি কথা না বলে তাকালেন। সুরঙ্গমা সেটা লক্ষ না করে একটা খাম দেখাল, 'চিঠি এসেছে।'

'কার ?'

'আমার, ঠিক আমার নয়, ওর মাসতুতো বোনের ননদ। সরকারি চাকরি করে, একা থাকে। বছর চল্লিশেক বয়স কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, কী ফিগার।'

'সে তোকে এ বাড়িতে চিঠি লিখেছে ?'

'না-না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে দাদাকে পাঠিয়েছিলাম ওর বাড়িতে চিঠি দিতে। তাতে লিখেছিলাম, আমার দাদার বিয়ে হয়নি। দ্যাখো তো, তোমার পছন্দ হয় কি না। দাদা ওর বাড়িতে গিয়ে এক ঘণ্টা গল্প করেছে। তারপর ওর চিঠি নিয়ে এসেছে। তাতে অঞ্জনা লিখেছে, কী লিখেছে পড়ছি শোনো। হ্যাঁ, শুদ্ধদেব নামটি যিনি রেখেছিলেন তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। এমন শুদ্ধ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। অপছন্দ হওয়া তো দূরের কথা। বোঝো ?' চোখ ঘোরাল সুরঙ্গমা।

'তোর দাদা— ?'

'দাদা আবার কী বলবে ? যে মানুষ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না সে যখন এক ঘণ্টা অপরিচিত মহিলার বাড়িতে বসে গল্প করে এল তখন বুঝে নাও ওর মনের কথা।'

'মেয়েটির কে কে আছে ?'

'নিজের বলতে কেউ নেই। মা বাবা মারা গেছে। কাকা জ্যাঠারা আছে তবে তারা আলাদা থাকে। ওঃ, আমার যা আনন্দ হচ্ছে না।' সুরঙ্গমা পারলে নাচে।

মনোরমা স্বামীর দিকে তাকালেন। কোনও প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা চল্লিশ বছর বললি, এত দিন মেয়েটি বিয়ে করেনি কেন ?'

'করেনি কে বলল ? করেছিল তো। অনেক দিন আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেই ছেলেটা নাকি আস্ত শয়তান। তারপর থেকে ও স্থির করেছিল একা থাকবে। কোনও ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত দাদাকে দেখে কী হয়েছে সেটা তো শুনলে—।'

'ডিভোর্সি ?' মনোরমার মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল।

'তুমি একটি পাগল। পঞ্চাশ পার হওয়া বুড়ো দামড়ার জন্যে বাইশ বছরের কুমারী মেয়ে মালা নিয়ে অপেক্ষা করবে ভেবেছ ? তোমার ছোট মেয়ে তো আজ বাদে কাল ডিভোর্সি হয়ে যাবে, তখন ? প্রৌঢ়া বিধবা হলেও কিছু বলার ছিল না।'

'আমি তাই বলেছি ?' মনোরমা তেতে গেলেন, 'বিয়ে যদি করবেই সময়ে করল না কেন ? এই বয়সে কেউ নতুন মানুষের সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারে ? আর মেয়েটি যখন ডিভোর্সি তখন ওর মনে তো সবসময় সন্দেহ থাকবে।'

'তাতে তোমার কী ?'

'তাতো ঠিক। বলতে হয় বললাম।' হঠাৎ মনোরমা নিজেকে সামলে নিলেন।

সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা বিয়ে করলে তোমার আনন্দ হবে না মা ?'

'তোমাদের হলে আমারও হবে।'

'তুমি ভাবতে পারছ না, দাদা যে বয়সে পৌঁছেছে সেটা ছেলেদের খুব খারাপ বয়স। ওই বয়সে মন বিপথগামী হয়। ট্রাম বাসে তো তুমি ওঠ না, উঠলে দেখতে পেতে লেডিস সিটের সামনে ওই বয়সী লোক উটের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা ওদের জ্বালায় স্বস্তিতে নামাওঠা করতে পারে না। দাদা যদি তেমন একটা কিছু করে ফ্যালে তখন কী হবে ? তার চেয়ে বিয়ে করে সংসারী হোক।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'বাঃ। চমৎকার। তোমার ছোট মেয়ে যা জানে তাও তুমি জানো না। যাও, তোমার দাদা বউদিদের খবরটা জানিয়ে সুখী করো।' শেষ সংলাপটি তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন।

সুরঙ্গমা ঠোঁট ওল্টালো। তারপর ফুরফুরে পায়ে বেরিয়ে গেল। শুদ্ধদেবকে বিয়েতে রাজি করানো যেন তারই জয়। এখন খবরটা দুই বউদিকে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপরেই খেয়াল হল কথাটা। হাজার হোক অঞ্জনা গোবিন্দলালের মাসতুতো বোনের ননদ। বিয়ের সম্বন্ধ করলে তাকে জানানো উচিত। মাসতুতো বোনের নিজের ননদ না হলেও সম্পর্কটা কাছের। কিন্তু গোবিন্দলালকে জানাবে কে ? বড়বউদিকে বলবে ? না, সেটা খুব খারাপ দেখাবে। আড়ালে নিশ্চয়ই হাসাহাসি করবে ওরা। তা ছাড়া,

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখনও তো তাদের ডিভোর্স হয়নি, দরখাস্তই করা হয়নি কোর্টে, অতএব, তার নিজের জানালে ক্ষতি কী! সে-ই গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা বলবে। গোবিন্দলাল বুঝবে ডিভোর্স হলেই সব শেষ হয়ে যায় না। ভাল সম্বন্ধ পেলে ডিভোর্সিরা আবার বিয়ে করে। না, এ বিয়েটা দিতেই হবে।

সন্ধের মুখে বুদ্ধদেব বাড়ি থেকে বের হলেন। দীর্ঘকাল ওই ঘরের বাইরে না যাওয়ায় আজ তাঁর বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরের ভেতর চলা ফেরা করতে তাঁর অসুবিধে হয় না। কিন্তু এখন সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় চোখ স্বচ্ছন্দ ছিল না। মাথাও যেন ঘুরছিল। নীচে নেমে এসে তিনি বেশ অবাক হলেন। এই যে ওপর থেকে নামলেন কেউ সেটা লক্ষই করল না? যদিও সদর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে তবুও যে কোনও চোর এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে অসুবিধেয় পড়বে না। আলাদা সংসার হবার পর যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাবছে সে নিরাপদে আছে, অন্যের কথা ভাবছে না। তারপরেই বুদ্ধদেবের মনে হল এসব কী ভাবছেন তিনি? এখন এ বাড়ির কথা ভাবার দরকার নেই তাঁর।

দরজা খুলে পা বাড়াতেই মনে হল দরজাটা বন্ধ করা দরকার। ল্যাচ কি রয়েছে কিন্তু চেপে দিলে ফিরে আসার সময় খুলে দেবে কে? মনোরমার পক্ষে তো নীচে নামা সম্ভব নয়। তারপরই মনে হল, তখন দেখা যাবে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। গলিটা একই রকম রয়েছে। এটা কী গাছ? কবে বড় হল? একটু দাঁড়ালেন বুদ্ধদেব। এসবই ঠিকঠাক থাকবে অনেককাল শুধু তিনি থাকবেন না।

পাড়ার রামকৃষ্ণ মেডিক্যাল স্টোর্সটা ছিল অনাথবন্ধুবাবুর। তিনি গত হয়েছেন অনেক দিন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল। ওর ছেলে এখন দোকানে বসে। তিনি দোকানে ঢুকতেই ছেলেটি, যার বয়স এখন পঞ্চাশ, ব্যস্ত হল, 'আরে মেসোমশাই, আপনি? শুদ্ধদেবকে পাঠালেন না কেন? বসুন, এখানে বসুন।'

হাঁপাচ্ছিলেন বুদ্ধদেব। বাড়িয়ে দেওয়া টুলে বসলেন তিনি। রুমালে মুখ মুছলেন। ছেলেটি এক গ্লাস জল এগিয়ে দিল, 'নিন, খেয়ে নিন।'

দোকানে খদ্দের ছিল। তারা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। জল খেলেন তিনি। খেয়ে ভাল লাগল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন আছেন?'

'এ সময় মানুষ যেমন থাকে। তোমার বাবা ভাগ্যবান ছিলেন তাই তাঁর এ সময়টা আসেনি। তোমরা সবাই ভাল আছ?'

'আছি। কোনও ওষুধ নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। তোমার মাসিমার তো বাতের ব্যথা। ওটা বেড়েছে। ক'দিন এক ফোঁটা ঘুমাতে পারছে না। এর আগের বার ডাক্তার যে ঘুমের ওষুধটা দিয়েছিল সেটা দাও। ওর অবস্থা চোখে দেখা যাচ্ছে না।' বুদ্ধদেব বললেন।

'কিন্তু মেসোমশাই, ওটা তো কড়া ওষুধ। প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা নিষেধ। আজকাল আইনকানুন খুব কড়া হয়ে গেছে।'

পকেট থেকে বুদ্ধদেব পুরনো প্রেসক্রিপশন বের করলেন। সেবার ডাক্তার মাত্র দুটো ট্যাবলেট বরাদ্দ করেছিলেন। ছেলেটি দুশ্চিন্তায় পড়ল। তারপর বলল, 'আপনি বলেই দিচ্ছি। দুটোই দিই।'

'আবার কেন ছোটাবে। ঘর বলতে রাখা ভাল। একটা পাতাই দাও।'

'এক পাতা?'

'তুমি তো বিক্রি করার জন্যেই ওষুধটা দোকানে রেখেছ, তাই না? তোমার ভয় হতে পারে, ওটা যদি মিসইউজ হয়। আমাকে তো চেনো। বাজে খরচ করার লোক আমি নই। তা ছাড়া আজকাল আমারও চোখ থেকে ঘুম গেছে। প্রয়োজনে আধখানা আমিও খেয়ে নিতে পারি। পারি না?'

'না মেসোমশাই। আপনার পক্ষে কড়া ডোজ হয়ে যাবে। আপনি একটা হালকা রেস্টিল খেতে পারেন, তাতেই ঘুম এসে যাবে।'

'বেশ, আমার জন্যে তাই দাও। তোমার বাবার কথা মনে পড়ছে। অনাথবন্ধু বলত, দাদা, ঘুম নেই। দু'চোখ এক করতে পারি না। এখনও বেঁচে থাকলে যে কী বলত।'

হয়তো বাবার কথা শুনে ছেলেটি নরম হল। এক পাতা ওষুধ বুদ্ধদেবের দাবি অনুযায়ী সে দিয়ে দিল। সঙ্গে বুদ্ধদেবের জন্যে হালকা ট্যাবলেট। দাম নিয়ে খুচরো ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'নিতান্ত উপায় না থাকলে খাওয়াবেন না। হাফ ট্যাবলেট-এর বেশি নয়।'

বুদ্ধদেব মাথা নাড়লেন। তারপর টুক টুক করে হেঁটে খানিকটা দূরের দোকানে ঢুকলেন। সেখানেও একই রকমের কথাবার্তা। পাড়ার বৃদ্ধ মানুষরা যে সম্মান পায় তার সুযোগ নিয়ে সেখান থেকেও এক পাতা কড়া ঘুমের ওষুধ জোগাড় করলেন তিনি। তারপর দোকান থেকে বের হতেই শুদ্ধদেবের মুখোমুখি।

'বাবা! আপনি একা একা বেরিয়ে এসেছেন?'

'কেন? আমি কি শিশু যে হারিয়ে যাব?' খিঁচিয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব।

'না, মানে, আমাকে বললেই আমি ওষুধ এনে দিতাম।'

'তাই নাকি?'

'আমি তো এনে দিই।'

শুদ্ধদেব কী বলবে ভেবে না পেয়ে কথাটা বলল। বুদ্ধদেব হাঁটা শুরু করলেন, 'এনে দিয়ে যখন গর্ব করে বলছ, আমরা যখন থাকব না তখন পাঁচজনকে শোনাবে বাবামায়ের সেবা কত করেছি। তাই না?'

'না, বাবা! এ কী কথা? এমন কথা আমি বলতেই পারব না।'

'পারবে। সব পারবে। আগে শুনেছি নিজের বোনের মুখের দিকেও তাকাতে পারতে না, এখন দিব্যি পরনারীর মুখের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাকিয়ে থাকতে পারো ?'

লজ্জায় যেন নুইয়ে পড়ল শুদ্ধদেব।

'এতে লজ্জিত হবার কী আছে। মনের মানুষ তাহলে এতদিনে পেলে ? এই যে তুমি একসময় জোর গলায় বলতে, জীবনে কখনও বিয়ে করব না, সেটা কি রাখতে পারলে ? তাই এখন যে কথা বলতে পারবে না বলে মনে হচ্ছে, একসময় তা সাবলীলভাবেই বলবে। তাহলে তুমি বিয়ে করছ ?' বুদ্ধদেব বাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন।

'না, মানে আমি— !' শুদ্ধদেব কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

'তোতলাচ্ছ কেন ?'

'সেসব কথা ওঠেইনি।'

'ওঠেনি ? তাহলে তোলো। বুঝলে, আমার কোনও আপত্তি নেই। তুমি কয়লা খেলে আঙরা হাগবে। আমি তো সেটা দেখতে যাব না।'

শুদ্ধদেবই দরজা খুলেছিল। ওর পকেটে চাবি থাকে। এ বাড়ির প্রত্যেক ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই সদর দরজার চাবি রাখে। বুদ্ধদেবরা নীচে নামেন না বলে ওঁদের চাবি দেয়নি কেউ।

ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল শুদ্ধদেব। মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?'

'মোড়ের মাথায়। পিন্টুর সঙ্গে কথা বলে বেরিয়েছি, তখন বাবাকে দেখলাম। আমি তো প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি।'

'যাক গে। দেখা হয়ে গেল বলে নিয়ে আসতে পারলি।' মনোরমা স্বামীর দিকে তাকালেন। বুদ্ধদেব তখন পাঞ্জাবি ছাড়ছেন। তারপর কোনও কথা না বলে বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পিন্টুর বাড়িতে কেন গিয়েছিলি ?'

'সুরঙ্গমা যেতে বলেছিল। ও পিন্টুর সঙ্গে দেখা করে কেস নিতে বলেছিল। পিন্টু ওকে বলেছিল কয়েকদিন বাদে খোঁজ নিতে।'

'পিন্টু কী বলল ?'

'ও বলল, সুরঙ্গমার উচিত ওর স্বামীর সঙ্গে আর একবার বেশ খোলাখুলি কথা বলতে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময় মতবিরোধ ঘটে, আলোচনা করে সেটা মিটিয়ে নেওয়া যায়।'

'ঠিক বলেছে সে।'

'কিন্তু তোমার মেয়ে কি এ কথা শুনবে ?'

'সেটা তার উপর নির্ভর করছে।' মনোরমা বললেন, 'তা ওর কাছে শুনলাম তুই বিয়ে করতে রাজি হয়েছিস ?'

'তুমি কী বলো ?'

'আমি যা বলব সেইমতো তুই চলবি ? তোর নিজস্ব কোনও অভিমত নেই ?' মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি বুঝতে পারছি না কী করা উচিত !'

'তাহলে আর বোঝার দরকার নেই। যা হচ্ছে, তার ওপর ছেড়ে দে। আমরা চাই, তোরা সবাই সুখী হ। অনেক রাত হয়েছে, এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।' মনোরমা বললেন।

সে কেমন মেয়ে যে তার ছেলের বউ হয়ে এ বাড়িতে আসবে, মনোরমার ইচ্ছে করছিল তাকে দেখার। হাজার হোক শুদ্ধদেব তাঁর বড় ছেলে। বড় ছেলের বউ-এর মর্যাদা আলাদা। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন। এখন এসব ভাবা ঠিক নয়। তাঁর শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে। সংসারে মায়ার টানে আটকে থাকা আর শোভা পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে রাগ এল। ওই মানুষটা চিরকালই এইরকম। উঠল বাই তো কটক যাই। শ্রাদ্ধ করব তো করে ফেললাম। এখন নিজেকে নির্লিপ্ত করে ফেলেছেন কিন্তু মনোরমা পারছেন কই। জলে নামব অথচ বেণী ভেজাব না, এ কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ? রাত্রে শোওয়ার আগে তিনি বুদ্ধদেবকে বললেন কথাটা। বেশ রাগত স্বরেই।

বুদ্ধদেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'কেন জড়াচ্ছ ? শোনোনি, সংসারে থাকবে সন্ন্যাসীর মতো ! সন্ন্যাসী কে ? না যার কোনও পিছুটান নেই।'

'আমি পারছি না। তুমি যা বলেছিলে তাই করো।'

'তুমি মন থেকে তৈরি ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। ইচ্ছে মানেই শুভলগ্ন। আজ অনেকদিন পরে রাস্তায় নেমে বুঝলাম আমার দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। শরীর যে বোঝা হয়ে গেছে, হাঁটতে গেলে হাঁপ ধরে, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করে টের পাইনি। আর রাস্তার বাতাস এমন নোংরা যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। এই যে দু'পাতা ওষুধ, জোগাড় করতে মিথ্যে কথা বলতে হল। দ্যাখো, এটাও তো অন্যায়। বেঁচে যতদিন থাকবে ততদিন তোমাকে একটা না একটা অন্যায় করে যেতেই হবে। তা দোকানদার মেসোমশাই বলে ডাকে তাই দিয়ে দিল। দেওয়াটা বেআইনি। অর্থাৎ আমি ওকে দিয়েও অন্যায় কাজটা করালাম।'

'এসব শুনতে আমার আর ভাল লাগছে না।'

'ও। বেশি কথা বলা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আমার। যাক গে, নতুন পাঞ্জাবিটা কোথায় ?' বলতে বলতে নিজেই আলমারি খুললেন বুদ্ধদেব।

'এত রাত্রে নতুন পাঞ্জাবি দিয়ে কী করবে ?' মনোরমা অবাক।

'পরব। এই তো', একজোড়া নতুন ধুতিপাঞ্জাবি আলমারি থেকে বের করলেন বুদ্ধদেব, 'তোমার নতুন শাড়ি নেই ? সেটাই পরো।'

মিনিট পনেরো বাদে দু'জনে খাটে এসে বসলেন। মনোরমার নতুন শাড়িতে অস্বস্তি হচ্ছিল। একেবারে নতুন, ফল্‌সও লাগানো হয়নি। স্বামীর দিকে তাকালেন। বাঃ, অনেকদিন পরে বুদ্ধদেবকে আজ বেশ ভাল লাগছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

বুদ্ধদেব বললেন, 'কী দেখছ ?'

'অন্যরকম লাগছে।'

'সাজি না বলে। বরবেশে যেদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সেদিন তো তোমার চোখের পলক পড়েনি। মনে আছে ?'

'তখন তোমার চেহারা খুব খারাপ ছিল।'

'বাজে কথা।'

'ফটো দ্যাখো, মনে পড়বে।'

স্ত্রীর হাত ধরলেন বুদ্ধদেব। 'কত বছর হয়ে গেল, না ?'

হঠাৎই মনোরমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর পিঠে হাত রাখলেন বুদ্ধদেব, 'না। কেঁদো না। এসময় কাঁদলে মন দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'হোক।' কান্না গিলছিলেন মনোরমা।

একটু সময় নিলেন বুদ্ধদেব, 'শোনো, তোমাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করি। এই সংসারে এমনভাবে বেঁচে থাকতে কি তোমার এখনও ইচ্ছে আছে ?'

'না।' মাথা নাড়লেন মনোরমা, 'শুধু তোমার জন্যে—'

'তাই ?'

'হুঁ।'

'আমাকে তুমি এখনও ভালবাসো ?'

'এ কী কথা ?'

'ভালবাসতে বাসতে ভালবাসা তো একসময় পুরনো হয়ে যায়। তাই—।'

'ও। তুমি তো আমাকে ভালবাসো না, তাই বুঝতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি না ?'

'কী জানি।'

স্ত্রীর মুখ কাছে টেনে নিয়ে এলেন বুদ্ধদেব। যদিও এখন ঘরের দরজা বন্ধ, পর্দাগুলো টানটান হয়ে আছে জানলায়, তবু কীরকম লজ্জা করতে লাগল মনোরমার। তিনি চাপা গলায় বললেন, 'কী করছ ?'

ততক্ষণ মনোরমার গালে ঠোঁট রেখেছেন বুদ্ধদেব। দ্বিতীয়বার ঠোঁট রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ? ভালবাসি না ?'

'জানি না।' মনোরমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলেন, পারলেন না।

'তুমি আমাকে আদর করবে না ?'

মনোরমা তাকালেন। তারপর দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তেমনভাবে পারছেন না। তাঁর বাতে ফোলা হাত বিদ্রোহ করছে। বুদ্ধদেব স্ত্রীর ঠোঁটে চুমু খেলেন এ বার। একটু চাপ দিতেই মনে হল তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবে। একই অনুভূতি হল মনোরমার। একসময় এই কর্মটি কী গভীর আনন্দ ছড়াত। সময় হারিয়ে যেত তখন। এখন সময়ের কাছে তাঁরা দু'জনে হেরে বসে আছেন। পরস্পরকে ছেড়ে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে হেসে

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফেললেন দু'জনেই।

বুদ্ধদেব ঘড়ি দেখলেন। তারপর দুটো ঘুমের ওষুধের পাতা সামনে রেখে একটার পর একটা ট্যাবলেট বের করতে লাগলেন। মনোরমা দেখলেন সাদা চকচকে ছোট্ট ছোট্ট বড়ি। তিনি স্বামীর গায়ে হাত দিলেন। বুদ্ধদেব বললেন, 'কোনও টের পাবে না। ঘুমের মধ্যেই গভীর ঘুমের দেশে চলে যাব আমরা। ডাক্তারি শাস্ত্রমতে এর ছটা ট্যাবলেটই যথেষ্ট। আমরা দশ দশটা খাব এক একজন। কোনও চান্স রাখব না।'

'এখনই খাব ?'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব, 'আবার ভেবে দ্যাখো। মনে দ্বিধা এলে—।'

'তুমি ?'

'আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি। অনেক বেঁচেছি আমি। এইসব মুখ দেখার জন্যে বেঁচে থাকার আর কোনও মানে হয় না।' বুদ্ধদেব মাথা নাড়লেন, 'প্রতিটি নতুন দিন মানে নতুন নতুন অপমান। আশা শব্দটা আমাদের জীবন থেকে চলে গিয়েছে। ঠিক না ?'

মনোরমা মাথা নাড়লেন।

বুদ্ধদেব নিঃশ্বাস নিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের কথাই ধরো। যিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, পৃথিবীর যে কোনও সমস্যা এক মুহূর্তে সমাধান করে দিতে পারতেন, তাঁর পায়ে একটা তীর এসে বিঁধল আর তা থেকে সেপটিক হয়ে তিনি মারা গেলেন। এটা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে ? পায়ে বিঁধে থাকা তীর বের করে ওষুধ লাগানো, বা, হাত বুলিয়ে দিলেই সেই ক্ষতকে তিনি সারিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করেননি। যদুবংশের অবস্থা দেখে চুপচাপ ক্ষতটাকে বাড়তে দিয়েছেন। গ্যাংগ্রিন হয়ে মারা গেলেন। এটাও তো স্বেচ্ছায় পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।'

কথাটা মনোরমারও মনে ধরল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। কিন্তু মহাভারতে তাঁর মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বুদ্ধদেব যে ব্যাখ্যা করলেন সেটাই সত্যি।

দু'গ্লাস জল সামনে রেখে বুদ্ধদেব বললেন, 'এসো, ঘুমিয়ে পড়ি।'

মনোরমা বললেন, 'আগে আমি খাব।'

'কেন ?'

'পরে খেলে যদি মন ঘুরে যায় ?'

'মন শক্ত করো।'

'না।'

'তাহলে একসঙ্গে খাও।' ট্যাবলেটগুলো স্ত্রীর হাতে দিলেন বুদ্ধদেব, 'একসঙ্গে গেলা যাবে না। দু'টো করে এক এক ঢোঁকের সঙ্গে খাবে।'

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল। শুদ্ধদেব চিৎকার করছে, 'মা, মা— ?' সঙ্গে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেয়েলি গলার কান্না। গলাটা সুরঙ্গমার। বুদ্ধদেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কী করবেন ভাবলেন। মনোরমা নিঃশ্বাস চেপে বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!'

বুদ্ধদেব মাথা নাড়লেন। ওষুধগুলোর ওপর বালিশ চাপা দিয়ে মনোরমাকে ইঙ্গিত করলেন সেখানে ঢুকিয়ে দিতে। তারপর বিছানা থেকে নেমে দরজা খুললেন। দরজার বাইরে শুদ্ধদেব এবং বাসুদেব। বউমারা। আর সুরঙ্গমা। তাঁকে দেখে সুরঙ্গমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

শুদ্ধদেব বলল, 'এইমাত্র খবর এসেছে, গোবিন্দলালের মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'গোবিন্দলাল?' বুঝতে অসুবিধে হল বুদ্ধদেবের।

'ছুটকির বর।' শুদ্ধদেব বলল।

'ও। তা তোমরা আমাদের কী করতে বলো?'

'না, মানে, ও খুব ভেঙে পড়েছে। এখনই যেতে চাইছে। আমরাও—।'

'আমাকে যেতে হবে নাকি?'

'না, না, আপনাকে জানিয়ে গেলাম।'

'কিন্তু গোবিন্দলালকে তো ও ডিভোর্স করছে। তার মানে আর স্বামী হিসেবে মানছে না। তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলে এত কাতর হওয়ার কী কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

কথাটা শোনামাত্র সুরঙ্গমা আরও উঁচু স্বরে কেঁদে উঠল। দরজায় বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন বলে সে ভেতরে ঢুকতে পারছিল না।

বুদ্ধদেব বললেন, 'যা করার তা করো। এত কাঁদবার কী আছে?'

হঠাৎ সুরঙ্গমা বলল, 'তুমি, তুমি কী নিষ্ঠুর।'

'তাই?' বুদ্ধদেব আর দাঁড়ালেন না। ঘরে ফিরে এলেন। ওরা চলে গেল। সর্বাণী এল মনোরমার কাছে। মনোরমা পাথরের মতো বসে আছেন। সর্বাণী বলল, 'আমি ওদের নিষেধ করেছিলাম। এতরাত্রে আপনাদের না ডেকে—।'

মনোরমা বুকে হাত দিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ঘামছিল। তিনি আর বসে থাকতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন। সর্বাণী শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একি, আপনি এত ঘামছেন কেন? কী হয়েছে আপনার?'

মনোরমা কথা বলতে চাইলেন কিন্তু তার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছিল। সর্বানী চিৎকার করে উঠতেই বুদ্ধদেব তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে, মনোরমা?'

বুকে হাত দিলেন মনোরমা, 'খুব কষ্ট হচ্ছে!'

অ্যাম্বুলেন্স এসে যখন মনোরমাকে নিয়ে গেল তখন বুদ্ধদেব পাথরের মতো বসে। এই ঘর থেকে স্ট্রেচারে শুইয়ে ওরা মনোরমাকে বের করল। এরই

www.banglabookpdf.blogspot.com

মধ্যে তিনি ঘুমের বড়িগুলো সরিয়েছেন, প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, মনোরমা ইতিমধ্যে সেগুলো খেয়ে নিয়েছে কিনা। গুনে দেখলেন সব কটাই আছে। ভোরবেলায় বাসুদেব ফিরে এল, 'অবস্থা খুব খারাপ। বেশ খারাপ। ডাক্তার কোনও আশা দেয়নি।'

খবরটা শুনে দরজা বন্ধ করলেন বুদ্ধদেব। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল মনোরমা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গেলেন। যে যাওয়াটা ওদের একসঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল সেই কথা মনোরমা রাখলেন না। গ্লাসটার জল ভরা ছিল। একমুঠো ঘুমের ওষুধ আর গ্লাস নিয়ে তিনি জানলার সামনে দাঁড়ালেন। মুঠোর চাপে পর্দাটা সরিয়ে দেখলেন ভোর হব হব করছে। এখনই সূর্য উঠবে। এই সূর্যোদয় মনোরমা আর কখনও দেখতে পাবে না। ছোলাভাজা খাওয়ার মতো একটার পর একটা ট্যাবলেট মুখে ছুড়ে দিয়ে জল গলায় ঢেলে গিলছিলেন তিনি। স্বর্গ আছে কি না তিনি জানেন না, তবে নরক থেকে মনোরমার আগেই বেরিয়ে যাবেন তিনি, স্ত্রীর কাছে হার মানতে লজ্জা নেই কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি আগেই যেতে চান।

শুদ্ধদেবই আবিষ্কার করেছিল। অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে দিল সে লোক এনে। ঘরে ঢুকে দেখেছিল ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন বুদ্ধদেব। চোখ বন্ধ। বুকে মাথা রেখে সে টের পেল এখনও হৃদযন্ত্র চলছে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। না খাওয়া বাকি ট্যাবলেটগুলো জানিয়ে দিয়েছিল বুদ্ধদেব কী করেছেন।

তিন ভাই তারপর ব্যতিব্যস্ত। একই দিনরাতে তিনজন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। সুরঙ্গমার বর গোবিন্দলালের চোট যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল ততটা নয়। সেন্স ফিরেছে, পরীক্ষা করার পর ডাক্তার বলতে পারবেন সে বিপদমুক্ত কি না। মনোরমা একই অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর অক্সিজেন এবং স্যালাইন চলছে। পাম্প করে পেট থেকে ওষুধ বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল বুদ্ধদেবের। কিছুটা বেরিয়েছে কিছুটা ইতিমধ্যেই গলে গিয়ে সক্রিয় হয়েছে।

সুদেব ভেবে পাচ্ছিল না বুদ্ধদেবের মতো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন? বাসুদেব বলেছিল, মা মারা যাবেন ভেবেই হয়তো—! কিন্তু সুদেবের মনে হয় না সেকথা। অতগুলো ঘুমের ট্যাবলেট নিশ্চয়ই আগে থেকেই জোগাড় করে রেখেছিলেন। নিজেদের শ্রাদ্ধ করে ফেলাটাও নিশ্চয়ই কোনও কথা মাথায় রেখে। তারপরেই খেয়াল হল, শ্রাদ্ধটা হয়েছে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে। তার মানে বুদ্ধদেব জানতেন তিনি আত্মহত্যা করবেন। স্ত্রীকে ভালবাসেন, তিনি চলে গেলে সহ্য করতে পারবেন না ভেবে আত্মহত্যা করেননি।

সেই রাত্রেই মারা গেলেন বুদ্ধদেব। অনেক চেষ্টা করেও ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। মৃতদেহ ছেলেরা কাচের গাড়িতে চাপিয়ে শ্মশানে নিয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

গেল। যেহেতু এটা আত্মহত্যা তাই পুলিশের একটা ভূমিকা ছিল। সুদেব তার পরিচিতদের ধরে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারল। যে মানুষটা সারা জীবন মাথা উঁচু করে বেঁচেছিলেন, অবসর নেবার পরও যিনি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছিলেন তিনি কী অসহায় মুখ নিয়ে ইলেকট্রিক চুল্লির মধ্যে চলে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল, শুধু এক কড়াই ছাই আর হাড়গোড় যা অন্য মানুষের থেকে আলাদা করা কখনওই যাবে না।

গোবিন্দলাল ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছিল। সুরঙ্গমা দু'বেলা তার মাথার পাশে বসে থাকে। জোর করে তাকে নিয়ে আসতে হয় নাওয়াখাওয়ার জন্যে। একদিন বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে স্বপ্না দেখতে পেল দু'জনে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হাসছে। স্বপ্না বলল, 'যাক বাবা, তোমাদের আকাশ থেকে শেষপর্যন্ত মেঘ সরে গেল তাহলে!'

গোবিন্দলাল বলল, 'ভাগ্যিস অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেল।'

সুরঙ্গমা বলল, 'চুপ করো। আর একটু হলেই তো—।'

'ডিভোর্স করতে হত না। নতুন করে বিয়ে করার লাইসেন্স পেয়ে যেতে।'

'আমি আবার বিয়ে করব বলে কাউকে বলেছি?' সুরঙ্গমার মুখ ভার হল।

'তাহলে তো আর কোনও আফশোস নেই।'

সেখানে দেখা করতে এসেছিল অঞ্জনা। গোবিন্দলালের দুর্ঘটনার খবর শুনে তার মনে হয়েছিল আসাটা কর্তব্য। সুরঙ্গমা তার হাত ধরল, 'যার দেখা পেতে এসেছ ভাই সে তো এখানে নেই। তিনি ডিউটি দিচ্ছেন আর এক জায়গায়।'

'মানে?' অঞ্জনা ভান করল।

'তুমি কি জানো বাবা মারা গিয়েছেন? মায়ের হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। এখন যদিও আগের থেকে ভাল তবু ডাক্তাররা আশা দেয়নি। দাদা ওখানে।'

'কোথায়?'

'কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে।'

খানিকক্ষণ কর্তব্য করে কাজ আছে বলে অঞ্জনা বেরিয়ে গেল। গোবিন্দলালের বেড থেকে আড়ালে সরে এসে সুরঙ্গমা বলল, 'এই হল অঞ্জনা।'

'ওমা! আলাপ করিয়ে দিলে না কেন?' স্বপ্না অবাক।

'ইচ্ছে করেই। যাতে তুমি ওকে ভাল করে জরিপ করতে পারো। কেমন দেখলে?'

'রীতিমত সুন্দরী।'

'দাদার সঙ্গে মানাবে না?'

'সেটা তোমার দাদার ওপর নির্ভর করছে। হাজার হোক, আমার ভাসুর হন তো, আমি সব কথা বলতে পারি না।' স্বপ্না হাসল।

'এই শোনো, ও রাজি হয়েছে।' সুরঙ্গমা গদগদ।

'কিসে?' স্বপ্না মুখ ফেরাল।

'অপারেশনে। একসময় ও চেয়েছিল আমি রাজি হইনি। এখন আমি চেয়েছি ও আপত্তি করেছে। আচ্ছা বলো তো, কী এমন বয়স আমার! এর চেয়ে বেশি বয়সেও অনেকের বাচ্চা হয়। সিজার করে নিলেই তো চুকে যাবে, রিস্ক থাকবে না। কত বলেছি, মানেনি। এখন বাবুর মত হয়েছে। বলছে, এখনই করে নাও, আমি হাসপাতালে থাকতে থাকতে।'

'বাঃ। বেশ তো।'

'আমি একা যাব না। লজ্জা করে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'ঠিক আছে। তবে তোমার বাবার কাজটা আগে হয়ে যাক।'

'বাবার কাজ? তদ্দিনে হয়তো ওকে ছেড়ে দেবে। তখন?'

'আচ্ছা, দেখছি—!'

'দেখছি না। কাল সকালে চলে এসো। প্লিজ। একটা ছোট্ট অপারেশন, একদিন লাগবে এখানে থাকতে। তারপর দিন তিনেক রেস্ট নিলেই ফিট হয়ে যায়, তদ্দিনে নিশ্চয়ই ওকে ছাড়বে না। আর শোনো, এ কথা কাউকে বলবে না। তোমার বরকেও না।'

'দিদিকে?'

'উহুঁ। মেজবউদির পেটে কথা থাকে না। ক'মাস বাদে একেবারে চমক দেব।' সুরঙ্গমা মিষ্টি করে হাসল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বারো

গলায় কাছা, মুখে কদিন না-কামানো দাড়ি নিয়ে হাসপাতালের সামনের লনে বসেছিল শুদ্ধদেব। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন এখনই মনোরমাকে বুদ্ধদেবের মৃত্যু সংবাদ না জানাতে। তিন ভাইয়ের কাউকে দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন বলে ওরা কেউ মনোরমার সামনে যাচ্ছে না। সুদেব অবশ্য বাড়ি থেকেই বের হচ্ছে না। বাসুদেব দু'বেলা এসে বাইরে থেকে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে বেশির ভাগ সময় থাকছে শুদ্ধদেব। গতরাত থেকে আর জাগতে হচ্ছে না, এই যা।

মনোরমার অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। অক্সিজেন খুলে দিয়েছে কিন্তু স্যালাইন চলছে। ওঁকে ইনটেনসিভ থেকে বের করে জেনারেল বেডে এখনও নিয়ে যায়নি ডাক্তার, আধা-ইনটেনসিভ গোছের জায়গায় রাখা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে। দু'বেলা সবাণী যাচ্ছে তাঁর কাছে। রোজ বিকেলে সুরমা আসছে। সুরমার স্বামী দেবব্রত জামিন পেয়েছে যদিও তাকে তার অফিস আপাতত সাসপেন্ড করেছে। বোধহয় এই কারণেই, দেবব্রত এখানে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। বুদ্ধদেবের শেষ কাজের সময় অবশ্য শ্মশানে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কারও সঙ্গে কথা বলেনি। সুরমা একেবারে ছেলেমানুষের

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

মতো কেঁদেছিল সেদিন।

মনোরমা এখনও সুস্থ নন বলেই ছেলেদের তাঁর কাছে না আসার কারণ জানতে চাইছেন না। জানতে চাইলে সবর্ণীকে বলা হয়েছে গোবিন্দলালের অসুস্থতার কথা বলতে। তার জন্যে খুব ছোটাছুটি করতে হচ্ছে সবাইকে।

শুদ্ধদেব একটু উদাসীনভাবে তার বাবার কথা ভাবছিল। মানুষটা আত্মহত্যা করল? মা মারা যাবেই ধরে নিয়ে আর পৃথিবীতে থাকতে চাইল না? একেই বলে ভালবাসা! সবর্ণী বা স্বপ্না যদি মারা যায় তাহলে কি বাসুদেব বা সুদেব আত্মহত্যা করবে? কক্ষনো না। বুদ্ধদেবের মনে তাকে নিয়ে একটু আক্ষেপ ছিল প্রথম দিকে। স্কুলে পড়ানো নিয়েই থেকে গেল অন্য লাইনে গিয়ে উন্নতি করার চেষ্টা করল না। এই ছিল আফশোসের কারণ। পরে বিয়ে থা না করায় ওর সম্পর্কে একটু বোধহয় দুর্বল হয়েছিলেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিভিন্ন স্কিমে টাকা জমানোর ব্যবস্থা উনিই করে দিয়েছিলেন। আজ মানুষটা নেই। পৃথিবীর কোথাও ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুকের ভেতর একটা শক্ত অনুভূতি শুদ্ধদেবকে কাহিল করে তুলছিল। এইসময় সে দেখতে পেল অঞ্জনাকে। লম্বা ছিপছিপে অঞ্জনা হেঁটে আসছে। হাঁটার সময় ওর শরীরে দোলা লাগে। অনেকেই ওকে দেখছে কিন্তু ওর নজর কারও দিকে নেই। পাশের বাড়ির ভাড়াটে বউ-এর চেয়ে অঞ্জনার ফিগার ঢের ভাল। প্রায় জন্মদিনের পোশাকে ভাড়াটে বউ-কে দেখেছে শুদ্ধদেব। আজ মনে মনে অঞ্জনাকে সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইতেই শুনতে পেল, 'ওখানে বসে কেন?'

খুব লজ্জা পেল শুদ্ধদেব। নিজেকে এখন নোংরা বলে মনে হচ্ছিল। তার দাড়ি না কামানো মুখে অপরাধী ভাব ফুটে উঠল। চেষ্টা করেও হাসতে পারল না সে। আর ততক্ষণে অঞ্জনা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে উঠতে চেষ্টা করতেই অঞ্জনা বলল, 'আপনি বসুন।' বলে অঞ্জনাও তার পাশে বসে পড়ল।

'গোবিন্দলালদার খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই সব জানলাম। আপনার মা এখন কেমন আছেন?' আন্তরিক গলায় জিজ্ঞাসা করল অঞ্জনা।

'আগের থেকে ভাল।' নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল শুদ্ধদেব।

'আপনি আমাকে জানাতে পারতেন!'

'কী?'

'ওঃ। এরকম মারাত্মক ব্যাপার হয়ে গেলে মানুষ বন্ধুবান্ধবদের পাশে চায়। অবশ্য আপনি আমাকে বন্ধু বলে মনে করেন কি না তার ওপর নির্ভর করছে।' অঞ্জনা মুখ ফেরাল।

'না। তা কেন? নিশ্চয়ই করি।'

'শুদ্ধদেববাবু!'

'বলুন।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'হাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমাকে কি আপনার খুব খারাপ লাগে?'

'একি কথা বলছেন!'

'তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলছেন আর ওইদিকে তাকিয়ে আছেন কেন?'

'না, মানে—।'

'আমি এখানে এসে আপনাকে বিব্রত করছি, না?'

'না-না। আপনি আসায় আমার খুব ভাল লাগছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি। আসলে কথা বলার সময় আমার সব গুলিয়ে যায়।'

'তাই? আপনি স্কুলে পড়ান, কথা বলায় তো ভাল অভ্যেস থাকা উচিত।'

'সেটা ছাত্রদের সঙ্গে!'

'বন্ধুর সঙ্গে নয়?'

'ঠিক আছে। এ বার থেকে—।'

'মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন। আপনি ভেতরে যাবেন না?'

'না, এই অবস্থায় দেখলেই মা বুঝে যাবেন বাবা নেই। এখনও ওঁকে বলা হয়নি। ডাক্তার নিষেধ করেছেন বলতে। আমার ভাই-এর বউ ভেতরে গেছে।'

'আমি ওঁকে একবার দেখে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

শুদ্ধদেবের কাছে আর একটি ভিজিটার্স পাশ ছিল। সেটা অঞ্জনাকে দিয়ে সে বুঝিয়ে দিল কীভাবে কোথায় যেতে হবে। অঞ্জনা চলে গেল হাসপাতালের ভেতরে। হঠাৎ এক ধরনের ভাল লাগায় আপ্লুত হল শুদ্ধদেব। এই যে এখানে অঞ্জনার আসা, মাকে দেখতে যাওয়া, বুঝিয়ে দিচ্ছে ওর মন বেশ নরম। শুদ্ধদেবকে ভাল না লাগলে কখনও এসব করত না। এরকম মেয়েকে সারাজীবন পাশে পেলে তার আর কোনও কিছুই চাওয়ার থাকবে না। অঞ্জনা তার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, ভোরবেলায় তার ঘরে হাঁটছে, বিকেলে অফিস থেকে সোজা তার কাছেই চলে আসছে— এ কল্পনা করে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে গেল শুদ্ধদেব।

মিনিট কুড়ি পরে শুদ্ধদেব দেখল সবর্ণী আর অঞ্জনা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছে। এর মধ্যে দু'জনের আলাপ হয়ে গেল? সবর্ণী হাসছে, অঞ্জনাও। শুদ্ধদেব উঠে এগিয়ে গেল। সবর্ণী বলল, 'দাদা, মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।'

'মা, মানে, কথা বলছেন?'

'সামান্য। তবে সব বুঝতে পারছেন। মনে হয় বেশিদিন আপনাদের না যাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। আমি অবশ্য বলেছি অ্যাকসিডেন্ট-এর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেশেন্টের কথা।' সবণী বলল।

'ডাক্তারের সাথে আজ কথা বলে দেখি।'

'ডাক্তার তো আসবে সাতটা নাগাদ।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি চলি। আসি ভাই, একদিন আসুন আমাদের ওখানে।' সবণী অঞ্জনাকে বলল হাসিমুখে। অঞ্জনা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সবণী চলে গেল।

এখন অশৌচ চলছে। সবণীই তাদের তিন ভাইকে ফুটিয়ে দিচ্ছে দু'বেলা। সুদেব কিছুতেই খেতে পারছে না। জগন্নাথ ঠাকুরকে ফোন করেছিল সে, বিকল্প কিছু আছে কি না। জগন্নাথ ঠাকুর বলেছেন হিন্দুদের এটা করতেই হয়। তবে সুদেব যদি নিয়ম না মানতে চায় তো শ্রাদ্ধ করারও দরকার নেই। আজকাল অনেকেই করে না। সুদেব এখন নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। দুই দাদাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, প্রিয়মানুষ মারা গেলে শরীরকে এইভাবে কষ্ট দেবার কোনও কারণ নেই। বাবার আত্মা আমাদের কষ্ট করতে দেখে যদি খুশি হন তাহলে বলতে হবে তিনিই স্যাডিস্ট। কোনও পিতামাতাই চায় না তাদের সন্তান কষ্ট পাক। সারাজীবন বাপ-মাকে কষ্ট দিয়ে, অত্যাচার করে মৃত্যুর পর অশৌচের সব নিয়ম কট্টরভাবে পালন করলেই তাঁদের আত্মা শান্তি পেতে পারে না। আমরা যাকে ভালবাসতাম তাঁর মৃত্যুর পর অশৌচ পালন না করলে ভালবাসা একটুও কমে যায় না। এসব যুক্তির উত্তরে বাসুদেব বলেছিল, ঠিকই। তবে মা যখন শুনবে আমরা ওসব করিনি তখন খুব দুঃখ পাবে। মা ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করে।

এই নিয়ে তর্ক করলেও সুদেব শেষপর্যন্ত হবিষ্যি খাচ্ছে। যদিও তার ফ্ল্যাটে বসে কী করছে তা জানা নেই। সেরকম দেখতে গেলে আজকাল তো অনেক সহজ করে নিয়েছে মানুষ। একসময় তো চা সিগারেট খাওয়া যেত না, নিজে রান্না করে খেতে হত। নুন হলুদ দেওয়া চলত না। সুবিধের জন্যে যখন কিছু সমঝোতা করা হয়েছে তখন বাকিটা যদি চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে কেউ করে তাহলে বলার কিছু নেই।'

'কী ভাবছেন?' অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাঁ। না। আপনি কীভাবে যাবেন?'

'আমার তাড়া নেই। আপনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। তারপর একসঙ্গে ফিরব।'

'আপনার কষ্ট হবে।'

'এই, বেশি বেশি ভদ্রতা করবেন না তো!'

অঞ্জনার গলার স্বরে এমন একটা মিষ্টি আন্তরিকতা ছিল যা শুদ্ধদেবকে খুশি করল। এই সময় বাসুদেব আর সুরমা এল। শুদ্ধদেব গেট পাশ এগিয়ে দিতেই সুরমা ভেতরে ঢুকে গেল একটাও কথা না বলে। বাসুদেব জিজ্ঞাসা

www.banglabookpdf.blogspot.com

করল, 'সবণী এসেছিল?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র চলে গেল।'

'মা কেমন আছে?'

'আজ ভাল। অঞ্জনাও দেখে এসেছে।' কথাটা খুব সহজ গলায় বলার চেষ্টা করল।

বাসুদেব একটু অবাক হয়ে অঞ্জনার দিকে তাকাল।

অঞ্জনা বলল, 'নমস্কার। লতায় পাতায় একটা আত্মীয়তার সূত্র আপনাদের সঙ্গে যদিও আমার আছে তা সেটার কথা না তোলাই ভাল। আপনাদের ছোটবোন সুরঙ্গমার পরিচিত আমি। সেই সূত্রে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আপনার বেশ দেখে বুঝতে পারছি তবে আপনি কোন জন তা জানি না।'

'আমি মেজ, বাসুদেব।' বলতে বলতে বাসুদেবের খেয়াল হল। এর সঙ্গেই তাহলে সুরঙ্গমা দাদার সম্বন্ধ করছিল। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে দাদার মুখ সারাজীবন বন্ধ থাকবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা আমাদের খোঁজ করেনি?'

শুদ্ধদেব বলল, 'এখনও পুরো সেন্সে আসেনি। সবণী বলছিল আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।'

'তখনই হবে মুশকিল।' বাসুদেব আড়চোখে অঞ্জনার দিকে তাকাল।

অঞ্জনা বলল, 'আপনাদের কি বাইরে খাওয়া নিষেধ?'

বাসুদেব উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তবে চা খাওয়া যেতে পারে।'

শুদ্ধদেব বলল, 'আমার ইচ্ছে করছে না। তোমরা চাইলে খেয়ে এসো।'

বাসুদেব বলল, 'না-না। আমার দরকার নেই। আপনি খাবেন?'

'না। আপনাদের কথা ভেবেই বলেছিলাম। আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি।'

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হল ওরা। প্রভূত উন্নতি হয়েছে মনোরমার। এরকম চললে দিন সাতেকের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

বাসুদেব বলল, 'কিন্তু বাবার মৃত্যু সংবাদটা—।'

'ওটা বেশি জোর না করলে জানাবার দরকার নেই।'

'তাহলে এখনও আমরা ওঁর কাছে যাব না?'

'নাই বা গেলেন। মেয়েদের পাঠান।'

'তাই তো যাচ্ছে। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে গেলেই তো সব বুঝে যাবে। তখন শ্রাদ্ধের সময় এগিয়ে আসবে।'

'ঠিক আছে, দু'টো দিন যাক। আমিই বলব ওঁকে।'

ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসুদেব বলল, 'আমি প্রেসে যাব। কার্ড ডেলিভারি দেবে আজকে। নইলে নেমন্তন্ন করার সময় পাব না। আচ্ছা, নমস্কার, আবার দেখা হবে।'

বাসুদেবের যাওয়াটা একটু তড়িঘড়ি করেই। ওর প্রেস কোনদিকে তার

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

হদিস না দিয়ে চলে গেল। দিলে হয়তো একই সঙ্গে যেতে হত তাকে।

ওরা হাঁটছিল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অঞ্জনা বলল, 'আপনি তো বাড়ি ফিরবেন ?'

'হ্যাঁ। তাহলে আমাদের পথ আলাদা। আমি বাস ধরি এখান থেকে।'

'এই যে বললেন, একসঙ্গে ফিরব।'

'তখন জানতাম না আপনাকে চা খেতে বললে আপনি ভাই-এর সঙ্গে আমাকে পাঠাবেন।' অঞ্জনা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমরা তো এখনও মহাভারতের যুগে বাস করছি না, তাই না ?'

কথাটা ভুলেই গিয়েছিল শুদ্ধদেব। বলল, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

'আমি আশা করব আপনি যেন না ভেবে কথা না বলেন।'

'আই অ্যাম সরি।'

'ঠিক আছে। আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমি যার কাছে গুরুত্ব চাই সে যদি আমাকে সেটা না দেয় তাহলে সহ্য করতে পারি না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি।'

'ধন্যবাদ।' এ বার হেসে ফেলল অঞ্জনা। সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, হাত নেড়ে তাকে থামাল সে। দরজা খুলে বলল, 'উঠে পড়ুন।'

শুদ্ধদেব উঠল। অকারণে ট্যাক্সিতে চড়তে তার গায়ে লাগে। একথাটা বলা যাবে না। সে ঠিক করল অঞ্জনাকে নামিয়ে চোখের আড়ালে যাওয়া মাত্র ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বাসে চেপে বাড়ি ফিরে যাবে।

'আপনার মাকে আমার খুব ভাল লাগল।'

'ও।'

'আপনি আবার কিছু মনে করছেন না তো ?'

'কী ব্যাপারে ?'

'এই যে আপনার মায়ের কাছে গিয়েছি, ওঁর প্রশংসা করছি, এতে আপনি না ভেবে বসেন মেয়েটা কী হ্যাংলা ! গায়ে পড়া।'

'ছি ছি এ কী বলছেন !'

এখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। ট্যাক্সিটা ছুটে যাচ্ছিল। গলার স্বর পাল্টানো অঞ্জনার 'আজকে গোবিন্দলালদাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে আপনার ছোটভাই-এর বউ-এর সঙ্গে আলাপ হল। হ্যাঁ, আপনার ছোটবোন তো দেখলাম খুব খুশি। মনে হয় ওদের মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেছে। খুব ভাল লাগল।'

'তাই নাকি। তাহলে আর ডিভোর্স করছে না ?'

'মনে হয় না। আচ্ছা, আপনার ভাই-এর সঙ্গে যিনি হাসপাতালে এসে পাশ নিয়ে ঢুকে গেলেন তিনি কে ?' অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের বড়বোন।'

'উনি কারও সঙ্গে কথা বললেন না কেন ?'

'ও খুব সমস্যায় আছে। মন ভাল নেই।'

'উনি কখন চলে গেলেন দেখতেও পেলাম না।'

শুদ্ধদেব কোনও কথা বলল না। ব্যাপারটা তার চোখেও পড়েছে। দেবব্রতর ঘটনা ঘটার পর থেকেই কী রকম বদলে গিয়েছে ওরা।

অঞ্জনার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে শুদ্ধদেব বলল, 'আচ্ছা !'

'আচ্ছা মানে ? আপনি নামবেন না ?'

'এত রাত্রে— ?'

'রাত কোথায় ? আটটা তো বাজে। আপনি গ্রামে বাস করেন নাকি ?'

অগত্যা নামতে হল। পকেট নেই, হাতে একটা কাপড়ের থলে নিয়ে বেরিয়েছিল সে। তাতেই টাকাপয়সা আছে। ব্যাগটা খুলতেই অঞ্জনা বাধা দিল, 'আমি দিচ্ছি।'

শুদ্ধদেবকে সুযোগ না দিয়ে অঞ্জনা ভাড়া মিটিয়ে দিল।

দরজা খুলে বসতে বলল অঞ্জনা। আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শুদ্ধদেব। তার এখন কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না। সুরঙ্গমা যে কাণ্ডটা করেছে তা ভাই এবং ভাই-এর বউরা জেনে গেছে। ওরা আজ নিজের চোখে দেখে গেল অঞ্জনাকে। অথচ অঞ্জনার সঙ্গে এ ব্যাপারে তার কোনও কথাই হয়নি বাবা মা মারা যাওয়ার পর এক বছর নাকি এসব নিয়ে কথা বলা বা কাজ করা যায় না। এক বছর বড় বেশি সময়।

অঞ্জনা ফিরে এল একটা হালকা-নীল পাজামা এবং পাঞ্জাবি পরে। শুদ্ধদেবের বাড়ির মেয়েরা এমন পোশাক কখনও পরে না। দেখতে অন্যরকম লাগছিল অঞ্জনাকে।

'এই ভেতরে আসুন। আরাম করে বসা যাবে।' অঞ্জনা ডাকল।

অগত্যা উঠতে হল শুদ্ধদেবকে। ভেতরের ঘরটা চমৎকার সাজানো। একটা বড় সোফা কাম বেড ছাড়া পালঙ্ক রয়েছে একপাশে।

'কী খাবেন বলুন ?'

'আমার তো এখন খাওয়া নিষেধ।'

'বাইরে খাওয়া নিষেধ। তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কি বাইরে আছি এখনও ?'

'না, মানে একটু চা খেতে পারি।'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।'

শুদ্ধদেব তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের সঙ্গে একা এত কাছাকাছি কথা বলিনি। কারও বাড়িতে যাইনি।'

অঞ্জনা কাছে এগিয়ে এল, 'আমাকে খারাপ লাগবে না তো ?'

'না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সত্যি ?'

হঠাৎ দু'হাতে অঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরল শুদ্ধদেব। এই ধরার আগে তার মন প্রস্তুত ছিল না। জড়িয়ে ধরা মাত্র মনে হল, এ কী করছি! তার হাত শিথিল হয়ে আসছিল। যতটা অবাক হয়েছিল ঠিক ততটাই বিভ্রান্ত হল অঞ্জনা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

'না। কিছু না। আপনি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কেন ?'

শুদ্ধদেব জবাব দিতে পারল না। মুখ নিচু করে রইল। অঞ্জনা এ বার দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শুদ্ধদেবকে, 'কতটুকু পরিচয় আমাদের। আজ নিয়ে মাত্র দু'দিন, কয়েক ঘণ্টার। তবু মনে হচ্ছে কত বছর ধরে পরস্পরকে জানি। তোমারও কি তাই হচ্ছে ?'

'হুঁ।'

'তাহলে ক্ষমা চাইছ কেন ? তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি।' বলতে বলতে মুখ ফেরাতে গিয়ে শুদ্ধদেবের নগ্ন বুকের চামড়ার নোনতা স্বাদ অঞ্জনার ঠোঁটে লেগে গেল। সেই ঠোঁটের স্পর্শ পাওয়া মাত্র লক্ষ কদম্ব ফুল ফুটে উঠল শুদ্ধদেবের শরীরে। অঞ্জনা বলল, 'সারাদিনে অনেক ঘুরেছ, না ?'

'হুঁ।'

'একদম ঘেমে গিয়েছ। যাও, স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নাও।'

'একেবারে বাড়ি ফিরে গিয়ে করব।'

'কেন, এটা কি তোমার বাড়ি নয় ?' অঞ্জনা হাত ধরে টানল, 'এসো।'

বাথরুমের দরজা বন্ধ করে শুদ্ধদেব একটু দাঁড়াল। নানান রকমের সুদৃশ্য শিশিতে তরল গন্ধদ্রব্য রয়েছে। সাবানও অনেক রকম। সে একটা পাল্লা খুলল। বেশ কয়েকটা প্যাকেট, পাউডারের কৌটোর সঙ্গে ডেটলও রয়েছে। এত চমৎকার বাথরুমে স্নান করতেও আরাম। শুদ্ধদেবের মনে হল এখন থেকে বাকি জীবনে তার কোনও দুঃখ থাকবে না।

হাসপাতালের বেডে মনোরমা চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁর মাথা কাজ করছিল না। একটু আগে ডাক্তার তাঁকে শেষবার দেখেশুনে বলেছে, 'বাঃ। এখন আপনি প্রায় ভাল হয়ে গেছেন। একটু নিয়ম করে ওষুধ খাবেন। ওপর নিচু করবেন না। বড় ঘর হলে ঘরের মধ্যেই নয় তো বারান্দায় সকাল বিকেল একটু হাঁটবেন। ব্যাস।'

'ওরা কখন আসবে ?'

'এসে গেছে। আপনার ছেলেদের কথা বলছেন তো ? হসপিটালের বিল পেমেন্ট করছে। শুনুন, আপনার তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন মন স্থির করুন।'

'বললেই কি করা যায় ? উনি তো বলেই যাচ্ছেন।'

'আমরাও বলছি। শুধু ওষুধে তো কাজ দেবে না। তা দেখুন, মানুষকে তো একদিন মরতেই হবে। যে আগে এসেছে তারই আগে যাওয়া উচিত। আপনার হাসব্যান্ডের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। তার ওপর যদি তিনি জেনেশুনে ঘুমের ওষুধ প্রচুর পরিমাণে খেয়ে ফেলেন তাহলে তো কিছু করার থাকে না।' ডাক্তার বলেছিলেন।

'ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন ?'

'শুধু খাননি, দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। বলুন তো, এটা ছেলেমানুষি না ?'

'তারপর ?'

'আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, পারলাম না।'

'কবে ?'

'অনেক দিন হয়ে গেল। আপনি যেদিন এখানে এলেন সেদিনই।'

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন মনোরমা। ডাক্তার এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখল, 'আপনি আমার মায়ের মতো। খবরটা শুনে আপনার খুব কষ্ট হবেই। কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবুন তো। ছেলেরা তো আপনার সামনে আসতেই পারছে না। আমি ওদের বলেছি আপনাকে বুঝিয়ে শান্ত রাখব। আপনাকে আমি আগেই রিলিজ করতে পারতাম। কিন্তু শ্রাদ্ধ শান্তি—।'

'উনি তো নিজের শ্রাদ্ধ করেই গিয়েছিলেন।'

'আমি ঠিক জানি না ব্যাপারটা। তবে আপনি শক্ত হন।'

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর স্থির হয়ে বসেছিলেন তিনি। তখনই মনে হল লোকটা কী স্বার্থপর। কথা ছিল একসঙ্গে ট্যাবলেট খাওয়ার। কিন্তু হঠাৎ তার কী যে হয়ে গেল, নিজের ওপর কোনও দখল থাকল না। আর সেই সুযোগে তিনি একা একাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেললেন ? পুরুষমানুষের স্বভাবই হল মেয়েদের এইভাবে ঠকিয়ে যাওয়া।

প্রথমে বউমারা এল। সঙ্গে বড় মেয়ে। ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কোথায় ? তাদের দেখছি না কেন ?'

সবর্ণী বলল, 'ওরা বাইরে। আপনার ছোট ছেলে বাড়িতে অপেক্ষা করছে।'

মনোরমাকে হাঁটানো হল না। হুইল চেয়ারে বসিয়ে গাড়িতে তোলা হল। গাড়ির ব্যবস্থা সুদেব করে রেখেছিল। গাড়িতে বসার পর বাসুদেব এগিয়ে এল, 'সবর্ণী, তোমরা এই গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাও, আমরা পরেরটায় আসছি। বালিশটা মায়ের মাথার পেছনে তুলে দাও।'

মুণ্ডিত মস্তক মানুষটি যে তাঁর মধ্যমপুত্র তা বুঝতে পেরে মনোরমা দাঁতে দাঁত রাখলেন। বুক উপচে বাতাস বেরিয়ে এল।

পুরোহিত বিধান দিয়েছেন বাপ নিজের শ্রাদ্ধ করলেও সন্তানের দায় থেকেই

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

যায়। অতএব প্রচলিত প্রথামতোই শ্রাদ্ধ করতে হয়েছে। শুধু সুদেব ব্যতিক্রম। সে হবিষ্যি করেছে কিন্তু ন্যাড়া হয়নি। মূল্য ধরে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াতেই সুদেব বেরিয়ে এল চেয়ার নিয়ে। তিন ছেলে মনোরমাকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এল ওপরে। তিনজনই হাঁপাচ্ছিল। ঘরের মাঝখানে পৌঁছে ওরা চেয়ার নামাল। এবং তখন মনোরমা হু হু করে কেঁদে উঠলেন। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না। চেয়ারে বসে দু'হাতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন মনোরমা।

বাসুদেব বলল, 'মা, শান্ত হও। আমরা তো আছি, তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।'

মনোরমার কানে কথা ঢুকছিল না। ওরা তাঁকে চেয়ার থেকে তুলে খাটে শুইয়ে দিল। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী স্বপ্না দুটো ওষুধ খাইয়ে দিল জোর করে যার একটা মনোরমাকে কিছুক্ষণ ঘুমের শান্তি দেবে। বাইরে বেরিয়ে এসে সুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমাকে দেখে কি মা আপসেট ?'

বাসুদেব বলল, 'কী জানি !'

'আসলে কথা বলার সুযোগ পেলে বুঝিয়ে বলতে পারতাম কেন আমি মাথা কামাইনি।' সুদেব মাথা নাড়ল।

স্বপ্না ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'থামো তো ! মা মরছেন নিজের জ্বালায়, তোমার কথা এখন ভাবার কোনও সুযোগই নেই। ওই ঘরে ঢোকামাত্র বাবার কথা মনে পড়ছে ওঁর।'

বাসুদেব বলল, 'এখন কথা হল, মাকে তো একা এখানে রাখা যাবে না।'

সবর্ণী বলল, 'দিনরাতের আয়ার কথা বলেছিলাম। দাদা বললেন, রাতের বেলায় দরকার নেই, দিনের বেলায় রাখলেই হবে। এখনও সে এল না কেন কে জানে !'

শুদ্ধদেবই ছুটোছুটি করে আয়াদের সেন্টার থেকে একজনকে নিয়ে এল। সে সকাল সাতটা থেকে সন্ধে পর্যন্ত মনোরমার দেখাশোনা করবে।

বিকেল তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙল মনোরমার। ঘুমের আমেজ তখনও শরীরে। তিনি চোখ ফেরালেন। দেখলেন ইজিচেয়ারটায় কেউ একজন বসে আছে। প্রথমে ভাবলেন চোখের ভুল। তড়িঘড়ি উঠে বসলেন। এবং তখনই তাঁর গলা থেকে স্বর ছিটকে বের হল, 'কে ? কে তুমি ?'

মেয়েটি ধড়মড়িয়ে উঠে এল, 'আমি, আপনার আয়া।'

'আয়া ? ওখানে বসেছ কেন ? কেন বসেছ ?'

'চেয়ারটা খালি ছিল, তাই।'

'না। কক্ষনো ওখানে বসবে না। বুঝতে পেরেছ ?'

'হ্যাঁ। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

শান্ত হতে সময় লাগল। বুক ধড়ফড় করছিল। আয়াটা ভাল, তাঁর মাথায়

হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি বললেন, 'থাক।'

নিজেকেই প্রশ্ন করলেন মনোরমা, অত উত্তেজিত হলেন কেন তিনি ? যাঁর শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর কেন এত টান থাকবে সংসারের প্রতি। ওই চেয়ারটা তো সংসারেই অঙ্গ। একজন নিত্য ব্যবহার করত বলে ওটা সেই মানুষের চেয়ার এমন ভাবনা তো সংসারী মানুষরাই ভাবেন। আজ বাদে কাল যখন তিনি থাকবেন না তখন তো কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আর কার কথা ভাবছেন তিনি ? একজন স্বার্থপর মানুষের জন্যে এত ভেবে কী লাভ ?

একটু বাদেই দু' বউমা এবং বড় মেয়ে এল। ছোট এখন হাসপাতালে। স্বপ্নাই বলল, 'ওর আজ অপারেশন হয়েছে মা।'

'অপারেশন ? কেন ?'

স্বপ্না সবর্ণীর দিকে তাকাল। সবর্ণী বলল, 'এতদিনে জামাই-এর মতি হয়েছে বাচ্চাকাচ্চার জন্যে। অপারেশনটা সেই কারণেই।'

মনোরমা কিছু বললেন না। সুরমাই তাকে চা খাইয়ে দিল। মনোরমার মনে পড়ল এরকম দৃশ্য এই ঘরে আগে দেখেছেন কিনা।

হঠাৎ স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'মা আপনার বড় বউমাকে পছন্দ হয়েছে ?'

'বড় বউমা ?'

'বাঃ। আপনাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল !'

ঝাপসা ঝাপসা একটা মেয়ের মুখ চোখের সামনে এল। বললেন, 'ও। ওদের কি বিয়ে হয়ে গিয়েছে ? আমাকে কেউ বলেনি তো ?'

সুরমা বলল, 'আশ্চর্য ! তোমার এই অবস্থা, বাবার কাজ সবে মিটল, এর মধ্যে কখনও বিয়ে হতে পারে ! ওরা ঠাট্টা করে বড়বউমা বলে ডাকছে।'

সবর্ণী বলল, 'না, ঠাট্টা আর নেই দিদি, দাদা আজকাল সন্ধেবেলায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছে।'

সুরমা বলল, 'তাতে কী প্রমাণ হয় ?'

স্বপ্না বলল, 'আগে দাদা ঘেমে নেয়ে বাড়ি ফিরত। এখন দেখলেই বোঝা যায় সন্ধের পর স্নান করেছে। গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পাওয়া গেছে।'

সুরমা মাথা নাড়ল, 'শুনেছি সেই মেয়ে একা থাকে। চাকরি করে। নাঃ, ওখানে গিয়ে চান করে আসা ঠিক নয়। আমি ভাবতে পারছি না ওই মানুষ শেষ বয়সে এই কাণ্ড করবে।'

এই সময় শুদ্ধদেব ঘরে ঢুকতেই স্বপ্না নেমে গেল খাট থেকে। সবর্ণী আয়ার সঙ্গে অনাবশ্যক কথা বলতে আরম্ভ করল। মনোরমা বড় ছেলেকে ডাকলেন, 'শোন।'

শুদ্ধদেব এগিয়ে এল, 'বলো।'

'বিয়ে যদি করার ইচ্ছে হয় তাহলে করে ফ্যাল।'

সুরমা বলল, 'এখন কী করে সম্ভব। আর একটা বছর যাক।'

মনোরমা মাথা নাড়লেন শুয়ে শুয়ে, 'মূল্য ধরে দিস পুরুতের কাছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাহলে সব কিছু করা যাবে। টাকা দিলে কী না হয়।'

শুদ্ধদেব কোনও কথা বলল না। আজ অঞ্জনা এখানে আসতে চেয়েছিল। কীভাবে যে ওকে কাটাতে হয়েছে তা সে-ই জানে। এসব সমস্যা আগে তার ছিল না।

সন্ধেবেলায় এই ঘরে সবাই বসেছিল। সর্বাণী নিষেধ করেছিল মনোরমাকে কথা বলতে। শেষ পর্যন্ত ওর মেয়ে রত্নাপ্রিয়া সত্যি কথাটা বলল, 'তুমি বলছ কথা না বলতে অথচ সবাই মিলে এই ঘরে রয়েছ। তোমরা না থাকলে ঠাম্মা কথা বলার সুযোগই পাবে না।'

সুদেব বলল, 'ঠিক বলেছিস। দাদা ও ঘরে যাক। আমরা যে যার ঘরে ফিরে যাই।'

রাত্রে খাওয়া সামান্য। সেটুকু খাইয়ে আয়া চলে গেল। এ ঘরে দ্বিতীয় খাট নেই। শুদ্ধদেব ঠিক করল নীচে মেঝেতেই বিছানা করে নেবে। সে মায়ের দিকে তাকাল। মা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। একটু রোগা দেখাচ্ছে ওঁকে। বাবা বেঁচে থাকতে যে শাড়ি পরতেন মার সেই শাড়িই এখন পরনে। তখনই জমি থেকে রঙ উধাও হয়েছিল, এখন অসুবিধে হচ্ছে না। রাত্রে, খাওয়াদাওয়া করে আলো নিভিয়ে শুদ্ধদেব যখন শুয়ে পড়ল তখনও মনোরমা ঘুমিয়ে।

তেরো

অনেক অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল মনোরমার। বুকের ভেতরটায় কীরকম চাপ চাপ অনুভূতি, তিনি চোখ খুললেন। হালকা নীল আলো জ্বলছে ঘরে। এই আলোটা ভারী পছন্দের ছিল একসময়, কিন্তু বুদ্ধদেব পছন্দ করতেন না। বলতেন, ঘুমাবার সময় অন্ধকার থাকা ভাল। চোখ বন্ধ করে ঘুমাব আবার ঘরেও আলো জ্বেলে রাখব এ আবার কী।

মনোরমা হাত বাড়াতেই পাশ বালিশটাকে পেয়ে গেলেন। নরম লম্বা বালিশটাকে অনুভব করতেই কীরকম একটা কাঁপুনি শরীরে ছড়াল। বুদ্ধদেব আর পৃথিবীতে নেই। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন সব ঠিকই আছে, আগে যেমন ছিল। শুধু ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমাচ্ছে শুদ্ধদেব। ফ্যালফ্যাল করে বড় ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। বালিশে মুখ গুঁজে পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। মাথা কামানো থাকায় মুখের চেহারায় পবিত্রভাব এসেছে। ও সংসারী হতে চেয়েছে শেষপর্যন্ত, হোক। দেরিতে হলেও মানুষ যদি নিজের জায়গা খুঁজে পায় তাহলে পাক না।

নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে চাপটাকে আবিষ্কার করলেন বুকে। এটা অবশ্য তেমন কিছু নয়। ডাক্তার বলেছেন ভাবনা-চিন্তা না করতে। বেশি ভাবলে এমন

www.banglabookpdf.blogspot.com

হবার সম্ভাবনা থাকে। না, তিনি কিছুই ভাববেন না এখন থেকে। কার জন্যে ভাববেন ? যে লোকটার কথা সারাজীবন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন, নিজের শ্রাদ্ধটাও তিনি যাঁর পরামর্শে করলেন, সেই মানুষটা অমন স্বার্থপরের মতো তাঁকে ফেলে যদি চলে যেতে পারে তাহলে ভাবনা কার জন্যে ?

নিজের জন্যে তাঁর ভাবতে বয়ে গেছে। এই তো কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে লড়াই করে ডাক্তাররা তাঁকে ফিরিয়ে আনল, তিনি তো মরেও যেতে পারতেন। অথচ মরলেন না। কোথায় যেন পড়েছিলেন, মেয়েদের প্রাণ নাকি কই মাছের মতো। কথাটা তো তাঁর ক্ষেত্রে একেবারে সত্যি হয়ে গেল। এই সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নতুন কিছু পাওয়ার আশা না থাকায় বুদ্ধদেব চলে যেতে চেয়েছিলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেমেয়েদের আচরণ তাঁকেও আহত করে যাচ্ছিল। তিনি তাই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে শুয়ে কী দেখলেন ? ওরা দুবেলা তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে বাচাবার চেষ্টা করেছে। এমনকী বাড়িতে নিয়ে আসার পরেও তাঁর চারপাশ ঘিরে থেকেছে যাতে একটুও কষ্ট না হয়। এটা কম পাওয়া ! ওদের চেহারার এই দিকটা তো বুদ্ধদেব দেখেননি ! ওই যে, বড় ছেলে, তাঁকে একা শুতে দেবে না বলে মেঝেতে বিছানা করে ঘুমাচ্ছে, তাঁকে না ভালবাসলে কি ও এই কষ্টটা করত ? তাঁর মনে হল, বুদ্ধদেবের দোষ ছিল। নিজের গাম্ভীর্য নিয়েই তিনি থাকতে চাইতেন। গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারেননি কখনও। ওরা এ ঘরে এলে প্রথমে তাঁর সঙ্গেই কথা বলত, বুদ্ধদেবের সঙ্গে নয়। ওরা যে তাঁকেই বেশি আপন মনে করত সেটা কি বুদ্ধদেবের পছন্দ হত না ?

এত রাত্রে মনোরমার মনে হল বুদ্ধদেব শুধু নিজের কথাই ভাবতেন। আর সারাজীবন সেই সব ভাবনা তিনি তাঁর ওপর চাপিয়ে গিয়েছেন। আর বালিকা বয়সের অভ্যেসে তিনি তা মেনে নিয়েছেন। স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি কখনও যাননি। অথচ এটাও ঠিক মানুষটা খারাপ ছিল এ কথা তিনি কখনও বলতে পারবেন না। যদি সেই রাত্রে ওরা দরজায় শব্দ না করত তাহলে এখন তিনি কোথায় থাকতেন ? বুদ্ধদেব এখন কোথায় আছেন ? কোথাও নেই। শ্রাদ্ধশান্তির পর তাঁকে নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা এ বাড়ির কেউ করছে না। এই ঘরের বাইরে কারও স্মৃতিতে তিনি আদৌ তেমন করে বেঁচে আছেন বলে মনে হয় না। আর কয়েকটা দিন বাদে তিনি সম্পূর্ণ মুছে যাবেন। সেই রাত্রে ট্যাবলেটগুলো খেলে তাঁরও অবস্থা এই রকম হত।

এখন বিছানার একপাশে বসে মনোরমার মনে হল তিনি ভুল করতে যাচ্ছিলেন। সেই রাত্রে ছেলেমেয়েরা এসে দরজা খুলিয়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিল। তারপর তাঁর হৃদযন্ত্রের অসুখ দ্বিতীয়বার রক্ষা করল। নইলে কে জানে, ছেলেমেয়েরা চলে যাওয়ার পর সেই রাত্রেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে চুক্তিমতো তাঁকেও ঘুমের ওষুধ খেতে হত।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

সংসারে থাকতে হলে কিছু কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা তো হবেই। আবার তার উল্টোটাও যে হয় সেটা না ভাবলে চলবে কেন ? হ্যাঁ, ছোটমেয়ে প্রায় অকারণে ডিভোর্স করতে চাইছিল। যেহেতু বুদ্ধদেব ওকে একটু বেশি স্নেহ করেন তাই ওর আবদার মেনে নিয়েছিলেন। অথচ মেনে নেওয়ার জন্যে দুঃখও কম পাননি। সেই মেয়ের সঙ্গে স্বামীর ভাব করিয়ে দিলেন ভগবান ওই অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে। ওদের যদি বাচ্চা হয় তাহলে কি সেটা খুব আনন্দের হবে না ? ছোটখোকা মদ খায়, অফিসের ফ্ল্যাটে চলে যেতে চেয়েছে। কিন্তু ওর মনে কোনও পাপ থাকলে মদ খাওয়া অবস্থায় তাঁর ঘরে এসে ওইভাবে কান্নাকাটি করত না ! বাবামা নিজের শ্রাদ্ধ করছে তাতে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে অফিসে চলে যেতে পারত। ওর বউকে দু'বেলা হাসপাতালে পাঠাত না। এগুলো বুদ্ধদেব কি কখনও বুঝতেন ?

এতদিন বাদে বড়ছেলের বিয়েতে মতি হল, অত ভাল মেয়ে ওকে পছন্দ করল, বুদ্ধদেব দেখে যেতে পারলেন না। ডিভোর্সি বলে কোনও মেয়ে খারাপ হবে কেন ? বরং দ্বিতীয়বার সংসার করতে এসে সে অনেক বেশি যত্ন নেবে।

মনোরমা আর বসে থাকতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখলেন। তাঁর চোখে ঘুম আসছিল না। নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তিনি পাশবালিশের দিকে ফিরলেন। ওপাশটা ফাঁকা। বেশিরভাগ রাতেই বুদ্ধদেব তাঁর দিকে পেছন ফিরে শুতেন। ওঁর পিঠটা দেখতে পেতেন তিনি। সেটাই ঘরটাকে আড়াল করে রাখত। এখন সামনের দেওয়াল পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে। বুকের চাপটা আরও বাড়ল তাঁর। এবং তারপরেই তাঁর নাক কুঁচকে উঠল। প্রতি রাত্রে শোওয়ার সময় তিনি পাশ ফিরলেই এক গন্ধ পেতেন। পঞ্চাশ বছরের চেনা গন্ধ। চিরটাকাল একটা কবিরাজি তেল মাথায় মাখতেন বুদ্ধদেব। হালকা মিষ্টি গন্ধ ছিল তেলটায়। কিন্তু সেটা ছাপিয়ে ওঁর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা নোনতা গন্ধ মাঝেমাঝেই নাকে লাগত। মনোরমা মাঝেমাঝেই বলতেন, 'শোওয়ার আগে গা ধুয়ে শোবে তুমি।' বুদ্ধদেব বলতেন, 'ওইদিকে মুখ করে শোও।'

আজ না তেল, না সেই শরীরের গন্ধ মনোরমার নাকে এল। তিনি মাথা তুললেন। এই খাটে নতুন বিছানায় চাদর পাতা হয়েছে, বালিশগুলোর ওয়াড়ও নতুন। বুদ্ধদেব মারা যাওয়ার পর ওরা বিছানাটাকে নতুন করে দিয়েছে। সেই চেনা গন্ধটা বিছানা থেকে উধাও। হঠাৎ চোখ উপচে জল বেরিয়ে এল। বুকের মধ্যে সেই অভ্যস্ত গন্ধের জন্যে যে আকুলতা শুরু হল সেটা ক্রমশ কখন যে পাথর হয়ে গেল মনোরমা জানতেই পারলেন না।

সকাল বেলায় শুদ্ধদেবের চিৎকারে জড়ো হওয়া ছেলেমেয়ে বউয়েরা দেখল মনোরমার ঠোঁটের একপাশ দাঁতের তলায় চাপা, বাঁ হাত প্রসারিত, যেখানে বুদ্ধদেব শুয়ে থাকতেন।

---

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com